NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com



শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ একগুচ্ছ দুর্নীতির ঘটনায় সংবাদ শিরোনামে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

তৃণমূলে মমতা ব্যানার্জি শুধু একাই থাকবেন: অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ৫ জুন ২০২৬ ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৩৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.06.2026, Vol.19, Issue No. 352, 8 Pages, Price 3.00

## গ্রেপ্তার স্বরূপ



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পুলিশের জালে অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস। তোলাবাজি ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ আলিপুর থানা। অভিযোগ, টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োর টেকনিশিয়ানদের কাছ থেকে টাকা তুলতেন প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ। একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

## অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ত্রাণ দেওয়া শুরু রাজ্যের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এ বার বকেয়া মহার্ঘ ত্রাণ (ডিয়ারনেস রিলিফ বা ডিআর) দিতে শুরু করল রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং তাঁদের পরিবার এই সুবিধা পাবেন। ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বকেয়া ডিআর দেওয়া শুরু হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে নবান্ন।

রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) দেওয়াও শুরু করেছে রাজ্য সরকার। নবান্নের অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর, গত শুক্রবার থেকেই বকেয়া ডিএ-র টাকা দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বাবদ যে টাকা বকেয়া রয়েছে, আপাতত তা দেওয়া হচ্ছে।

ডিআর সংক্রান্ত নবান্নের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় গত ২৯ মে। তাতে জানানো হয়েছে, কোনও কর্মী বা পেনশনভোগীর মৃত্যু হলে বকেয়া ডিআর পাবেন তাঁদের মনোনীত ব্যক্তি বা আইনগত উত্তরাধিকারী। সরকারি পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, বকেয়া অর্থ বিতরণের সময় বহু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা পেনশনভোগী ইতিমধ্যেই প্রয়াত হয়েছেন। সেই সব ক্ষেত্রে অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হচ্ছিল। এই সমস্যা দূর করতে নতুন গাইডলাইন চালু করা হয় আগেই।

ডিআর বকেয়ার ক্ষেত্রে যদি মনোনীত ব্যক্তির নাম সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নথিভুক্ত থাকে, তা হলে সেই মনোনীত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করা হবে। যদি বর্তমান পারিবারিক পেনশনভোগী ও মনোনীত ব্যক্তি একই হন, তবে সরাসরি তাঁর অ্যাকাউন্টেই অর্থ পাঠানো হবে। অন্য দিকে, যদি মনোনীত ব্যক্তির তথ্য না থাকে, তা হলে আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে এবং যাচাইয়ের ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করা হবে।

# পরিবহণে বিপ্লব, সাগরমালায় বাংলা

## জলপথে জোয়ার আনতে পৃথক জাহাজ দপ্তরের ভাবনা নবান্নের



*রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে নবান্নে কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল এবং কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।*

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যে পৃথক জাহাজ দপ্তর পরিকল্পনা করেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে জাহাজ ও জলপথ সংক্রান্ত কাজ পরিচালিত হলেও দেশের একাধিক রাজ্যে আলাদা শিপিং ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও সেই মডেল অনুসরণের বিষয়ে প্রাথমিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, বন্দর, জাতীয় জলপথ, জেটি নির্মাণ, ওয়াটার মেট্রো, উপকূল উন্নয়ন, সাগরমালা প্রকল্প এবং মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, একাধিক দপ্তরের সমন্বয়ে এই কাজগুলি এগোতে হয়। ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের জন্য আলাদা প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

সরকারি সূত্রের খবর, নতুন দপ্তর গঠিত হলে বন্দর উন্নয়ন, উপকূলীয় পরিবহণ, মৎস্য পরিকাঠামো, জলপথে পণ্য পরিবহণ এবং নদীভিত্তিক পর্যটন প্রকল্পে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই একটি নোডাল আধিকারিক বা প্রজেক্ট ডিরেক্টর নিয়োগের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে, যিনি বিভিন্ন দপ্তরের কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গুজরাত ও ওড়িশার মতো রাজ্যে পৃথক জাহাজ দপ্তরের মাধ্যমে বন্দরভিত্তিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চায় সরকার। বিশেষ করে কলকাতা বন্দর, হলদিয়া, প্রস্তাবিত নতুন গভীর সমুদ্রবন্দর, ওয়াটার মেট্রো এবং জাতীয় জলপথ প্রকল্পগুলিকে এক ছাতার নিচে এনে দ্রুত বাস্তবায়ন করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। নবান্ন সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই প্রশাসনিক পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। প্রয়োজনীয় অনুমোদন মিললে পৃথক জাহাজ দপ্তর গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রিসভার বৈঠকেও আনা হতে পারে।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের সাগরমালা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় যুক্ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে একথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, সাগরমালা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে রাজ্য অংশ না নেওয়ার ফলে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যুক্ত হয়ে প্রায় ২২ হাজার ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করা হবে। এর আওতায় বন্দরের সংযোগ, উপকূলীয় পরিবহণ, অন্তর্দেশীয় জলপথ, মৎস্যজীবীদের পরিকাঠামো, দ্বীপাঞ্চল উন্নয়ন এবং উপকূলীয় এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, বাসন্তী, বকখালি, নামখানা, সাগর, খেজুরি-সহ উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষ জোর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সরকার।

একই সঙ্গে কলকাতা বন্দরে জমি দখল, সিন্ডিকেটরাজ, তোলাবাজি এবং চোরাচালান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, অতীতে সমন্বয়ের অভাবের সুযোগ নিয়ে বন্দরে নানা ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ চলেছে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুলিশ, সিআইএসএফ, কাস্টমস, কলকাতা পুরসভা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে নিয়ে প্রতি মাসে সমন্বয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজস্ব ফাঁকি, মাদক পাচার এবং অবৈধ বাণিজ্য রুখতেই এই পদক্ষেপ।

এছাড়া ৪৪টি নতুন জেটি নির্মাণের মধ্যে ৪১টির প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র মিলেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। সাগরদ্বীপের কপিলমুনি আশ্রম সংলগ্ন সমুদ্রতট সংরক্ষণ, গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, বলাগড়ে নদীভাঙন রোধ এবং ৪৫ কিলোমিটার ড্রেজিংয়ের মতো প্রকল্পও বৈঠকে অনুমোদন পেয়েছে।

## কলকাতা জুড়ছে ওয়াটার মেট্রোয়

**নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের ১৮তম শহর হিসেবে ওয়াটার মেট্রো পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে কলকাতা। কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন কেরলের পর এবার কলকাতায় ওয়াটার মেট্রো চালু করার ব্যাপারে কেন্দ্রের নীতিগত সম্মতি মিলেছে।**

**হুগলি নদীকে কেন্দ্র করে আধুনিক জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে দ্রুত, পরিবেশবান্ধব এবং বিকল্প গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ওয়াটার মেট্রো চালু করা হবে। এর পাশাপাশি গঙ্গার ঘাট সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজও জোরকদমে এগোবে। বাগবাজার, আহিরীটোলা, শোভাবাজার, মল্লিকঘাট, বাবুঘাট, রামকৃষ্ণপুর এবং বাঁধা ঘাটকে আধুনিক রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।**

**তিনি বলেন, এই ঘাটগুলির মধ্যে কয়েকটির কাজ ইতিমধ্যেই প্রায় শেষ। বাকি ঘাটগুলির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ দুর্গাপুজোর আগেই সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন শুধু পরিকাঠামো উন্নয়ন নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা এবং বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলিকেও সংরক্ষণ করা হবে। 'বিকাশ ও বিরাসত', এই নীতিকেই সামনে রেখে কাজ করা হবে।**

## পাহাড়-জটের পাকাপাকি সমাধানে ফের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক নবান্নে



*দার্জিলিং পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার নবান্নে হয় বৈঠক।*

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সাংবিধানিক সমাধানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হল নবান্নে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে যোগ দেন কেন্দ্রের নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ কুমার সিং, দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক এবং রাজ্যের ডিজিপি।

বৈঠকের পর সমাজমাধ্যমে রাজু বিস্তা জানান, এটি ছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক। তাঁর দাবি, কেন্দ্র বহু আগেই পাহাড় সমস্যার সমাধানে আলোচনার জন্য মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করলেও তৎকালীন তৃণমূল সরকার সেই সংলাপ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছিল এবং বারবার আলোচনার পথ এড়িয়ে গিয়েছিল।

রাজু বিস্তার বক্তব্য, এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আশ্বাস দিয়েছেন যে বিজেপি সরকার পাহাড় সমস্যার সাংবিধানিক সমাধান খুঁজতে কেন্দ্রের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে স্থবির হয়ে থাকা আলোচনা প্রক্রিয়া এবার দ্রুত এগোবে বলে তাঁর আশা।

সাংসদের মতে, দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন অংশীদার ও সংগঠনগুলিকে নিয়ে দ্রুত আলোচনার পরবর্তী ধাপ শুরু হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সমস্ত পক্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে একটি গ্রহণযোগ্য সাংবিধানিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করবে। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজু বিস্তা। তাঁর দাবি, পাহাড় সমস্যাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনার ফলে সমাধানের সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সরকার পরিবর্তনের পর এই প্রথম কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে পাহাড় প্রশ্নে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হল। ফলে দার্জিলিং, তরাই ও ডুয়ার্সের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত রাজনৈতিক দাবিদাওয়া এবং প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।

## বিধাননগরে মেয়র পদ ছাড়লেন কৃষ্ণা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিধাননগর পুরসভার মেয়রের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। হঠাৎ কেন পদত্যাগ করলেন তিনি সে ব্যাপারে অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছেন তিনি। বরং সংক্ষেপে জানান, ব্যক্তিগত কারণে তাঁর এই পদত্যাগ। সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুরেই বিধাননগর পুরসভার কমিশনারকে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। পাশাপাশি তাঁকে এ প্রশ্নও করা হয়, তৃণমূল সুপ্রিমকে এ ব্যাপারে জানিয়েছেন কি না তা নিয়ে। জবাবে তিনি বলেন, যেখানে জানানোর সেখানে তিনি জানিয়েছেন। সঙ্গে তিনি এও জানান, 'নিজের জন্য সময় দরকার। কাউন্সিলর হিসাবে কাজ করব। বিধাননগরের মানুষের কাছে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞ। কারও প্রতি কোনও অভিমান নেই।'

ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি পুরসভা থেকে চেয়ারম্যান, পুরপ্রধান পদত্যাগ করেছেন। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল বিধাননগর পুরসভা। গত ২৩ মে ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লেকে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ২ জুন একই অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শচিন সিং এবং ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরিজিৎ দাস, কলকাতা পুরসভার ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ মণ্ডল। এই আবহে পদত্যাগ করলেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হওয়ার পর থেকে দলের অন্দরে তোলপাড় কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দলের বিধায়কদের একটা বড় অংশ একজোট হয়ে আসল তৃণমূল পরিচয় দিয়ে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়ে ফেলেছেন। বিরোধী দলনেতা হয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এভাবে দল ভাঙতে শুরু করে দিয়েছে।

## সই-কাণ্ডে ফিরহাদের বাড়িতে সিআইডি



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সই-কাণ্ডে এবার ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে সিআইডি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় কলকাতা বন্দরের বিধায়কের বাড়িতে পৌঁছে যান তদন্তকারীরা। বিধায়কদের সই জালিয়াতি কাণ্ডে তদন্তে এবার ফিরহাদ হাকিমের বয়ান রেকর্ড করতে চায় সিআইডি। জানা গিয়েছে, বিরোধী দলনেতা কে হবেন, মমতার ডাকা দু'দিনের বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ। ঠিক কী ঘটেছিল সেদিন কালীঘাটের বৈঠকে, কারা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে, কাদের অনুপস্থিতিতেই সই হয়ে গিয়েছিল বিরোধী দলনেতার রেজোল্যুশন কপিতে, কার নির্দেশে এমন কাণ্ড ঘটল, সমস্ত ঘটনা বিশদে জানতে এদিন তদন্তকারীরা কলকাতা পুরসভার মেয়রের চেতলার বাড়িতে পৌঁছে যায় সিআইডি টিম।

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করতে চেয়ে তৃণমূলের পরিষদীয় দলের তরফে বিধানসভার স্পিকারকে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল। সেই চিঠিতেই কিছু 'অসঙ্গতি' পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ। সেই তদন্তভার রাজ্য সরকার তুলে দিয়েছে সিআইডি-র হাতে। তৃণমূল বিধায়ক হিসাবে ওই চিঠিতে ফিরহাদেরও সই ছিল। সেই সূত্র ধরেই এবার ফিরহাদের বাড়িতে গেল সিআইডি।

## উপদেষ্টা নয়, মমতা নেত্রীই, ঋতর শিবিরে ভাঙনের সুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত নতুন পরিষদীয় গোষ্ঠীর প্রথম বৈঠকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সামনে এল মতভেদের ইঙ্গিত। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে ঋতব্রত দাবি করেছিলেন, তাঁর দলে রয়েছেন ৫৮ জন বিধায়ক, শীঘ্রই আরও দু'জন যোগ দেবেন। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'প্রধান পরামর্শদাতা' হিসেবে দেখতে চান তাঁরা।

কিন্তু সেই ঘোষণার একদিনের মধ্যেই ঋতব্রত শিবিরের অন্দরে অন্য সুর শোনা গেল। একাধিক বিধায়ক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। তাঁকে 'পরামর্শদাতা' হিসেবে নয়, দলনেত্রী হিসেবেই দেখতে চান।

বৃহস্পতিবার প্রথম পরিষদীয় বৈঠকের পর প্রকাশ্যে মুখ খোলেন কয়েকজন বিধায়ক। তাঁদের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সর্বোচ্চ নেত্রী, এই বিশ্বাস নিয়েই তাঁরা ঋতব্রতর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই অবস্থানে কোনও পরিবর্তন হলে তাঁদের অবস্থানও পুনর্বিবেচনা করতে হবে। ইটাহারের বিধায়ক প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, কোনও পরিস্থিতিতেই তিনি 'দিদি'র হাত ছাড়বেন না। তাঁর কথায়, 'আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। তিনি আমাদের নেত্রী।'

একই সুর শোনা যায় মোশারফ হোসেনের গলাতেও। পরিষদীয় বৈঠকের পর তিনি বলেন, 'আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপদেষ্টা হিসেবে চাই না। তিনি দলনেত্রী। তিনি নেত্রী থাকলেই আমরা থাকব, অন্যথায় আমরা থাকব না।' মোশারফ আরও দাবি করেন, 'আমরা তিনবার সেখানে গিয়েছি। প্রায় ৬৮-৬৯ জন সই করে এসেছি। দলের কিছু ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ী আমাদের নেত্রী।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যে নতুন শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করছেন, তার ভিতেই এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নেতৃত্বের প্রশ্নে। কারণ অধিকাংশ বিক্ষুব্ধ বিধায়কের রাজনৈতিক পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে তাঁকে 'প্রধান পরামর্শদাতা'র ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব দলের একাংশের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি করেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিকে কালীঘাট এবং বিক্ষুব্ধ শিবিরের মধ্যে যোগাযোগ নিয়ে জল্পনাও ক্রমশ বাড়ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, আগামী কয়েকদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী অবস্থান নেন, তার উপরই নির্ভর করবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের ভবিষ্যৎ সমীকরণ। কারণ পরিষদীয় গোষ্ঠীর সংখ্যা যতই বাড়ুক, বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের বড় অংশ এখনও নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয়কে 'মমতার সৈনিক' হিসেবেই তুলে ধরছেন।

## কেরলমে পা রাখল বর্ষা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পূর্বাভাস মিলিয়ে দিয়ে অবশেষে ভারতে প্রাক বর্ষার বৃষ্টির প্রবেশ। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বৃহস্পতিবারই প্রবেশ করেছে কেরলে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর। তার জেরে অতি ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং কর্নাটকের বিস্তীর্ণ এলাকায়। ভারতের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা প্রবেশের দিন পয়লা জুন। অথচ কেরলমে এখনও বর্ষা প্রবেশ করেনি। এরই মাঝে উত্তরবঙ্গে প্রাক বর্ষার বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। কেরলমে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রবেশের সঙ্গেই ভারতে বর্ষার বৃষ্টির পূর্বাভাস মেলে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর যে প্রভাব বৃহস্পতিবার থেকে ভারতে পড়েছে তাতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু, কেরলম, তেলঙ্গানার পশ্চিম এলাকায়। সেই আবহাওয়ার পরিবর্তনের জেরে এবার বাংলাতেও প্রাক বর্ষার বৃষ্টির পূর্বাভাস শোনালো কলকাতার আবহাওয়া দপ্তর। এর পাশাপাশি অসম, মেঘালয়ের মতো উত্তর পূর্বের দুই রাজ্যেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা জানিয়েছে আলিপুর। প্রসঙ্গত, হিসাব মত কেরলমে বর্ষা প্রবেশের সাত দিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির প্রবেশ হয়।

রাজ্যের আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ৬ জুন অর্থাৎ শনিবার থেকে বাংলায় প্রবেশ করতে পারে। যার ফলে শনিবার থেকে বাংলায় প্রাক বর্ষার বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে প্রবেশের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

## শওকতের বাড়িতে এনআইএ, আটক ছেলে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভাঙড়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লার বাড়িতে পৌঁছে এনআইএ তল্লাশি। তাতেই জোর চাপানউতোর। ভোটের আগে ভাঙড় বিধানসভার চালতাবেড়িয়ার দক্ষিণ বামুনিয়া গ্রামে বোমা বিস্ফোরণের খবর শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক আঙিনায়। একজনের মৃত্যুর খবরও মেলে। এ ঘটনাতেই আগে থেকেই পুরোদমে তদন্ত চালাচ্ছিল এনআইএ। এবার নতুন করে তদন্তে বেড়েছে গতি। সূত্রের খবর, সেই ঘটনার তদন্তেই এদিন শওকতের বাড়িতে হানা দেয় এনআইএ।



*শওকত মোল্লার বাড়িতে এনআইএ তল্লাশি।*

তদন্ত শুরুর পর ভোটের ঠিক আগের দিন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর এক দাপুটে তৃণমূল নেতা ওহিদুল মোল্লাকে। তারপরই শওকতকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে যায়। অবশেষে এদিন ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়কের মৌখালির বাড়িতে চলে গেল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, বাড়িতে নেই শওকত। আটক করা হয়েছে শওকত মোল্লার ছেলে ইমরানকে। তাঁকে সঙ্গে নিয়েই মৌখালির বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরেন তদন্তকারীরা। কিন্তু তল্লাশি চললেও এখনও খোঁজ নেই তৃণমূল নেতার। প্রশ্ন উঠছে, গ্রেপ্তারের আশঙ্কাতেই গা ঢাকা দিয়েছেন তিনি? তাঁর খোঁজে ইতিমধ্যে তৃণমূল নেতার ভাই আবু জাফরের বাড়িতেও এনআইএ'য়ের একটি দল হানা দেয় বলে খবর।

শওকতের খোঁজে তার ছেলের বিলাসবহুল রিসর্টেও খোঁজ চালায় এনআইএর দল। হানা দেওয়া হয় তৃণমূল নেতার দলীয় কার্যালয়ে। এদিন শওকত পুত্র ছাড়াও বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন শওকতের স্ত্রী ও কন্যাও। পাশাপাশি মৌখালিতে অবস্থিত ইমরান মোল্লার একটি ক্যাফেতেও যান তদন্তকারীরা এবং সেখানে খোঁজখবর নেন।

এদিকে এনআইএ-র সূত্রে খবর, ভাঙড়ের দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ-কাণ্ডের তদন্তের সূত্রেই এই তল্লাশি অভিযান চালেত তাঁর জীবনতলার বাড়িতে পৌঁছয়। বিধানসভা ভোটের কিছু দিন আগেই ওই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং বেশ কয়েক জন আহত হয়েছিলেন। সূত্রের খবর, বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নথি খতিয়ে দেখা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। অভিযোগ ওই বোমা শওকতের নির্দেশ মতো বাঁধা হচ্ছিল। এর জন্য উত্তর ২৪ পরগনার থেকে বোম বাঁধা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসেছিল এই তৃণমূল নেতা। নওশাদ সিদ্দিকির দল আইএসএফ-এর তরফে এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই তদন্তের দায়িত্বভার নেয় এনআইএ।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 01/06/2026, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12828 নং এফিডেভিড বলে আমি Goutam Kumar Ghosh S/o. Late Aswini Ghosh, R/o. Itachuna, Pandua, Hooghly-712147, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Rupam Ghosh) জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. No. B-2017: 19-02951-000508, dtd. 19/05/2017, D.O.B. 29/04/2017) আমার / পুত্রের পিতার সঠিক নাম Goutam Kumar Ghosh-এর পরিবর্তে Goutam Ghosh লিপিবদ্ধ আছে এবং আমার স্ত্রী Sima Paramanick D/o. Rabindra Nath Paramanick (আমার কার্ডে) সর্বত্র স্ত্রীর নাম Sima Ghosh (ভোটার কার্ডে) ও Sima Ghosh Paramanick (আধার কার্ডে) W/o. Goutam Kumar Ghosh লিপিবদ্ধ আছে। আমি/ পুত্রের পিতা Goutam Kumar Ghosh ও Goutam Ghosh S/o. Aswini Ghosh, ও আমার স্ত্রী Sima Paramanick, Sima Ghosh ও Sima Ghosh Paramanick D/o. Rabindra Nath Paramanick ও W/o. Goutam Kumar Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছে।

গত 04/06/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 529 নং এফিডেভিট বলে আমি Bidhan Halder (old name), S/o. Late Nalini Ranjan Halder, R/o. Benaharui, Sugandha, Polba, Hooghly-712102, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Bidhan Halder নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bidhan Chandra Halder (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Bidhan Chandra Halder & Bidhan Halder S/o. Nalini Ranjan Halder, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Biswajit Halder.

## নাম-পদবী

আমি Rama Goswami, স্বামী Avijit Goswami, নিবাস- F-19, B.P. Township, P.S- Patuli, Kol- 94. কিছু নথিতে আমার নাম আছে Rama Banerjee. গত ৩.০৬.২০২৬ ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুরের এফিডেভিটে (১৯১৪০) সর্বত্র Rama Goswami নামে পরিচিত হলাম। Rama Goswami ও Rama Banerjee এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

## To Whom It may Concern

Certified that **Anil Gupta S/o Late Hiralal Gupta** of 16/5, Annapurna Nagar, Benachity. Durgapur-713213, P.S.- Durgapur, Paschim Burdwan, W.B. is known to me and previously in his Aadhaar Card, PAN Card and Voter Card, his name was written as **Anil Kumar Gupta S/o Late Hiralal Gupta** and later his name has been rectified and written as **Anil Gupta S/o Late Hiralal Gupta** in his aforesaid documents i.e. in his Aadhaar Card, PAN Card and Voter Card and thus **Anil Gupta S/o Late Hiralal Gupta & Anil Kumar Gupta S/o Late Hiralal Gupta** is the same and one identical person and in that regard he has sworn an Affidavit Before Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Durgapur Court on 21-05-2026.

**S.B. Shukla (Advocate)**
Durgapur Court

## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আমি শেখ নুর হোসেন, পিতা- মৃত আব্বাস আলি, গ্রাম- মুংগুড়া পীরগাছা, পোঃ- বাদু, থানা- দত্তপুকুর, জেলা- উত্তর ২৪পরগনা। A.D.S.R BARASAT অফিসে দলিল নং- 2529/2000 সালের 10/08/2000 তারিখে আমার রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের মধ্যে একটি আমমোক্তারনামা দলিল রোহিয়াছে DSR-II BARASAT অফিসের- 98 নং আমমোক্তার ১) গণেশ সিংহ পিতা - মৃত রবীন্দ্রনাথ সিং ২) মোঃ আলি আহম্মদ, পিতা- গুড্ডু আলি মন্ডল। আমমোক্তার নিযুক্তির বেনিয়েছি। মৌজা- সিটি জে.এল- ১০১, LR খতিয়ান- ৬৯২, ৭০৮, ১৩৬১ ও ১৩৬৪-এর LR- ৮২৮ নং দাগে ৫ কাঠা ০ ছটাক জমি আমি ক্রয় করি। উক্ত দাগের সম্পত্তির কারোর কোনো অভিযোগ থাকিলে এক মাসের মধ্যে BLRO BARASAT- I নং অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় পরবর্তীতে আপত্তি কবিলে তাহা সর্বত্র অগ্রাহ্য হইবে।

## ।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি শ্রীমতি গুড়িয়া শর্মা, স্বামী - শ্রী শঙ্কর শর্মা, সাং - শ্রীনগর ১নং মধ্যমগ্রাম, পোস্ট ও থানা - মধ্যমগ্রাম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কোল - ৭০০১২৯, এর বাসিন্দা, বিগত ইং ২৭শে মার্চ ২০২৬ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০১৩৮৭ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল, তৎ অক্টোবর ২০২৪ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫০০৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার শেখ আজিজুর ইসলাম, পিতা - মৃত শেখ আব্দুল খালেক এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি। যাহার মৌজা উদয়রাজপুর, জে.এল.নং ৫৩, R.S. দাগ ১৩৩৬৮ ও L.R. দাগ ২৯৯৫, বর্তমান L.R. খতিয়ান ৭৪৪৩। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2026/1503/11931 নং মিউটেশন কেস মূলে আমার নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

**গুড়িয়া শর্মা, মধ্যমগ্রাম**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১




## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

প: ব: সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং 27/02/2024 তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি রমা মন্ডল, স্বামী- বিশ্বজিৎ মন্ডল, সাং+পো:- খাসপুর, থানা- তেহট্ট, গত ইং 14/08/2024 তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8476/2024 নং দলিল বলে, ① সুব্রত প্রামানিক, পিতা- কার্তিক চন্দ্র প্রামানিক ② সৌমেন বাগ, পিতা- সত্যেন্দ্র বাগ দ্বারা কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে 01/03/2024 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-2306/2024 নম্বর আমমোক্তারনামা দ্বারা নিযুক্ত ① অলোক তরফদার, পিতা- মৃত মন্টু লাল তরফদার ② সুব্রত রায়, পিতা- শ্রী সন্তোষ রায়ের নিকট হইতে 97 নং সৌন্দা মৌজায় L.R- 646 ও L.R- 5497 নং দাগে L.R- 12236, 12238, 12259, 12263 নং খতিয়ানে 4.53 শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। উপরোক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L.&.L.R.O Krishnagar-I ও A.D.S.R Krishnagar অফিসে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আমার মক্কেল দ্বারা সমস্ত আইন মোতাবেক সকল প্রকার আইনি কার্যক্রম হইবে।

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার ক্লায়েন্ট ১) নাজমা বেগম স্বামী সেক আব্দুল লতিফ ২) সাইদা তারান্নুম খাতুন ৩) শবনম খাতুন উভয়ের পিতা সেক আব্দুল লতিফ সর্ব সাং পদুমবসান, পোস্ট ও থানা তমলুক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, তমলুক থানার ১৪৪ নং জে এল ভুক্ত পদুমবসান মৌজায় এল আর ৮৬৭ নং খতিয়ানভুক্ত আর এস ১২৬১ দাগ যাহা এল আর ৫৭৫ দাগে তমলুক এ.ডি.এস.আর অফিসে গত ইংরেজি ২৭.০২.২০২৬ তারিখের রেঃকৃত যথাক্রমে ১৪৭৯, ১৪৭৮, ১৪৮০ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে মোট ৯.৭৫০ ডেসিমাল সম্পত্তি গত ইংরেজি ৬/৫/২০১৩ সম্পাদিত ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেঃকৃত IV-60 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে তমলুকের রাজনগর বাহারজলা শাকিনের সেক গোলাম আলীর পুত্র সেক মহসিন আলির নিকট হইতে খরিদা সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত সম্পত্তি তমলুক ১ বি.এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে রেকর্ড হইবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও তমলুক ১ অফিসে জানাবেন, অন্যথায় কাহারো কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Bappadittya Manna.
Advocate, Judge's Court Purba Medinipur at Tamluk

আমার মক্কেল, টুনটুনি ভার্মা, বিগত ইংরাজী ২০২১ সালে শ্রীরামপুর সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬০৩৮ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে, মৌজা-রিষড়া, জে.এল. নম্বর ২৭, আর.এস. দাগ নম্বর ৮৫৫, এল.আর. দাগ নম্বর ১৩৩৭, আর.এস. খতিয়ান নম্বর ২০৬৩, এল.আর. ৪০৫৪, ১৬২২৭, ১৮৩৪৭, ১৯৯৬৬, ১৯৯২০, ১৯৯৬০, ১৯৯৬১, ১৯৯৬২, ১৯৯৬৩, ১৯৯৬৪ নম্বর খতিয়ানভুক্ত ০১ কাঠা ০৪ ছটাক ০০ বর্গফুট শালি জমি বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে খরিদ করেন, যাহার বিক্রেতা মোহান্ত কুমার চাঁই দীং গণ। উক্ত দলিলে মোহান্ত কুমার চাঁই দীং গণ, শৈলেন্দ্র নাথ দে'কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যাহার নম্বর ১৫৩/২০১৯, যাহা ডি.এস.আর.- ।।, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রী হয়।

উক্ত আমমোক্তারনামাটি অদ্যাবধি বলবৎ রহিয়াছে। উক্ত দলিলটির নাম পরিবর্তন হইবে। কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যাণ্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।

প্রসূন কুমার গুপ্ত
এ্যাডভোকেট
F/998/875/99

## বিজ্ঞপ্তি

**জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট জর্জ আদালত**
**Succession Case No. - ১০/২০২৫ সাল**
**অমিত কুমার জানা ......দরখাস্তকারী**
**বনাম**
**অসিত কুমার বসু দীং.. প্রতিপক্ষগন**
ধার্য্য দিন ইং -03/07/26

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর থানার অন্তঃগত দেশবন্ধু নগর সাকিনের সমস্ত অধিবাসীগন কে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত **অমিত কুমার জানা** পিতা- ৺অরবিন্দ কুমার জানা সাকিন-দেশবন্ধু নগর, থানা-মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর নিবাসী উক্ত সাকিনের মৃতা **করবি কুসুম জানার** গচ্ছিত থাকা নিম্ন তপশীল বর্নিত টাকা আদি পাওনের জন্য উক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছি। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার/ আপনাদের কোন প্রকার কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবু গনের দ্বারা হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

**Schedule**

Kishan Bikash Patra in the name of **Karabi Kuusum Jana**

1) Bearing No-06GG662747 dt.30.09.2011 of Rs. 50,000/- Date of Maturity 30.04.2020.

2)Bearing No-06GG662797 dt. 15.10.2011 of Rs. 50,000/- Date of Maturity 13.05.2020.

3) Term Deposit A/C No-38073 of Rs.30,400/-

ইতি
অনুমত্যানুসারে
**বরুন কুমার সাঁতরা (সেরেস্তাদার),**
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট জর্জ আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর, 03/06/26

# আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

**আজ ৫ই জুন। ২১ শে জ্যৈষ্ঠ। শুক্রবার। পঞ্চমী তিথী। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

**বৃষ রাশি :** শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**মিথুন রাশি :** জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

**কর্কট রাশি :** অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

**কন্যা রাশি :** যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

**তুলা রাশি :** প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

**ধনু রাশি :** আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

**মকর রাশি :** প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

**কুম্ভ রাশি :** শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

**মীন রাশি :** ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো

**(বিশ্ব পরিবেশ দিবস।)**

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# রেল প্রকল্পে অচলাবস্থা কাটাতে শনিবার নবান্নে রেলমন্ত্রীর বৈঠক



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রেল ও মেট্রো প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে শনিবার নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় থাকবেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং বিভিন্ন দপ্তরের অনুমোদন সংক্রান্ত জটের কারণে বহু প্রকল্প বছরের পর বছর ধরে ধীরগতিতে চলছে। এবার সেই অচলাবস্থা দূর করে কাজের গতি বাড়ানোর পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

এই আলোচনার কেন্দ্রে থাকতে পারে জোকা-বিবাদী বাগ, নোয়াপাড়া-বারাসাত এবং নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রোর মতো রাজ্যে থমকে থাকা প্রকল্পগুলি। পাশাপাশি শহরতলি ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি নতুন রেললাইন এবং লাইন সম্প্রসারণের কাজ নিয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, কেন্দ্র ও রাজ্যে একই রাজনৈতিক সরকার থাকার ফলে সমন্বয় তৈরির সুযোগ বেড়েছে। তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে বহুদিন ধরে ঝুলে থাকা পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিতে। প্রশাসনের একাংশও মনে করছে, জমি ও অনুমোদন সংক্রান্ত জট দ্রুত মিটলে কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ বাস্তবায়নের জট খুলে যাবে।

তাই শনিবারের বৈঠক শুধু একটি প্রশাসনিক কর্মসূচি নয়, রাজ্যের পরিবহণ ও নগর পরিকাঠামোর ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

# পোষ্যের শেষযাত্রাকে মর্যাদা দিতে হাওড়ায় পশু শ্মশান তৈরির বড় পদক্ষেপ পুরসভার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** বাড়ির পোষ্য কুকুর-বিড়াল অনেকের কাছেই পরিবারের সদস্যের মতো। আবার বহু মানুষ নিয়মিত পথকুকুরদের খাওয়ান, চিকিৎসা করান, তাদের সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিন্তু সেই প্রাণীদের মৃত্যুর পর সম্মানজনকভাবে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব হাওড়া শহরে দীর্ঘদিনের সমস্যা। সেই পরিস্থিতি বদলাতে পুরসভার পক্ষ থেকে হাওড়ায় পশুদের জন্য পৃথক শ্মশান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হল।

হাওড়া পুরসভার ক্রিমেটোরিয়াম বিভাগ সম্প্রতি বেলগাছিয়া ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডে প্রস্তাবিত অ্যানিম্যাল ক্রিমেটোরিয়াম নির্মাণের জন্য মাটি পরীক্ষার টেন্ডার ডাকা হয়েছে। জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই প্রকল্পের জন্য জমির মাটি ও ধারণক্ষমতা পরীক্ষা করতে প্রায় ৯৯,৮০১ টাকা ব্যয় হবে। গড়ে ২৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বোরহোল খনন করে নমুনা সংগ্রহ এবং বিস্তারিত সয়েল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট জমা দিতে হবে। কাজ শেষ করার সময়সীমা ১৫ দিন ধার্য করা হয়েছে।

এই উদ্যোগের নেপথ্যে দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পশুপ্রেমীদের। তারই ইঙ্গিত মিলেছে রাজভবনের একটি চিঠিতে। ২০২৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারির ওই চিঠিতে দেখা যায়, হাওড়ার পশুকল্যাণমূলক সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানান হয়েছিল। যদিও ব্যস্ততার কারণে সাক্ষাৎ সম্ভব না হলেও, সংগঠন সূত্রে দাবি, পশুদের মরদেহের মর্যাদাপূর্ণ নিষ্পত্তির বিষয়টি তাঁদের অন্যতম দাবি ছিল।

পশুপ্রেমীদের মতে, এই প্রকল্প শুধু একটি পরিকাঠামো নয়, মানুষের সঙ্গে প্রাণীদের আবেগের সম্পর্কের স্বীকৃতি। প্রিয় পোষ্য বা পরিচিত পথপ্রাণীর মৃত্যু হলে যাতে তাদের শেষযাত্রাও সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়, সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে হাওড়া পুরসভা।

# তোলাবাজির অভিযোগ, স্বর্ণকমল ও সন্দীপন সাহার বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ জনতার



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** তোলাবাজি, জোর করে জমি হাতিয়ে নেওয়া, দুর্নীতি, হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগে এন্টালির প্রাক্তন বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা ও বর্তমান বিধায়ক অর্থাৎ তাঁর ছেলে সন্দীপন সাহার বিরুদ্ধে এককাট্টা এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁরা তৃণমূলের এই দুই দুঁদে নেতার বিরুদ্ধে তাঁদের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এন্টালির এবারের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, অভিযুক্ত বাবা-ছেলেকে নিয়ে অতিষ্ঠ এন্টালির একাংশ। দু'জনে মিলে লুঠ করেছে গোটা এলাকায়। সন্দীপন সাহা কাউন্সিলর ছিলেন, সেসময় থেকেই তাঁর বাড়বাড়ন্ত শুরু। অভিযোগ, একাধিক এলাকায় ফ্ল্যাট-বাড়ি দখল করে টাকা না দেওয়া, জোর করে তোলা আদায়, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা হাতানো-সহ একাধিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এই দু'জন।

এলাকাবাসীর দাবি, তাঁরা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এদিন বিক্ষোভ দেখানোর সিদ্ধান্ত নেন। সে মতোই এদিন সকাল পৌনে ৮টা নাগাদ কিছু মানুষ জড়ো হন বিধায়কের বাড়ির সামনে। সেখানে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ওঠে নানা স্লোগানও। বেলা যত গড়ায় ভিড় বাড়তে থাকে, বিক্ষোভ পরিস্থিতি আরও মারাত্মক রূপ নেয়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

# তৃণমূলের তহবিল ঘিরে অনিশ্চয়তা, বিদ্রোহ-পর্বে কয়েকশো কোটি টাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জল্পনা শুরু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বিধানসভা নির্বাচনের পর বুধবারের বিধানসভায় 'নব তৃণমূল ব্লক' কাণ্ডের পর রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের আবহে এবার আলোচনার কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের আর্থিক ভাণ্ডার। দলের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন এবং নেতৃত্বের প্রশ্নে অনিশ্চয়তার মধ্যেই কয়েকশো কোটি টাকার দলীয় তহবিলের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া আর্থিক নথি অনুযায়ী, গত পাঁচ অর্থবর্ষে তৃণমূলের আয় কয়েক হাজার কোটি টাকা। বিভিন্ন অনুদান, নির্বাচনী তহবিল এবং বিভিন্ন আর্থিক উৎস মিলিয়ে ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত মোট আয় হয়েছে প্রায় ১,৮৭৭ কোটি টাকারও বেশি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনী ব্যয় এবং সাংগঠনিক খরচ বাদ দিয়েও দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এখনও বিপুল অর্থ মজুত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশেষ করে নির্বাচনী বন্ড চালু থাকার সময়ে তৃণমূল দেশের অন্যতম বৃহৎ সুবিধাভোগী রাজনৈতিক দল হিসেবে উঠে এসেছিল। পরবর্তীতে সেই ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার পরও বিভিন্ন নির্বাচনী ট্রাস্টের মাধ্যমে উল্লেখ যোগ্য অনুদান এসেছে বলে সরকারি নথিতে উল্লেখ রয়েছে।

দলের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো এবং কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হওয়ায় তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, দলীয় অর্থভাণ্ডারের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে আইনি ও সাংগঠনিক উভয় স্তরেই প্রস্তুতি দলের অভ্যন্তরে শুরু হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নেতৃত্বের লড়াইয়ের পাশাপাশি এবার আর্থিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণও আগামী দিনের সংঘাতের অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।



*বৃহস্পতিবার রামমোহন লাইব্রেরিতে গিয়ে রাজা রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।*

# তোলাবাজি, গ্রেপ্তার খণ্ডঘোষের তৃণমূল নেতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করলো পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। ধৃত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতা সাইফুদ্দিন চৌধুরীর। তার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, মারধর ও তোলাবাজির অভিযোগ ওঠে। খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। রাজনীতিতে আসার আগে সাইফুদ্দিন চৌধুরীর জীবনযাত্রা ছিল একেবারেই সাধারণ। জানা গিয়েছে, প্রথম জীবনে তিনি সাঁতরাগাছি এলাকায় কম্বল বিক্রির কাজ করতেন। পরে বর্ধমান-আরামবাগ রুটের বাসে খালাসি হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর বর্ধমান-টাটা রুটের বাসেও খালাসির দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং ধীরে ধীরে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান তৈরি করেন। তিনি শাঁকারী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও শাঁকারী ২ নম্বর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি এবং খণ্ডঘোষ ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতির পদেও ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তিনি খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার রাজনীতিতে পরিচিত মুখ হিসেবে পরিচিত থাকলেও সাম্প্রতিক এই অভিযোগ এবং গ্রেপ্তারিকে ঘিরে শুরু হয় ব্যাপক রাজনৈতিক চর্চা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতেই এই গ্রেপ্তারি। ধৃত ব্যক্তিকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়।



*পরিবেশ বাঁচানোর আর্জি জানিয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়ারা দিল সচেতনতার বার্তা।* *ছবি- অদিতি সাহা*

# রানিগঞ্জে গ্রেপ্তার তৃণমূলের দুই নেতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ:** রাজ্যে সরকারের পালাবদলের পর থেকেই বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের দাপুটে নেতাদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে। বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গ্রেফতার হয়েছেন একাধিক তৃণমূল নেতা। এতদিন সেই তালিকায় নাম ছিল না খ নি অঞ্চল রানিগঞ্জের। তবে এবার সেই রানিগঞ্জ থেকেই উঠে এলো তৃণমূলের দুই প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে সক্রিয় হয় পুলিশ প্রশাসন। দীর্ঘদিন ধরে গা ঢাকা দিয়ে থাকা তৃণমূলের দুই শীর্ষস্থানীয় নেতাকে বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করে রানিগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূল যুব সংগঠনের সভাপতি শুভ ভট্টাচার্য এবং তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের নেতা তিতাস ব্যানার্জি ওরফে প্রেম।

বিজেপির মণ্ডল ১-এর সক্রিয় কর্মী কৌশিক মুখার্জীর অভিযোগ, ২০২১ সালের পর থেকেই এলাকায় সাধারণ মানুষের উপর লাগাতার হুমকি, জুলুমবাজি ও জোর করে তোলা আদায় চলত। শুধুমাত্র বিজেপি করার অপরাধে বহু কর্মী-সমর্থককে ভয় দেখানো হতো বলেও অভিযোগ উঠেছে। এমনকি বিজেপির সঙ্গে নাম জড়ালেই সাধারণ মানুষের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হতো বলে দাবি অভিযোগকারীদের।সঅভিযোগ আরও গুরুতর। বিজেপি নেতাদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে না পারে, তার জন্যও নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করা হতো। পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত রাখার অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। এছাড়াও অভিযোগ, বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের পরিবারের সদস্যদেরও ভয় দেখানো হতো। কোনও গঠনমূলক বা উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলেও বাধার মুখে পড়তে হতো বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের। এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে রানীগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই বুধবার রাতে দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

# ফেডারেশনের গোলমালে উত্তপ্ত টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়া



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ফেডারেশনের গোলমালে উত্তপ্ত হয়ে উঠল টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়া। দুই পক্ষের মধ্যে অশান্তি চরমে ওঠে। একে অন্যকে লক্ষ্য করে ইট, পাটকেল, ঢিল, ডিম ছোড়ার অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রিজেন্টপার্ক থানার পুলিশ।

বুধবার ফেডারেশনের একটি বৈঠক ছিল। সেখানে ফেডারশন ভেঙে দেন টালিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। বাবাই ও হাসান বলে ফেডারেশনের দু'জনকে পদ ছাড়তে বলেন তিনি। তারপরে বৃহস্পতিবার ফের ফেডারেশনের মিটিং ছিল টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে। সেখানে অশান্তি চরমে ওঠে।

সূত্রের খবর, ঝামেলা বাড়তে থাকায় স্থানীয় ভরার মাঠে বৈঠক হবে বলে স্থির হয়। সেখানে অশান্তি আরও বেড়ে যায়। পদ ধরে রাখতে বাবাই, হাসান ও তাঁদের অনুগামীরা জোর করে ঝামেলা পাকাচ্ছে বলে অভিযোগ করে একপক্ষ। সেই অভিযোগ খারিজ করে অন্য পক্ষ দাবি করে, যারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তার কেউ গিল্ডের সদস্যই নয়। অবশেষে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

## মাদক মামলায় গ্রেপ্তার বনগাঁ পুরসভার কাউন্সিলর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ:** পুরোনো মামলার পর এবার মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার মামলায় গ্রেপ্তার বনগাঁ জেলা যুব তৃণমূলের সহ-সভাপতি তথা বনগাঁ পুরসভার কাউন্সিলর পাপাই রাহা। মঙ্গলবার একটি মামলায় জামিন পাওয়ার পর ফের মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার মামলায় গ্রেপ্তার করা হল বনগাঁ জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা বনগাঁ পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপাই রাহাকে। বুধবার জামিন পাওয়ার পরই রাতে শক্তিগড় এলাকা থেকে পুনরায় তাকে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গতমাসে ২৪ তারিখ ২৯০ বোতল নিষিদ্ধ তরল মাদক-সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে মাদক ব্যবসার সঙ্গে পাপাই-সহ আরও অনেকে যুক্ত আছে, সেই মামলাতেই বুধবার তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে বনগাঁ থানার পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার ১৪ দিনের পুলিশের হেপাজতের আবেদন জানিয়ে বারাসাত জেলা আদালতে পেশ করছে বনগাঁ থানার পুলিশ।

একদিন
# আমার শহর

কলকাতা ৫ জুন ২০২৬, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ শুক্রবার

*রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর।*

# বাংলায় বড় বিনিয়োগের ইঙ্গিত
## করণ আদানির সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও পরিকাঠামো খাতে বড় বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হল। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন করণ আদানী। এদিনের বৈঠকে রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, লজিস্টিক্স হাব এবং গ্রিনফিল্ড সড়ক নির্মাণ-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

করণ আদানি বর্তমানে আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশ্যাল ইকোনমিক জোন-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। নবান্ন সূত্রের দাবি, রাজ্যে শিল্পায়নের নতুন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক। বিশেষ করে লজিস্টিক্স ও পরিবহণ পরিকাঠামোকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

যদিও বৈঠকের পর কোনও পক্ষই বিনিয়োগের পরিমাণ বা নির্দিষ্ট প্রকল্প সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি, তবুও শিল্পমহলের একাংশের মতে, এই বৈঠক রাজ্যে বৃহৎ কর্পোরেট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বার্তা বহন করছে।

উল্লেখ্য, পূর্বতন সরকারের আমলে তাজপুর গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প নিয়ে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজ্যের চুক্তি হলেও নানা জটিলতায় সেই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। পরে সেই টেন্ডারও বাতিল হয়ে যায়। সেই প্রেক্ষাপটে নতুন সরকারের আমলে আদানি গোষ্ঠীর শীর্ষকর্তার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বন্দর, সড়ক, বিদ্যুৎ ও লজিস্টিক্স খাতে বড় বিনিয়োগ এলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্যের শিল্পোন্নয়নেও গতি আসতে পারে। এখন নজর, এই বৈঠকের পর কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্প বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত ঘোষণা কবে সামনে আসবে, তার দিকেই তাকিয়ে আছে রাজ্যবাসী।

## গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলর

■ ফের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার আরও এক কাউন্সিলর। সুদীপ পোল্লে, অরিজিৎ দাস ঠাকুরের পর এবার বিশ্বজিৎ মণ্ডল। ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা বিশ্বজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এক মহিলার শ্লীলতাহানি ও তাকে হুমকি দেওয়ার। মহিলা রিজেন্ট পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের করতেই কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহিলার অভিযোগ, ২০২৪ সালের মার্চে এবং গত মে মাসের ৯ তারিখ, এই দু'দিন তাঁর শ্লীলতাহানি করেছেন ওই তৃণমূল কাউন্সিলর। বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষা প্রয়োগ এবং হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ তোলা হয়েছে। সম্প্রতি অভিযোগকারিণী রিজেন্ট পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ১১৪ নম্বর ওয়ার্ড এক সময় যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে আসন পুনর্বিন্যাসের জেরে এই ওয়ার্ডটি টালিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০১০, ২০১৫ এবং ২০২১, পর পর তিনবার ১১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বজিৎ। টালিগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের 'ঘনিষ্ঠ' বলেই পরিচিত তিনি। প্রসঙ্গত, গত কয়েক দিনে কলকাতা পুরসভার আরও চার তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

# সুরেন্দ্রনাথের ঘটনায় গ্রেপ্তার দেবাশিস, ঘনিষ্ঠ পরিতোষ দত্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সুরেন্দ্রনাথ কলেজ কাণ্ডে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ পরিতোষ দত্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। কলেজ সূত্রে খবর, কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ ভেন্ডার এই পরিতোষ। বর্ধমান থেকে তাঁকে কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে গত মঙ্গলবার রাতে উদ্ধার হয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র। সেই ঘটনায় বুধবার দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিতোষ দত্ত নামে দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। এর পাশাপাশি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বিপুল টাকা উদ্ধারের ঘটনার পর থেকেই কলেজ নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে। অনেকের ভূমিকা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

এরপরই পরিতোষকে বর্ধমান থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে এখনও অধরা অন্যতম অভিযুক্ত দেবাশিস। তাঁর খোঁজে ইতিমধ্যে একাধিক জায়গায় খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত পরিতোষকে জেরা করেও দেবাশিসের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফেও কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে খবর।

গত মঙ্গলবার পরিষ্কার করার জন্য সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুম খোলা হয়। সেই সময় ঘরের

আলমারি থেকে দুটি বাক্স উদ্ধার হয়। বাক্স খুলতেই দেখা যায়, ভিতরে ১০০ ও ৫০০ টাকার বান্ডিল রয়েছে। যদিও উদ্ধার হওয়া এই টাকার বেশিরভাগই উঁই পোকায় খাওয়া ছিল। তল্লাশিতে ইউনিয়ন রুমের ঘর থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র। এখানেই শেষ নয়, কলেজের পাঁচতলায় দু'দুটো এসি রুম প্রকাশ্যে আসে। একেবারে এলাহি ব্যবস্থার আয়োজন সেখানে। ঘর থেকে উদ্ধার হয় আপত্তিকর একাধিক জিনিসও। আর এই কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ায় কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য তথা তৃণমূল নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অভিযোগ, এসি ঘরে তাঁর জন্য থাকত একেবারে এলাহি ব্যবস্থা।

যদিও ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা দেবাশিস। এরমধ্যেই এবার পুলিশের জালে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিতোষ। দু'জনের বিরুদ্ধেই অস্ত্র আইনে মামলা করে পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। গোটা ঘটনায় বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে কলেজের ছাদে এসি রুম তা নিয়েও। সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, পড়ুয়াদের কাছ থেকে তোলা টাকা কোথায় কীভাবে খরচ করা হয়েছে, তা নিয়েও বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। টাকা উদ্ধারের ঘটনা নিয়েও রিপোর্ট দিতে হবে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে বলে খবর।

## বঙ্গ বিধানসভায় চালু হচ্ছে 'ওয়ান নেশন, ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন'

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও কাগজবিহীন করার লক্ষ্যে জাতীয় ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন প্রকল্পে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হল রাজ্য। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রকের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে মউ স্বাক্ষর সম্পন্ন হল। এর ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'ওয়ান নেশন, ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন' ভাবনার বাস্তবায়নের পথে আরও একধাপ এগোল পশ্চিমবঙ্গ।

কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'নেভা'-র মাধ্যমে বিধানসভার যাবতীয় কার্যক্রম এবার থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আনা সম্ভব হবে। বিধানসভার ভিতরে প্রশ্নোত্তর, বিতর্ক, কমিটির রিপোর্ট, কার্যবিবরণী-সহ বিভিন্ন নথি এবার থেকে অনলাইন ব্যবস্থায় সংরক্ষিত ও জনসমক্ষে থাকবে। রাজ্য তথা দেশের যে কোনও সাধারণ নাগরিকও নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা এই তথ্য দেখতে পারবেন।

কেন্দ্র সরকার সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই প্রকল্প চালু হলে বিধানসভার কাজকর্মের স্বচ্ছতা আরও বৃদ্ধি পাবে। একদিকে কাগজের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং অন্যদিকে সদস্যদের জন্য তথ্যপ্রাপ্তি আরও সহজ হবে। একইসঙ্গে জনসাধারণের কাছেও আইনসভার কার্যক্রম আরও সহজলভ্য হয়ে উঠবে।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) তথা সংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় বলেন, নেভা প্রকল্প আইনসভার আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রযুক্তির মাধ্যমে আইনসভার কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দক্ষ করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু তাঁর বার্তায় জানান, দেশের ২৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ইতিমধ্যেই নেভা-র জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং ২০টি আইনসভা এই প্ল্যাটফর্মে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। বাকি রাজ্যগুলিকেও দ্রুত এই ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনার আহ্বান জানান তিনি।

# তৃণমূলে মমতা ব্যানার্জি শুধু একাই থাকবেন: অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** আগামীদিনে তৃণমূলে মমতা ব্যানার্জি শুধু একাই থাকবেন। বৃহস্পতিবার নৈহাটিতে 'যুব সমাজে'র তরফে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, নৈহাটির বড়মার সুখ্যাতি এখন দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। বড়মার মন্দিরের সন্নিকটে রক্তদান শিবিরের মঞ্চ থেকে মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, বড়মাকে নিয়ে ব্যবসা যাবে না। মন্ত্রী বলেন, এখানে বড়মার প্রণামী বাক্স লুঠ হয়েছে। বড়মার অভিশাপে তৃণমূল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। আগামীদিনে তৃণমূলে মমতা ব্যানার্জি শুধু একাই থাকবেন। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, নৈহাটিতে যারা লুঠপাট চালিয়েছে, যারা সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের ওপর অত্যাচার করেছে, অথচ তারাই বহাল তবিয়তে ঘুরে বেরিয়েছে। যদিও অপরাধীদের বিরুদ্ধে একটাও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক সনৎ দে-কে বিঁধে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, ত্রাণ সামগ্রী চুরি করে প্রাক্তন বিধায়ক সনৎ দে স্টেডিয়ামে লুকিয়ে রেখেছে বিক্রি করার জন্য। এঁরা অপরাধী। এঁদেরকে অপরাধীদের মতোন ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। সাহিত্য সম্রাটকে স্মরণে এনে রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, নৈহাটির বিধায়ক নৈহাটি স্টেশনের নামকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের নামে করার দাবি রেখেছেন। ওনার এই দাবিকে সাধুবাদ জানাই। উক্ত রক্তদান শিবিরে এদিন হাজির ছিলেন রক্তদান আন্দোলনের নেতা পরেশ সরকার, প্রাক্তন কাউন্সিলর গণেশ দাস, যুব নেতা সৌমদীপ মোদক, প্রাক্তন শিক্ষক কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ।

## টিকে রইল ৮০ বছরের চায়ের স্টল

■ শনিবার গভীর রাতে দমদম স্টেশনে বুলডোজার অভিযানে একের পর এক অবৈধ দোকান গুঁড়িয়ে গেলেও অক্ষত রইল প্রায় আট দশকের পুরনো ঐতিহাসিক চায়ের দোকান। ১৯৪৬ সাল থেকে চালু ওই দোকান এখনও কার্যত স্টেশনের বাণিজ্যিক ঔপনিবেশিক ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী। পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈধ লাইসেন্স ও দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের জেরে উচ্ছেদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ওই দোকানটি। একসময় এই দোকানের মাসিক ভাড়া ছিল মাত্র ১৯০ টাকা। বর্তমানে বিভিন্ন খাতে মিলিয়ে বার্ষিক ভাড়ার অঙ্ক পৌঁছেছে প্রায় ৯ লক্ষ ৩২ হাজার টাকায়। দোকান কর্তৃপক্ষের দাবি, দোকান বাঁচাতে আদালতের লড়াইয়ের পাশাপাশি বিপুল আর্থিক ব্যয়ও বহন করতে হয়েছে। গত ৩০ মে গভীর রাতে দমদম স্টেশনে উচ্ছেদ অভিযানে বহু অবৈধ দোকান এক ধাক্কায় বন্ধ হয়ে যায়। সেই আবহে ঐতিহ্যবাহী চায়ের দোকানটির টিকে থাকা যেমন নিত্যযাত্রীদের নজর কেড়েছে, তেমনই সামনে এনে দিয়েছে আরেক বাস্তবতা, যে বৈধ অনুমতি, উচ্চ ভাড়া ও দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার বাইরে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে স্থায়ী জায়গা ধরে রাখা কার্যত সম্ভব।

# ঋতব্রতর বহিষ্কার বৈধ নয়, দিল্লিতে স্পষ্ট জানালেন স্পিকার রথীন্দ্র বোস

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহিষ্কারকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক বৃহস্পতিবার নতুন মোড় নিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোস বৃহস্পতিবার দিল্লিতে দাবি করেন, ঋতব্রতর বহিষ্কার প্রক্রিয়া দলীয় সংবিধান অনুযায়ী বৈধ নয়।

স্পিকারের বক্তব্য, কোনও সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কার করার আগে শোকজ নোটিস দিতে হয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হয়। তাঁর কথায়, একদিনে হঠাৎ করে বহিষ্কার করা যায় না। শোকজ করতে হয়, সময় দিতে হয়। দলীয় সংবিধান সেই কথাই বলে। রথীন্দ্র বোস আরও জানান, এর আগেও বিরোধী দলনেতা কে হবে, সেই আবেদন সংক্রান্ত তৃণমূলের

পাঠানো একটি চিঠি বিধানসভা গ্রহণ করেনি। সেই চিঠিতে স্বাক্ষর সংক্রান্ত ত্রুটি ছিল বলে দাবি তাঁর। বিষয়টি তদন্তের জন্য সিআইডির কাছেও পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান। দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পিকার যখন এই মন্তব্য করেন, তখন তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন কিরেন রিজিজু ও অর্জুন রাম মেঘওয়াল। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার সচিব সত্যেন্দ্রনাথ দাস-ও। স্পিকারের এই মন্তব্যের ফলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহিষ্কার এবং বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাঁর অবস্থান নিয়ে নতুন করে আইনি ও রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিধানসভার স্বীকৃতি সংক্রান্ত চলমান টানাপোড়েনে স্পিকারের এই অবস্থান আগামী দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

# একগুচ্ছ দুর্নীতির ঘটনায় সংবাদ শিরোনামে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পর সংবাদ শিরোনামে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কারণ, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের যে চেহারা সামনে আসছে তাতে স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ছে পর্ষদের বিরুদ্ধে তৃণমূল আমলে গুচ্ছ গুচ্ছ দুর্নীতির ঘটনা। কান পাতলে এও শোনা যাচ্ছে, পর্ষদের কার্যালয়ে গিয়ে পুলিশের যা নজরে এসেছে তাতে এটি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দপ্তর না তৃণমূলের পার্টি অফিস তা বোঝা দায়।

সল্টলেকের করুণাময়ীর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ঝাঁ চকচকে অফিস থেকে হাজার হাজার তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের ফর্ম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গিয়ে স্টোর রুম থেকে বাজেয়াপ্ত করেছে হাজার হাজার ফর্ম। তদন্তের দাবি জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সচিব। এদিকে সূত্রে খবর,

গৌতম পাল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি থাকাকালীন একটি ঘর দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনকে, সেই ঘর থেকেই ফর্ম উদ্ধার করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছেও।

এদিকে তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি কার্যত এই ঘটনার দায় এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি যতক্ষণ প্রেসিডেন্ট ছিলাম, কোনও সদস্যপদের ফর্ম দেওয়া হয়নি।

পর্ষদ সরকারি জায়গা, স্বতন্ত্র জায়গা। কে বা কারা রেখেছে, কখন রেখেছে, সেটা গৌতম পাল বলতে পারবেন। মন্ত্রী আমাদের সংগঠন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, ফলে ওই সময় যিনি সভাপতি ছিলেন, তিনি বলতে পারবেন। আমি বলতে পারব না।' পর্ষদের কিছু কাজ তাঁর ভালো লাগেনি, বলেও মন্তব্য করেন প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি।

## আদালতে অরূপ রায়

■ সই বিতর্কে কলকাতার ব্যাংকশাল আদালতে তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায়। হাতের লেখা যাচাইয়ের জন্য বৃহস্পতিবার ব্যাংকশাল আদালতে হাজির হন তিনি। অরূপ রায় জানান, সিআইডির তরফে নোটিস দিয়ে তাঁকে ডাকা হয়। একই সঙ্গে অরূপ দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মিটিংয়ে তিনি সই করেছিলেন। তবে সিআইডি তাঁকে যে সই দেখিয়েছে সেটি তাঁর নয়। বিধানসভায় সই বিতর্কে এই মুহূর্তে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। এরই মধ্যে এদিন ব্যাংকশাল আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সই যাচাইয়ের জন্য বিধায়ককে ডাকা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাতের লেখার নমুনা নেওয়ার কথা সিআইডির। সই খতিয়ে দেখার অনুমতি দিয়েছে আদালতই।

# প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম থানায় দায়ের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ফের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম থানায় দায়ের অভিযোগ। দায়ের করলেন আইনজীবী রিঙ্কু চট্টোপাধ্যায় সিং। ২ জুন ধর্মতলায় ধরনা দেওয়ার সময় বাংলাদেশের ওসমান হাদির মৃত্যু তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন আইনজীবী রিঙ্কু চট্টোপাধ্যায় সিং। এর আগেও গত সপ্তাহে তিনি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

আইনজীবীর অভিযোগ, সম্প্রতি বিভিন্ন জনসভা, রাজনৈতিক মঞ্চে বক্তৃতা করার সময়ে নির্বাচন কমিশনের মতো দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে উসকানিমূলক মন্তব্য করেছেন মমতা। গত ২ জুন ধর্মতলার ধরনামঞ্চেও বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে টেনে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তাতে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে। প্রভাব পড়তে পারে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের উপরেও। অভিযোগকারীর দাবি, এই ধরনের বক্তব্য দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা উল্লেখ করে মমতার বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করার দাবি জানিয়েছেন আইনজীবী। চেয়েছেন নিরপেক্ষ তদন্তও। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ১৫২-দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৫৩-হিংসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উসকানি, জাতি ও ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানো, ১৫৩ এ- ধর্ম, জাতি, ভাষা, বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা, হিংসা, বা ঘৃণা ছড়ানো, ১৯১ ও ১৯২ ধারা- হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা, ১৯৬ ধারা-ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা বা বিদ্বেষ ছড়ানো এবং জনসম্প্রীতি নষ্ট করা ৩৫১-কোনও ব্যক্তিকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে বা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে বাধ্য করার চেষ্টা, ৩৫২-ইচ্ছাকৃতভাবে শান্তি ভঙ্গ করার উদ্দেশ্য এই সব ধারায় মামলা দায়ের হয়।

প্রসঙ্গত, আইনজীবী রিঙ্কু সিং

চট্টোপাধ্যায় মমতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে জানান, গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশে খুন হন বিতর্কিত ওসমান হাদি। হাদির হত্যাকারীরা গত জানুয়ারিতে মেঘালয় সীমান্ত পেরিয়ে এ রাজ্যে এলে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে রাজ্যের এসটিএফ। এরপর এই নিয়ে ২ জুনের ভরা সভা থেকে মমতা নাম উল্লেখ না করলেও সেই প্রসঙ্গ তুলে ইঙ্গিত করেন, অন্য দেশে খুন হলেও কারা জড়িত তিনি জানেন। পাশাপাশি এও অভিযোগ ধরনাস্থল থেকে মমতা বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ থেকে একটা বড় খুনিকে এসটিএফ গ্রেপ্তার করেছিল। যা নিয়ে বাংলাদেশে বড় বিক্ষোভ হয়েছিল। অন্যদেশের কথা বলছি না, আমি যে পয়েন্ট বলছি ওরা মেঘালয় দিয়ে বাংলায় আসে। এখানে আসার পর আমাদের এসিটিএফ ধরে। হোম মিনিস্টার নিজে বলছেন। এতদিন বলিনি আজ অত্যাচারের শেষ সীমায় গেছে বলে বললাম। আমার হৃদয় সত্য ভাণ্ডার।' আর এর ফলে ঘটনায় নাম জড়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকেরও। কিন্তু মমতা নির্দিষ্ট করে কোনও ঘটনার উল্লেখ করেননি। তবে অনেকের মতে, বাংলাদেশের ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের কথাই বলতে চেয়েছেন মমতা। প্রসঙ্গত, গত বছর ডিসেম্বরে ঢাকায় ৩২ বছর বয়সি হাদিকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। পরে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে মৃত্যু হয় বাংলাদেশের ওই তরুণ নেতার। হাদির মৃত্যু ঘিরে ফের অশান্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। জায়গায় জায়গায় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। আর এরপরই দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারার কারণ দেখিয়ে রিঙ্কু শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

## সম্পাদকীয়

# কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই, এই পরিস্থিতির জন্য তৃণমূল নেত্রীর অবদানও কম নয়

টালমাটাল রাজ্য রাজনীতি। ক্ষমতা হারিয়ে কোণঠাসা তৃণমূলনেত্রী। দলের রাশ বেরিয়ে যাওয়ার পর এখন প্রতীকটাও যাবে কিনা, শুরু হয়েছে সেই আলোচনাও। দলের আয়ু আর কতদিন, না কত ঘন্টা, চলছে কাঁটাছেঁড়া। বাড়ছে বিদ্রোহীদের সংখ্যা। এই আবহে বেসুরো হলেন তৃণমূলেরই আরও এক সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনিও সরাসরি আঙুল তুলেছেন নেত্রীর দিকেই। তবে তাঁর বক্তব্যে সমালোচনা থাকলেও কটাক্ষ বা আক্রমণ নেই। বরঞ্চ এই আবহে তৃণমূল নেতা, নেত্রীরা যে কায়দায় কথা বলছেন, তার থেকে অনেকটাই ব্যতিক্রম বাবুলের এই পোস্ট। সেই সঙ্গে তৃণমূলের রোগটার অনেক গভীরে যেতে পেরেছেন তিনি, এমনই দাবি করছে রাজনৈতিকমহল। বাবুলের পোস্ট যথারীতি সাড়া ফেলেছে দলের অন্দরে। দীর্ঘ পোস্টে তিনি কোনও রাখঢাক না করেই এই পরিস্থিতির জন্য নেত্রীকেই সরাসরি দায়ী করেছেন। তাঁর মতে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে যথেষ্ট কঠোর পদক্ষেপ করেননি। সেই কারণেই দলের নেতা, কর্মীদের একাংশ দুর্নীতি ও সাধারণ মানুষের টাকা তছরুপের সুযোগ পেয়েছিলেন। যদিও একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই মতামত সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত এবং দলের অবস্থানের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। পোস্টে দলত্যাগী নেতাদের নিয়ে লিখেছেন, কোনও রাজনৈতিক দলের টিকিট, প্রতীক ও নেতৃত্বের জোরে নির্বাচনে জিতে আসার পর যদি কেউ সেই দল ছেড়ে যান, তাহলে তাঁর সাংসদ বা বিধায়ক পদও ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের উদাহরণও টেনেছেন। যাকে অনেকেই সমর্থন করছেন। গত কয়েকদিনে যা ঘটে চলেছে, তা হয়তো তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবিতব্যই ছিল, কিন্তু যেভাবে নেত্রী হিসেবে তিনি দিনের পর দিন দলের ওপর থেকে নিচু তলার এই পচন দেখেও চোখ বুজে থেকেছেন, এরপর গোটা ঘটনার জন্য অন্য কাউকে দায়ী করা যাচ্ছে না। আজকের এই পরিস্থিতির জন্য অভিষেকের পাশাপাশি তিনিও কম দায়ী নন। এই সত্যি কথাটা এতদিন কেউ না বললেও বাবুলই প্রথম কথাটা প্রকাশ্যে বললেন।

## শব্দছক ১৭৯

রবি দাস



**পাশাপাশি:** ১. কর্মে ফাঁকিবাজ বা কুঁড়ে ৩. শৈশবের দিন ৬. বেশীমাত্রা হয়ে যাওয়া ৭. ছিনিয়ে নেওয়া ৮. জল-জাহাজের চালক ১০. কর্কট ১২. তির ১৩. দেবতার দেবস বা পুজারি ১৫. ইংরাজীতে যার নাম গ্লেসিয়ার ১৭. কচ্ছের উষর-ভূমির অঞ্চল যেটি ২০. অশ্ববল্গা ২১. ধ্বংসাত্মক তান্ডব ২২. রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র ২৪. বামের বিপরীত ২৫. সুমহান ২৬. পুত্র

**ওপর-নিচ:** ১. যার বিনাশ নেই ২. বাণীসম্বলিত ৩. বালক বয়সে পরিণয় ৪. খুড়ো ৫. যুদ্ধ ৯. আপনজনের থেকে বিচ্ছেদে আছে যে ১১. ভস্ম ১৩. রোগীকে দেখভালের আলয় ১৪. কঠিনের বিপরীত বস্তু ১৬. শবদেহ ১৮. বিশৃঙ্খলা ২৯. খানিক থামা ২১. প্রণাম কছে যে ২৩. পৃথিবী

**সমাধান ১৭৮ — পাশাপাশি:** ১. ধরা ২. যজমানী ৪. ক্ষত ৬. বাতায়ন ৮. ধিবর ১০. নড়া ১১. পাকল ১২. তামস ১৪. বাজ ১৬. পীড়িত ১৭. বিপনন ১৯. জল ২০. অবসান ২১. পণ

**ওপর-নিচ:** ১. ধনবান ২. যতন ৩. মাসাধিক ৪. ক্ষয় ৫. চর ৭. তাড়াতাড়ি ৯. বলবান ১৩. মতলব ১৫. জনগণ ১৬. নীচ ১৭. বিজন ১৮. পল

## আজকের দিন



■ **১৯৬৭** — ইসরায়েল মিশর, জর্ডান ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে একটি হামলা চালায়।

■ **১৯৬৮** — রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী রবার্ট এফ. কেনেডি লস অ্যাঞ্জেলেসে সিরহান সিরহানের গুলিতে নিহত হন।

■ **১৯৮১** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র এইডস রোগের চিকিৎসা প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

## জন্মদিন



১৯৭২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যোগী আদিত্যনাথের জন্মদিন।*

১৯৭৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রম্ভার জন্মদিন।*

১৯৮৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেটার অজিঙ্কা রাহানের জন্মদিন।*

যোগী আদিত্যনাথ

# শাসক হোক সুস্থ, নিরপেক্ষ ও সকলের

**বাবুল চট্টোপাধ্যায়**



সরকার বদলেছে। স্বাভাবিকভাবে শাসনও বদলেছে। এবারের এই শাসক যেন আগের শাসকের মত নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি একের পর কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পদ্ম শিবিরে বেশ কিছু আইন কঠোর ভাবে নেওয়া হয়েছে এই বঙ্গে। অনেকেই ভাবছেন এখনই যদি এই হয় পরবর্তীকালে কি হবে! শাসক দল বলে দিচ্ছে ভয় আউট,ভরসা ইন। তাই ভরসা জোগাতেই শাসকের এত তড়িঘড়ি উদ্যোগ। অভয়া ফাইল আবার ওপেন হয়েছে। সারা দেশ সেটা চাইছিল। প্রতিদিন মানবীয় মুখ্যমন্ত্রী নতুন নতুন কিছু আইন প্রণয়ন করছেন। সেটা অনেক সময় সাধারণ মানুষের পক্ষেও যাচ্ছে না। তিল জলায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষ কিছু বোঝার আগেই লন্ডভন্ড হয়ে গেল সবকিছু। কিভাবে হল, কেন হল ,কি তার আইন ইত্যাদি কিছুই জানা হলো না। ফলে সরকার পক্ষের তরফ থেকে বুলডোজার দিয়ে অবৈধ নির্মাণকে একেবারে তছনছ করে দেওয়া হলো। একই ঘটনা ঘটেছে রাজাবাজার, তপসিয়া,বালেঘাটা, শিয়ালদহের মতো জনবহুল জায়গায়। সুতরাং একটা সৎ প্রচেষ্টা রয়েছে এতে কোন সন্দেহে নেই। পাশাপাশি এটাও বলে রাখা প্রয়োজন যে কিছুটা সময় পেলে হয়তো অনেকের অনেক অসুবিধা হতো না। তারা গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেতো। তা হলো না। ফলে কিছু বোঝার আগেই সবকিছু হলো ভস্ম।

অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে জোর কদমে চর্চা চলছে। সরকার পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে যাদের লক্ষী ভান্ডার ছিল তাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার হবে। কিন্তু পাশাপাশি ডিবিটি লিংকের একটি বিষয় এসে পড়েছে। আর এই ডিবিটি লিংকের জন্যই অনেকেই দ্বিধাগ্রস্থ, শঙ্কিত, আতঙ্কিত যে তারা অন্নপূর্ণার ভান্ডার সেই অর্থে পাবে কিনা। তার কারণ এই সরকার কোন রকম ভুল বা অবৈধ ভাবে লক্ষ্মী ভান্ডার গড়ে ওঠাকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেবে না অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে। অনেকেই আতঙ্কিত, অনেকেই শঙ্কিত ---কারণ লক্ষী ভাণ্ডার যারা পাচ্ছিল এবং অনেকে ব্যক্তিই আছে যাদের সামান্য ভুলচুক ছিল। সুতরাং তাদের সমস্যা রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি পোস্ট অফিসে,সাইবার ক্যাফে ,ব্যাংকে প্রচন্ড লাইন যাদের সবার একটাই উদ্দেশ্য অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে। একই অবস্থা যুব সাথীর ক্ষেত্রে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যুব সাথীর আপডেট দিয়ে অনেকেই চিন্তিত অর্থাৎ আগে যারা ছিল তারা সকলে এই যুব সাথীর আওতায় আসবে কিনা। সুতরাং একটা আশঙ্কা বা একটা আতঙ্ক থেকেই যাচ্ছে যুব সাথী এবং অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নিয়ে।

ইতিমধ্যে আমরা আরেকটি নতুন ঘোষণা দেখতে পেলাম। সেটি হল মোয়াজ্জেম এবং পুরোহিত ভাতা বন্ধ ঘোষণায়। কি কারনে কেন পাবে না ইত্যাদি সবিস্তারে আলোচনা না হলেও এই দুটো ভাতা আগামী দিনে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ--সরকার পক্ষ থেকে সেটা ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং আবার একটি সমস্যার মধ্যে পড়ে গেল এই পুরোহিত এবং মোয়াজ্জেম গোষ্ঠী। আমরা ইতিমধ্যে জানি আয়ুষ্মান কার্ড কতগুলো ক্রাই টেরিয়ার মধ্যে বাধা। অর্থাৎ তারাই সেটা প্রাপ্য হিসাবে পাবে, যাদের সরকারের দেওয়া ক্রাই টেরিয়ার মধ্যে নিম্নবিত্তের শাখাতে পড়বে। আমরা এর আগের সরকারের তরফে দেখেছি মা ক্যান্টিন ---সেখানে সপ্তাহে পাঁচ দিন ডিম ভাত খাওয়ানো হত। কিন্তু এটি এখন আর পাঁচদিনের হবে না। শোনা যাচ্ছে দু' দিন সেটা হতে পারে। একদিন ডিম ভাত, অন্যদিন মাছ ভাত। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা আমরা জানি না। তবে একটা সৎ প্রচেষ্টা যদি থাকে তাহলে সেটাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। আমরা বঙ্গবাসী হিসেবে আশা করব সমস্ত মানুষের সুবিধার্থে সরকার যদি শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি,সব দিক দিয়ে যোগ্যতার নিরিখে ভালো বিষয়ে ভালো মান তুলে ধরতে পারেন। তবে সেই সরকার আমাদের কাছে শিরোধার্য। পাশাপাশি এটাও বলতে হয় যে সরকার তার সর্বশক্তি দিয়ে বেকারত্ব দূর করা, দুর্নীতি, হিংসা, হানাহানি, সম্প্রদায়িক মুক্ত পরিবেশ দিক-- সেটা আমরা সকলেই চাই। আমরা চাই শাসকের আইন নয়,শাসনের আইন প্রতিষ্ঠা হোক। আমরা দেখছি ইতিমধ্যেই সরকার তার নির্দেশে মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ফুটপাত থেকে সমস্ত অবৈধ দোকান ভাঙ্গা শুরু করে দিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো এটা একটা বিশাল ক্ষতি। পাশাপাশি এটাও ঠিক যদি কিছু অসুবিধার পরেও মানুষের বৃহৎ অংশে সুবিধা হয় আর সেটা জনস্বার্থে তবে তা নিশ্চয়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

এই বঙ্গের সমস্যা অনেক। হয়তো সমস্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভবও নয়। সরকারের এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতেই হয়। যদি সেটা সামগ্রিকভাবে একটা জনগোষ্ঠীর সাময়িক ক্ষতিও হয়। কিন্তু পাশাপাশি একটা উজ্জ্বল বঙ্গের জন্য, একটা সোনার বাংলার জন্যে অনেক সময় কিছু ক্ষতি মেনে নিতে হয়। ভালোর আলোয় ফিরতে হয়। আমাদের সরকার সেই প্রচেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টা করতে গিয়ে অনেক অসুবিধা সম্মুখীন প্রথম প্রথম হবে। সরকারের জোর সমালোচনা হবে। কিন্তু এরপর যদি একটা ভালো কিছু হয় তবে তার সমস্ত কৃতিত্ব কিন্তু সরকারেরই প্রাপ্য।

আমাদের সরকার সেই প্রচেষ্টা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে করে চলেছেন। কিন্তু সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ এমন কিছু না ঘটানো বা না করা যাতে একটা বৃহৎ অংশ বড় ক্ষতিতে না পরে। সুতরাং আমরা সেই সাধারণ মানুষের ক্ষতি না করে কিভাবে ভালোর আলোয় সোনার বাংলা গড়ে তোলা যায় সে তাকিয়ে আছি সমস্ত বঙ্গবাসী।

# ঋতব্রতর হাত ধরেই কি ঘাসফুলের নতুন সূর্যোদয় !

**প্রদীপ মারিক**



মানুষের সুখের সময় পাওয়া যায় প্রচুর মানুষ কিন্তু দুঃখ কষ্টের সময় পাওয়া যায় হাতে গোনা কয়েকটা মানুষ। এই সুখ কিন্তু অনেক কষ্ট করে আনতে হয়, যে তৃণমূল দলটাকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল মমতা ব্যানার্জি সেই দলটা এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল, এটা কি কেবলমাত্র ঔদ্ধত্য না কি সীমাহীন দুর্নীতি। এ যেন যে নেতাই আসুক শুধু তোলা কালীঘাটে ভাইপোর কাছে পৌঁছে দিলেই সাতখুন মাপ। কিছু জন বাদে পুরো তৃণমূলের টপ টু বটম নেতারা দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করে ফেলেছিল। মমতা ব্যানার্জি সব কিছু দেখেও চুপ করে ছিলেন। কেন ছিলেন ! তিনি তো রাশ নিতে পারতেন, তার বদলে তিনি রাশ তুলে দিলেন ভাইপো অভিষেকের হাতে। কেন করলেন এমন ! একটার পর একটা দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়েছে অভিষেকের নামে। কে তাকে রক্ষা করবে ! এখন সারা বাংলা বুঝে গিয়েছে অভিষেক গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

দীর্ঘ্য প্রায় দশ বছর ধরে একটার পর একটা দুর্নীতি, উস্কানি মূলক বক্তব্য একটার পর একটা প্রতিশোধ স্পৃহা তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে গেঁথে দিয়েছিল ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জি। তার জন্যই সংখ্যালঘুরা হিন্দুদের প্রতি বিশেষ করে বিজেপির প্রতি বৈমাত্রি সুলভ আচরণ করতো। তৃণমূল জামানায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। তদানীন্তন সময় বিরোধী দলনেতা বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে প্রাণে মারার হাজার বার চেষ্টা করেছিল পিসি-ভাইপোর উস্কানিতে তোলামুল বাহিনী। বারুইপুরে জনসভা করতে এলে তৃণমূল বাহিনী তার গাড়ির ওপর লাঠি সোটা ইঁট বৃস্টি শুরু করে। শুধু বুলেটপ্রুফ গাড়ি আর কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাৎপরতায় বেঁচে যান শুভেন্দু।

সম্প্রতি সোনারপুরে তোলামুল হার্মাদ বাহিনীর লিডার ভাইপোর ওপর যে ভাবে জনরোষের সাইক্লোন এসে পড়লো তা এক কথায় হওয়ার ই কথা ছিল। কারণ যে পিসি-ভাইপো অভয়াকে মেরে পুড়িয়ে দিতে পারে অথচ সারা বিশ্ব যখন রাত জাগে অভয়ার বিচার চেয়ে সেই সময় অভয়ার মায়ের সঙ্গে দেখা করা তো দূরের কথা পিসি টাকা দিয়ে ধামাচাপা দিতে চায়। সেই পিসির ভাইপো যখন সোনারপুরে গিয়ে মদ খোর মাতাল হার্মাদ চার ফুটের নেতার অস্বাভিক মৃত্যুকে রাজনৈতিক মৃত্যুর তকমা দিতে গেল, তখন ই যেন অগ্নিতে ঘি পড়লো। জনরোষ আছড়ে পড়লো ভাইপোর ওপর। একটার পর একটা ডিম বৃষ্টি। কে বলতে পারে এই ডিম বৃষ্টি বা ধেয়ে আসা কিল চড় ভাইপোর লোকজন ই করেছে কিনা ! কারণ একটার পর একটা বে-আইনি অট্টালিকা থেকে সম্পত্তি সব কিছু যাচাই করছে কলকাতা পৌরসভা। এর মধ্যে একাধিকবার নোটিস ও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেই নোটিস এর জবাব দেয় নি ভাইপো। এই অসুস্ততার নাটক করে আবার হয়তো কিছু দিন সময় চাইবে ! পিসির নাটক এখন ফ্লপ। যে কটা বেসরকারি হসপিটালে ভাইপোকে জোর করে অসুস্থতা দেখিয়ে ভর্তি করতে গিয়েছে, কোন হসপিটালে তাকে ভর্তি নেয় নি। তারা জানিয়ে দিয়েছে এমন কোন কারণ নেই যে তাকে ভর্তি করতে হবে। সুতরাং ভাইপোর নাটকের যবনিকা পড়লো। এমনিতেই পৌরসভার কাউন্সিলার'রা গণ ইস্তফা দিতে শুরু করেছে, একটার পর একটা কেলেঙ্কারি ধরা পড়ছে। তৃণমূল বলে কিছু আর থাকবে না, সেই অবস্থায় ও পিসি ভাইপোকে হসপিটালে ভর্তি করার নতুন নাটক দেখলো বঙ্গবাসী।

নাটকে ভাইপোকে হাজার চেষ্টা করেও শহরের কোনও হাসপাতালে ভর্তি করাতে পারেননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে। পরে সেখানে চিকিৎসা হচ্ছে না অভিযোগ করে মমতারা অভিষেককে নিয়ে যান মিন্টো পার্কের কাছে অন্য এক হাসপাতালে। সেখানে পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে, কিন্তু অভিষেককে ভর্তি করানো হয়নি। চিকিৎসকেরা ভর্তি করানোর মতো আঘাত রয়েছে বলে মনে করেননি। এর পর হাসপাতালেই ক্ষোভ উগরে দেন মমতা। হাসপাতালের সিইও-র দিকে আঙুল উঁচিয়ে ধমক দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। প্রকাশ্যে হুমকিও দিয়েছেন। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সূত্র বলছে, ভর্তি করানোর মতো কোনও আঘাত ছিল না বলেই অভিষেককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তকে খারিজ করে তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়করা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করলেন। দলের সুপ্রিমো অবশ্য বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতার চেয়ারে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধায়কদের সই জাল ! এ কি অবস্থা ! মমতা দলটাকে ঘুরে দাঁড়ানোর জায়গায় নিয়ে যেতে পারতেন কিন্তু হটাৎ শেষ হয়ে গেল পুরো মমতার হাতে গড়া তৃণমূল। স্পিকারকে জমা দেওয়া অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি ঘিরে 'সই,বিকৃতি' বিতর্কের মধ্যেই তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়করা বিধানসভায় বৈঠক করে ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্বাচনের রেজোলিউশন গ্রহণ করেন। সেখানেই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আখরুজ্জামানকে বিরোধী সচেতক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই রেজোলিউশনে তৃণমূলের ৫৮ জন বিধায়ক স্বাক্ষর করেন। ঋতব্রতর নেতৃত্বে তৃণমূলের বিধায়করা সশরীরে গিয়ে ওই রেজোলিউশন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুর কাছে জমা দেন। অধ্যক্ষ তাতে মান্যতা দিয়ে বিরোধী দলনেতার কক্ষ ঋতব্রত, আখরুজ্জমান সহ তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়কদের জন্য খুলে দেন। আপাতত সকলে ওখানেই বসবেন। ওই কক্ষে বসার কিছুক্ষণের মধ্যে উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়কের কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতিপত্র চলে আসে। এরই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ইতিহাসে ঋতব্রত পঞ্চদশ বিরোধী দলনেতার মর্যাদা পান। রাজ্যের পরিষদীয় ইতিহাসে জ্যোতি বসু ছিলেন প্রথম বিরোধী দলনেতা। ঋতব্রতর আগে বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব পালন করছেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দেশের ঐতিহ্যশালী এই বিধানসভায় অতীতে বিরোধী দলনেতার চেয়ারে জ্যোতি বসু ছাড়াও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, আব্দুস সাত্তার, অতীশ সিনহা, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যকান্ত মিশ্র,র মতো নেতারা বসেছেন। তবে কারও দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে এত টানটান নাটকীয়তা দেখা যায়নি। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৫৮ বিধায়কের সই, বিরোধী দলনেতা বেছে নেওয়া ইত্যাদি নিয়ে রীতিমতো উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। এরই মধ্যে সমস্ত কমিটি ভেঙে দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্যালোচনা করে বাকি পদক্ষেপ করা হবে বলে জানানো হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। বেলা গড়াতেই তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই তাঁর বাড়িতে আসেন ইডি আধিকারিকরা। সেখানে তাঁকে না পেয়ে আধিকারিকরা পৌঁছন কালীঘাটের বাড়িতে।

সই জালিয়াতির একটি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কয়েকদিন আগে সমন পাঠিয়েছিল সিআইডি। সোমবার তাঁকে সশরীরে কলকাতার ভবানী ভবনে (সিআইডি সদর দফতর) হাজির হওয়ার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সপ্তাহের শুরুতেই সিআইডি-র সেই তলব এড়িয়ে যান তিনি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে আপাতত ভবানী ভবনে গিয়ে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, এই মর্মে রাজ্য গোয়েন্দাদের কাছে একটি লিখিত আবেদনপত্র পাঠিয়ে পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অন্তত ১৫ দিনের বাড়তি সময় চেয়ে নেন। তদন্তের গতি স্তব্ধ রাখতে নারাজ ছিলেন সিআইডি-র শীর্ষ কর্তারা। ভবানী ভবনে হাজিরা এড়ানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই সিআইডি-র একটি বিশেষ দল সোজা রওনা দেয় দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের দিকে। গোটা বিতর্কের সূত্রপাত বিধানসভায় জমা পড়া একটি চিঠিকে ঘিরে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচন সংক্রান্ত চিঠিতে কয়েকজন বিধায়কের স্বাক্ষর নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ, কিছু স্বাক্ষরের সত্যতা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রাজ্য বিধানসভার পক্ষ থেকে হেয়ার স্ট্রিট থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জড়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। এই মামলার তদন্তের স্বার্থেও ইডি তাঁকে নিজাম প্যালেস বা সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করেছিল। শুধু তিনি নন, তাঁর সংস্থা 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে'র অফিসে তল্লাশিও চলে। মনে করা হচ্ছে, এই মামলার তদন্তেই তাঁকে আবার ডেকে পাঠানো হয়েছে।

ঋতব্রত'র হাত ধরেই কি ঘাস ফুলের নতুন সূর্যদয় ! ঋতব্রত জোড়াফুল প্রতীক পাওয়ার পরই যারাই এই দল করবে তাদের সংবিধান পাঠ করেই রাজনৈতিক দলে গ্রহণ করানো উচিত। যে ভাবে ঋতব্রত বলেছেন সরকারের ভালো কাজের সমর্থন করবেন আবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠন মূলক বিরোধিতাও করবেন একবারে ভদ্রলোকের মত কথা। সময়ই বলবে তিনি সত্যিই বিরোধী দলনেতা হয়ে উঠতে পেরেছেন কিনা !

শুভেন্দু অধিকারীর একটার পর একটা উন্নয়ণের কাজ বঙ্গের জনগণ সদরে গ্রহণ করেছে। বিরোধীদের কাজই তো বিরোধিতা করা, গণতন্ত্রের মন্দিরে দাঁড়িয়ে তারা বিরোধিতা করবেন এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা হওয়ায় উচিত গঠন মূলক বিরোধিতা। বিরোধী দলগুলির প্রধান দায়িত্ব হল প্রশাসনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে প্রশ্ন করা, বিদ্যমান আইনে পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া এবং যারা অন্য পক্ষকে সমর্থন করেছিল তাদের স্বার্থে কথা বলা। বিধানসভায় নীতি নির্ধারণ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই বিরোধী দলগুলি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। বিরোধী দলগুলি ক্ষমতাসীন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত, নীতি এবং কাজগুলি যাচাই করে। তারা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং সরকারকে তার কাজের কৈফিয়ত আদায় করে। বিরোধী দলগুলি সামাজিক সমস্যার জন্য অন্যান্য আইন, নীতি এবং পন্থা উপস্থাপন করে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে, তারা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রচার করে এবং বঙ্গের উন্নতির জন্য নিজেদের দায়বদ্ধতা বজায় রাখে। সরকারী বিল এবং উদ্যোগগুলি বিরোধী দলগুলি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়, যারা কোনও ত্রুটি, বাদ দেওয়া বা সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবগুলি নির্দেশ করে আইনের দক্ষতা এবং ন্যায়সঙ্গততা উন্নত করতে, তারা পরিবর্তন এবং উন্নতির পরামর্শ দেয়। বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন, বিরোধী দলগুলি সরকারের মন্ত্রীদের উত্তর, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা পেতে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করতে পারে। এই পদ্ধতি রাজ্য সরকারকে উচ্চ শাসনের মানদণ্ডে ঠেলে দেয় এবং তথ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করে, রাজ্যের গণতন্ত্র মজবুত হয়। বিরোধী দলের সদস্যরা বিধানসভার কমিটিতে বসেন যেগুলি বিশেষ সরকারী কার্যক্রম বা নীতি ডোমেইন তত্ত্বাবধানের ভূমিকায় থাকে।

তারা সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে, নীতিমালা মূল্যায়ন করে এবং বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সংস্কারের জন্য পরামর্শ প্রদান করে। আউটরিচ প্রোগ্রাম, পাবলিক ইভেন্ট এবং প্রচারণার মাধ্যমে, বিরোধী দলগুলি সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ করে। তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উদ্দীপিত করে, তাদের ধারণার জন্য সমর্থন তৈরি করে এবং রাজনৈতিক উদ্বেগ সম্পর্কে জনসাধারণের বোঝা বাড়ায়। একটি শক্তিশালী বিরোধী দল ক্ষমতাসীন দলকে জনগণের দাবি ও উদ্বেগের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য করে। সরকারগুলি জনগণের স্বার্থে কাজ করতে আরও অনুপ্রাণিত হয় যখন তারা সচেতন যে তাদের সিদ্ধান্তগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা হবে এবং চ্যালেঞ্জ করা হবে। প্রশাসনকে তার কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে বিরোধী দলগুলি অপরিহার্য। তারা তথ্য অনুসন্ধান করে বিধানসভায় প্রশ্ন, বিতর্ক এবং অডিট কমিটি সহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা প্রচার করে। বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার ভূমিকা রাজ্য রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শপথ নেওয়ার পরই প্রত্যেকটি বিধায়কদের প্রাপ্য সম্মান দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বাংলায় আর ভয় নেই ভরসা এবং উন্নয়নের জোয়ার আসবে, যেখানে কোন রাজনীতির রং দেখা হবে না।

শুভেন্দু জানান, তিনি বিধানসভায় নতুন যুগের সূচনা করতে চাইছেন। অতীতে বিধানসভার সব অধিবেশন লাইভ করার রেওয়াজ ছিল না। সেই রীতি পাল্টে এ বার বিধানসভার অধিবেশন সরাসরি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার সিদ্ধান্তের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'অতীতে বিধায়করা বিধানসভায় কী ভূমিকা পালন করছেন, সেটা জানার সুযোগ সাধারণ মানুষের ছিল না, এ বার সেটা হবে।' ২০২১ থেকে ২০২৬ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার ভূমিকা পালন করেছেন শুভেন্দু। এই সময়কালে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে বিধানসভা। পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যাবে, গত পাঁচ বছরে ১১ মাসই সাসপেন্ড হয়ে বিধানসভার বাইরে কাটাতে হয়েছিল তৎকালীন বিরোধী দলনেতাকে, যার জল গড়ায় আদালতের দরজা পর্যন্ত। শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পরে প্রধান বিরোধী তৃণমূলের প্রতি প্রতিহিংসার কোনও ইঙ্গিত দেখালেন না বরং বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকার প্রতি সম্মানের বার্তাই এ দিন বারবার দিয়েছেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, 'বিরোধীদের একটা বিষয়ে আশ্বস্ত করতে চাই, হাউস বিলংগস টু অপোজিশন (সদন বিরোধীদের জন্যই), নিশ্চয়ই বিরোধীরা প্রতিবাদ করবেন না। তিনি বিরোধীদের বুঝিয়ে দেন প্রথম দিন থেকে বিধানসভার কার্যপ্রণালী বানচাল করার চেষ্টা করবেন না। বিধানসভার আলোচনায় সময় বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারি দলের ভূমিকা আমি পরিষ্কার করতে চাই।' এরপরেই বিরোধী পক্ষে বসে থাকা বিধায়কদের উদ্যেশ্যে বলেন, 'আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও আপনাদের বেশি বলার সুযোগ যাতে স্পিকার দেন, সরকারি দল হিসেবে আমরা সেই উদ্যোগ নেব।' শুভেন্দু আরো বলেন, 'আমরা গঠনমূলক বিরোধী চাই। কারণ, আমাদের সংবিধানে বহুদলীয় গণতন্ত্র স্বীকৃত।' এরপরেই বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন তাঁকে বারবার বিধানসভা অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করার তিনি বলেন, 'বিরোধী দলনেতাকে ১১ মাস হাউসের বাইরে রেখে বিধানসভা চলুক, এটা আমরা চাই না।' বিধানসভায় বিরোধী বেঞ্চে বসার সময়ে বিজেপি বিধায়করা একাধিকবার সদনে নিগ্রহের অভিযোগ তুলেছেন। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তিও আর চান না মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন বিধানসভায় তাই শুভেন্দু বলেন, 'আমরা চাই না, কোনও বিধায়ক শারীরিক ভাবে নিগৃহীত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হোন। বিধানসভা মারামারি করার জায়গা নয়। আমরা চাই, ভাষা প্রয়োগেও শালীনতা বজায় থাকুক। বিধানসভায় তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিরোধী দলের বিধায়কদের বলতে চাই, আপনারা মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করবেন, যদি আপনাদের দলের নেতৃত্বের আপত্তি না থাকে। আর মন্ত্রীদেরও বলব, বিরোধী দলের বিধায়করা সময় চাইলে, দেবেন। মন্ত্রীরা কোনও এলাকায় গেলে স্থানীয় বিধায়কদের খবর দেবেন। সেক্ষেত্রে কোন দলের বিধায়ক দেখার দরকার নেই।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আগে বিরোধী দলের বিধায়করা চিঠি দিলে মন্ত্রীরা উত্তর দিতেন না। মুখ্যমন্ত্রীর তো উত্তর দেওয়ার প্রশ্নই উঠত না। আপনারা আমাকে চিঠি লিখলে প্রাপ্তি স্বীকার করব। এবং কিছুটা ইতিবাচক ফলাফলও পাবেন। আশ্বস্ত থাকুন, দেশের ২১টি রাজ্যে বিজেপি যে ভাবে সরকার চালাচ্ছে, এখানেও তার অন্যথা হবে না।

বিধানসভায় সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের উপস্থিত মনে করিয়ে দেবে পশ্চিমবঙ্গ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। শুভবন্দুর নেতৃত্বই বঙ্গের গৌরব এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। আগামী পাঁচ বছর এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে এবং বৈশ্বিক মঞ্চে একটি গতিশীল ও প্রগতিশীল রাজ্য হিসাবে বঙ্গের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করার জন্য খুবই গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে উঠবে। শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নের পশ্চিমবঙ্গকে আবার জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ্য আসনে নিয়ে যাবে শুভেন্দুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

# তোলাবাজির অভিযোগে নতুন মামলা অসিত মজুমদারের নামে



**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** এবার তোলাবাজির অভিযোগে নতুন মামলা অসিতের নামে। আরও বিপাকে চুঁচুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার। জামিন পেলেন না। পুলিশের কাজে বাধাদান, রাস্তা অবরোধের মামলায় জামিন হলেও তোলাবাজির মামলায় জেলেই থাকতে হবে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে। চুঁচুড়া আদালত জামিন মঞ্জুর করল না চুঁচুড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পার্থ সাহা ও তৃণমূল কর্মী মির্জা সানোয়ার আলিরও। হুগলি সংশোধনাগারে রয়েছেন অসিত মজুমদার। এ দিন তাঁকে আদালতে আনা হয়নি। তাঁর হয়ে সওয়াল করেন তাঁর আইনজীবী।

গত ৩০ মে সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনরোষে পড়েন। এর পরেই বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের নেতা-কর্মী পথে নেমে বিক্ষোভ দেখান। অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে চুঁচুড়া পিপুলপাতি মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। পুলিশের কাজে বাধা, হেনস্থা, বেআইনি ভাবে রাস্তা আটকে রাখার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে পুলিশ। ৩১ মে গ্রেপ্তার হন অসিত মজুমদার, চুঁচুড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পার্থ সাহা-সহ ১০ জন। চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয় তাঁদের। পাঁচ জনকে পুলিশ হেপাজত ও পাঁচ জনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। অসিতের জেল হেপাজত হয়। বৃহস্পতিবার তাঁদের আদালতে তোলা হয়। অসিত মজুমদারদের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী নির্মাল্য চক্রবর্তী। তিনি জানান, এই মামলায় নির্মল চক্রবর্তীর আগেই জামিন হয়েছিল। এ দিন বাকি আট জনের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। তবে অসিত মজুমদার এখনই জেল থেকে বেরোতে পারছেন না। কারণ, তাঁকে একটি তোলাবাজির মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। তার আগে এই মামলায় পার্থ সাহা, মির্জা সানোয়ার আলিও রয়েছেন অভিযুক্ত হিসেবে। তাঁদেরও জামিন না মঞ্জুর হয়েছে। এ বার গ্রেপ্তার চুঁচুড়ার অসিত মজুমদার, চার দিনের জেল হেফাজত। ফের শুক্রবার আদালতে তোলা হবে অসিত মজুমদারকে। বাকি দু'জনকে শনিবার আদালতে তোলা হবে।

# বর্ষার মুখে মেয়রের পদত্যাগ ব্যর্থতা ঢাকতেই, সিদ্ধান্তে সরব অগ্নিমিত্রা পল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** বৃহস্পতিবার বিধাননগর পৌরনিগমের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর পদত্যাগ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। আসানসোল জেলা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিতে এসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বিধাননগরের মেয়রের এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে আখ্যা দেন। অগ্নিমিত্রা পল জানান, মেয়রের পদত্যাগের বিষয়ে তাঁর কাছে কোনও খবর জানা নেই। সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকেই তিনি প্রথম এই খবর শুনলেন। এমনকি পদত্যাগের কোনও চিঠি এখনো পর্যন্ত তাঁর কাছে এসেছে বলে তিনি দেখেননি। তৃণমূলের অন্দরে এভাবে পদত্যাগ করার হিড়িক কেন পড়েছে, তা নিয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। 'বর্ষার মুখে দায়িত্ব এড়ানো চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা' তিনি বলেন, 'সামনে বর্ষাকাল, বিধাননগর এলাকার একাধিক জায়গায় সামান্য বৃষ্টিতেই প্রচুর জল জমে যায়। সাধারণ মানুষের চরম অসুবিধা হয়। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বর্ষার ঠিক কয়েকদিন আগে কেন উনি নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে চলে যেতে চাইছেন, তা বোঝা যাচ্ছে না।'

অগ্নিমিত্রা পলের দাবি, বিগত ১৫ বছর ধরে পৌরনিগম এলাকায় কী কাজ হয়েছে তা বাংলার মানুষ ভালো করেই জানেন। নিজের সেই ব্যর্থতা ঢাকতেই বর্ষার মুখে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিধাননগরের মেয়র। অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম-সহ বিরোধীদের বহু নেতা ও বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজের দলের লোকেদের আগে সুযোগ না দিয়ে, বিরোধীদের আগে বলার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছিলেন।' তিনি আরও বলেন, 'পূর্বতন সরকারের মতো পুলিশ বা প্রশাসন দিয়ে কারও মুখ বন্ধ করে দেওয়ার মানসিকতা বর্তমান সরকারের নেই। বর্তমান সরকার নালি পরিষ্কার করা, ম্যানহোল বা কালভার্টের নিচে জমে থাকা প্লাস্টিক ও নোংরা আবর্জনা সাফ করার মতো প্রতিটি নাগরিক পরিষেবা দিতে হাতে হাত রেখে কাজ করতে প্রস্তুত।'

# বালি ও কয়লার সিন্ডিকেট, ধৃত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা:** পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় ফের শোরগোল। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো এবং অবৈধ বালি ও কয়লার সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষকে। ধৃত গৌতম ঘোষ দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলের তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি এবং স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে নরেন-ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কে রাখা, পাশাপাশি অবৈধ বালি ও কয়লা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার একাধিক অভিযোগ উঠছিল তাঁর বিরুদ্ধে। অবশেষে লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাঁকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিরোধীদের দাবি, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই সিন্ডিকেট রাজ চলছিল শাসকদলের ছত্রছায়ায়। যদিও এই ঘটনায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ধৃতকে আদালতে তোলা হলো, ধৃত তৃণমূল নেতাকে আদালতে তোলার সময় চললো 'চোর চোর' স্লোগান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# আরামবাগ মেডিক্যালে চালু হল অত্যাধুনিক ডায়ালিসিস বিভাগ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নে বদ্ধপরিকর বিজেপি সরকার। এই জন্য আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব দেন। বৃহস্পতিবার আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটান তিনি। উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নবনির্মিত আধুনিক ডায়ালিসিস বিভাগের শুভ উদ্বোধন করেন তিনি। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ, খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার। জানা গেছে, এই নতুন বিভাগে থাকছে ১০টি অত্যাধুনিক ডায়ালিসিস বেড, যার মাধ্যমে রোগীরা আরও উন্নতমানসম্মত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। এই বিষয়ে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূরণ হওয়ায় উপকৃত হবেন আরামবাগ মহকুমা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষ। আমরা আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সামগ্রিক উন্নয়ন চিকিৎসা পরিষেবা থেকে শুরু করে রোগীদের থাকার জায়গা ও রোগীদের রাতে থাকার জায়গা, পার্কিং সমস্যা, রেফার সমস্যা-সহ সমস্ত বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে সমাধান করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে আরামবাগের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর।' অপরদিকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রিন্সিপল ডাঃ রমাপ্রসাদ রায় বলেন 'আরামবাগ মহকুমা-সহ দুই তিনটে জেলার মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ হল। বহু মানুষ উপকৃত হবেন। নতুন ডায়ালিসিসি বিভাগে ১০টি বেড রয়েছে। আরামবাগ মহকুমার চার জন জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করা হল। সবমিলিয়ে এই বিভাগ উদ্বোধন হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।

# বিজেপি বিধায়ককে সংবর্ধনা তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার



**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহাকে সাড়ম্বরে সংবর্ধনা জানালো। বুধবার সন্ধ্যায় পুরাতন মালদা পুরসভার ভবনেই তৃণমূল দলের ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলামের নেতৃত্বেই বিজেপি বিধায়ককে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান জানানো হয়। বিধায়কের গলায় উত্তরীয় পড়িয়ে ফুল দিয়েই শুভেচ্ছা জানানো হয়। আর এতেই যেন পুরাতন মালদার স্থানীয় একাংশ তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যেই চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, ২০২১ সালেও এই বিজেপি বিধায়ক মালদা কেন্দ্রেই জয়ী হয়েছিলেন। তখনও পুরাতন মালদা পুরসভা তৃণমূলের দখলে ছিল। সেই সময় ভাইস চেয়ারম্যানও ছিলেন সফিকুল ইসলাম। তখন কোনভাবেই বিজেপি বিধায়ককে সংবর্ধনা জানানো হয় নি। যেহেতু আজকে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় নেই। তাই তোষামোদ করতেই এভাবেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এরফলে দলের নিচুস্তরের একাংশ কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যেও চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় পুরাতন মালদা পুরসভার দপ্তরে বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহাকে সংশ্লিষ্ট পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক-সহ ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম, তৃণমূল এবং বিজেপির কাউন্সিলর-সহ পুর কর্মীরা উত্তরীয় পরিয়ে ফুলের স্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। যদি ওই দিন বিশেষ কারণে সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতি ঘোষ হাজির ছিলেন না পাশাপাশি পুরসভায় বিধায়ককে কাছে পেয়ে কয়েকজন শাসক ও বিরোধী দলের কাউন্সিলার এবং পুরকর্মীরা তাদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের সমস্যা তুলে ধরেন। পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ সকলের সাথে আলোচনায় বসেন বিধায়ক। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ও পুরো প্রতিনিধিদের উদ্যোগে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে। উপস্থিত সকলের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মতামত বিনিময় করা হয়েছে। নাগরিক পরিষেবা সচ্ছল রাখতে সকলকে একযোগে কাজ করার বার্তাও দেওয়া হয়েছে। যদিও বিধায়ককে শুভেচ্ছা জানানোর পর পুরসভা থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে যান তৃণমূলের ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম।

# মন্ত্রীকে ঘিরে উৎসবের আমেজ আউশগ্রাম জুড়ে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** মন্ত্রী ঘরে ফিরতেই সাজো সাজো রব শহরবাসির। বরণডালা সাজিয়ে বরণ করে নিল ঘরের মেয়েকে, গুসকরা শহর সন্ধ্যায় খুশির জোয়ারে হেসে ওঠে।

বাজনার তালে মিষ্টি মুখে আনন্দে আত্মহারা এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে কর্মী সমর্থকরা। মন্ত্রীত্ব পাওয়ার পর বুধবার সন্ধ্যায় গুসকরা শহরে প্রবেশ করে মন্ত্রীর কনভয়। শহর জুড়ে সাজো সাজো রব খুশির মেজাজে কলিতা দির অপেক্ষায় ছিল আউশগ্রামের মানুষ।

দরিদ্র পরিবারের মেয়ে মন্ত্রীত্ব পাওয়ার পর নিজের এলাকায় ফিরে আসার দৃশ্যটা ছিল অত্যান্ত আবেগপূর্ণ ও আনন্দমুখর, আসার খবর পাওয়ার পর বাড়ির সামনে নামে মানুষের ঢল।ঢাকঢোল বাদ্যযন্ত্রে উলুধ্বনির সুরে মন্ত্রীকে বরণ করে নেওয়া হয়। এলাকার মানুষদের চোখে মুখে ছিল খুশি। ফুল মালায় তাকে ভরিয়ে দেওয়া হয়। নবনিযুক্ত মন্ত্রী ও তার দরিদ্র জীবনের শিখর ভুলে যাননি।

সংবর্ধনার ভিড়েও তিনি শৈশবের কষ্ট মানুষের ভালোবাসা ও দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে আনন্দে আসে তার চোখে জল। নিজের এই অভাবনীয় সাফল্যকে তিনি গোটা এলাকার বিশেষ করে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের জঙ্গলমহলের মানুষের জয় হিসেবে তুলে ধরেন। প্রথমে এসেই তিনি নদীপটির কার্যালয়ে কর্মীদের সাথে দেখা করেন। তারপর গুসকারার রটন্তী কালী তলায় মায়ের মন্দিরে প্রণাম সেরে তিনি আশীর্বাদ নিতে যান তিনি যে বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন সেই গৃহকর্তার কাছে। তারপর আসে সেই ছোট্ট নিজের বাড়িতে। বাড়ি ছোট্ট হলেও প্রতিবেশীরা বেলুন দিয়ে বাড়িকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে। বাড়ি ঢুকেই বরণ করেন তার শাশুড়ি মা। শঙ্ক ধনী উলুধ্বনি আর হৈ হৈ রব। আনন্দে আবেগে জড়িয়ে ধরে দিদির প্রতি তাদের অমর অক্ষয় ভালোবাসা।

# মন্ত্রী দিবাকর ঘরামিকে ঘিরে উচ্ছ্বাস কর্মীদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী:** শপথগ্রহণের পর নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে পা রাখলেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী দিবাকর ঘরামি। তাঁকে স্বাগত জানাতে এদিন সকাল থেকেই উৎসবের চেহারা নেয় রসুলপুর এলাকা। কর্মী-সমর্থকদের ঢল নামে, ঢাকের বাদ্যি আর ফুল-মালায় বরণ করে নেওয়া হয় মন্ত্রীকে। শপথ গ্রহণের পর প্রথম নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে পা রাখতেই কর্মীদের ভালোবাসায় আপ্লুত মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা নাগাদ রসুলপুরে রাজ্য সড়কে মন্ত্রীর কনভয় পৌঁছাতেই শুরু হয় উচ্ছ্বাস। হাজার হাজার দলীয় কর্মী 'দিবাকর দা জিন্দাবাদ' স্লোগান তোলেন। পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষও ফুল ছিটিয়ে, শঙ্খ বাজিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। এদিন রসুলপুর থেকে কর্মী, সমর্থকরা বাইক র‍্যালি করে মন্ত্রীকে সাথে নিয়ে কাকরডাঙ্গা হয়ে সোনামুখী এবং সোনামুখী থেকে নিত্যানন্দপুর মিনি মার্কেটে এসে পৌঁছায়। সেখানে রীতিমতো মঞ্চ করে জাঁকজমকপূর্ণভাবে দলের কর্মী সমর্থকরা এবং এলাকার সাধারণ মানুষরা তাঁকে গলায় ফুলের মালা এবং উত্তরি ও সংবর্ধনা জানান। কর্মীদের উদ্দেশে মন্ত্রী দিবাকর ঘরামি বলেন, 'আপনাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদেই আজ আমি এই জায়গায় । শপথ নিয়েছি, এলাকার উন্নয়নই হবে আমার প্রথম ও শেষ কাজ। রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য কোনও ক্ষেত্রেই মানুষকে অভিযোগ করার সুযোগ দেব না।'

# দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ বিধায়কের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক নিয়োগে দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট রাজের অভিযোগ তুলে সরব হলেন বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুই। বৃহস্পতিবার দুপুর দুটোর সময় কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে কারখানার অভ্যন্তরে নানা অনিয়ম চলছিল, যার ফলে শ্রমিকরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিধায়কের অভিযোগ, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে উদ্যোগী হলেও তাঁর বক্তব্য গুরুত্ব পায়নি। এমনকি অতীতে এই বিষয়গুলি তুলে ধরতে গিয়ে তাঁকে কারখানার ভেতরে প্রবেশ করতেও বাধা দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুইয়ের অভিযোগ, 'তৃণমূলের কিছু নেতা লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে বাইরের শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করেছেন। তাঁর দাবি, কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি সিন্ডিকেট চক্রের মাধ্যমে বহু তৃণমূল নেতা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন।' বিধায়ক আরও বলেন, 'সাধারণ শ্রমিকের কাজ করেও কেউ কেউ চারতলা বাড়ি নির্মাণ করেছেন, এমনকি বাড়িতে লিফট পর্যন্ত বসিয়েছেন।' এত বিপুল অর্থের উৎস কোথা থেকে এসেছে, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানান তিনি।

## সুবর্ণরৈখিক রেলপথে আশার আলো

# মন্ত্রী রাজেশ মাহাতোর আশ্বাসে উচ্ছ্বসিত সংগ্রাম কমিটি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** দীর্ঘদিনের স্বপ্নের সুবর্ণরৈখিক রেলপথ বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত মানুষের মনে ফের আশার সঞ্চার হয়েছে। বহু বছর ধরে অবহেলিত এই অঞ্চলে রেল যোগাযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন করে উদ্যোগের ইঙ্গিত মিলতেই উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে আন্দোলনকারীদের মধ্যে। প্রস্তাবিত রেলপথ প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে ইতিবাচক বার্তা পাওয়ায় আশাবাদী সংগ্রাম কমিটির সদস্যরাও। বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজেশ মাহাতোর সঙ্গে বৈঠক করে সুবর্ণরৈখিক রেলপথ সংগ্রাম কমিটি। বৈঠকে খড়গপুর থেকে সাঁকরাইল, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম হয়ে ওড়িশার বারিপাদা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের দাবিপত্র তুলে ধরা হয়। বৈঠক শেষে সুবর্ণরৈখিক রেলপথ সংগ্রাম কমিটির সভাপতি সত্যব্রত রাউৎ জানান, 'আমরা যা ভেবে এসেছিলাম, তার থেকেও বেশি কাজ রাজেশদা করে রেখেছেন। আমাদের পাঠানো বিভিন্ন নথিপত্র ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলে জমা পড়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। সুবর্ণরৈখিক রেলপথের দাবিতে তিনি যে সহযোগিতা করেছেন, তা আমাদের কল্পনারও বাইরে। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকল মানুষের পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।' সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্বাধীনতার পর থেকেই এই অঞ্চলের মানুষ রেল যোগাযোগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পাশাপাশি প্রায় ২০ হাজার মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে খড়গপুর রেল ডিভিশনের ডিআরএমের কাছেও জমা দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের দাবি, খড়গপুর, সাঁকরাইল, গোপীবল্লভপুর,নয়াগ্রাম, বারিপাদা রেলপথ নির্মিত হলে ঝাড়গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। বিশেষ করে কৃষক, ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী এবং কর্মজীবী মানুষের যাতায়াত অনেক সহজ হবে। কম সময় ও কম খরচে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি ওড়িশার সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। বৈঠকে মন্ত্রী রাজেশ মাহাতো সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের আশ্বাস দেন যে, তাঁদের দাবি এবং সমস্ত নথিপত্র যথাযথভাবে রেলমন্ত্রকের কাছে তুলে ধরা হবে। মন্ত্রীর এই আশ্বাসে আন্দোলনকারীদের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। দীর্ঘদিনের এই দাবি বাস্তবায়নের পথে এবার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটবে বলেই মনে করছেন এলাকার মানুষ।

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর সাব সেকশন (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল ৫ এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

**জিমকেলে প্ল্যান্টেশনস প্রা. লি.** (CIN: U51109WB1995PTC069624) রেজিস্টার্ড অফিস ৫৫/৩ডি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির বুধবার ৬ মে ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে**" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে** বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে পারেন :

**৫৫/৩ডি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত**

আবেদনকারীর পক্ষে
জিমকেলে প্ল্যান্টেশনস প্রা. লি.
স্বা/-
রাজেন্দ্র কুমার জালান
ডিরেক্টর
ডিন : ০০৫৯৬৮২০

তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর সাব সেকশন (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

**মেসার্স উমাশিব গারমেন্টস প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ৪এ, কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১ সম্পর্কিত

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ২৬ মে ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "তেলেঙ্গানা রাজ্যে" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং ৩এফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া-৩, প্রেমিসেস নং - ০৫০৮৫২ আকন্দকেশরী, নিউটাউন, ৫ম তল, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

উমাশিব গারমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
সুরেশ বাভিনেনি
ডিরেক্টর
ডিন : ০০১৮১৮৩২

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক সমীপে
কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর সাব সেকশন (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

**আর্টেক্স প্রপার্টি কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড** (CIN: U32119WB2010PTC152657) রেজিস্টার্ড অফিস রুম নং ৮০৫, ৯ম তল, ৩২ এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির শুক্রবার ১৩ মার্চ ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**তামিলনাড়ু রাজ্যে**" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে** বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **১৪ দিনের** মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে পারেন :

**রুম নং ৮০৫, ৯ম তল, ৩২ এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত**

আবেদনকারীর পক্ষে
আর্টেক্স প্রপার্টি কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
সমবাথ নাগামূর্তি
ডিরেক্টর
ডিন : ০৮১৯৬৮০৯

তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

**শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.**
CIN : L74140WB1996PLC081521
**রেজিস্টার্ড অফিস :** ২৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৩
**ফোন :** ৯১ ৩৩ ২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, **ফ্যাক্স :** ৯১ ৩৩ ২২১১ ৬৮৮০
**ইমেল আইডি :** secretarial@shalimarwires.com
**ওয়েবসাইট :** www.shalimarwires.com

**৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যগণের ৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার, ৩০ জুন ২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের(আইন) প্রযোজ্য সকল সংস্থান এবং বিধি সংস্থান অধীনে এবং তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার ইস্যুকৃত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সময়ে সময়ে সর্বশেষ ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত (এমসিএ) এবং সেবি কর্তৃক ইস্যুকৃত উল্লেখ্য সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডিপিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৪/১৩৩ তারিখ ৩ অক্টোবর ২০২৪ ("সেবি সার্কুলার") অনুযায়ী।

৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম নোটিশ সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস তে নথিভুক্ত- ইমেল মারফত প্রেরণ করা হবে এবং একই সঙ্গে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shalimarwires.com, এবং স্টকএক্সচেঞ্জগুলির উল্লেখ্য বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত উপলব্ধ হবে। এজিএম নোটিশ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com থেকেও পাওয়া যাবে।

কোম্পানির সদস্যগণ কাট অফ ডেট ২৩ জুন ২০২৬ অনুযায়ী শেয়ারদখলকারী হিসেবে কোম্পানি কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) প্রদান করা হবে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত সকল প্রস্তাবগুলির জন্য ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা (ই-ভোটিং) প্রদান করবে। এজিএম নোটিশে ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং এর বিস্তারিত প্রক্রিয়া বিষয়ে পাওয়া যাবে, যা অনতিবিলম্বে আপনাদের প্রেরণ করা হবে। এজিএম নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করার জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের (এনএসডিএল) ওয়েবসাইট সংযুক্ত হওয়ার জন্য।

যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার অধিকার করেন বা কোম্পানি/ডিপোজিটরিজ এর নিকট তাদের ই-মেল আইডি নথিভুক্ত করেননি বা কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অধিকার করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কোম্পানি কর্তৃক এজিএম নোটিশ প্রেরণ করেছে এবং কাট অফ ডেট অনুযায়ী শেয়ার অধিকার করেন অর্থাৎ মঙ্গলবার ২৩ জুন ২০২৬, তারা ইউজার আইডি এবং পাশওয়ার্ড পেতে পারেন contact@mdpldccorporate.com অনুরোধ পাঠিয়ে। যাহোক কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই মাহেশ্বরী ডেটোমেটিকস প্রা লি এর সহিত এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর জন্য নথিভুক্ত করেছেন, তারা বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাশওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট দান করতে পারেন।

যে সকল সদস্য তাদের ইমেল আইডি নথিভুক্ত করেননি এবং ডিমাট আকারে ইক্যুইটি শেয়ার অধিকার করেন তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের (ডিপি) এর সহিত তাদের ই-মেল আইডি নথিভুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং ফিজিক্যাল আকারে যে সকল সদস্য ইক্যুইটি শেয়ার অধিকার করেন তারা কোম্পানির আরটিএ এর নিকট contact@mdpldccorporate.com অনুরোধ পাঠিয়ে আইডি নথিভুক্ত করতে পারেন। সদস্যগণকে তাদের নাম, ফোলিও নং, সার্টিফিকেট নং, প্যান, মোবাইল নং এবং ই-মেল আইডি ইত্যাদি বিস্তারিত মতে দাখিলের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সদস্যগণকে এজিএম নোটিশে উল্লিখিত দ্রষ্টব্য, এজিএম তে অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশাবলি, এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ই-ভোটিং/ভোটিং প্রক্রিয়া বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য বিশেষ যত্নশীল হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে সহায়তার জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার/সেক্রেটারিয়াল বিভাগ লিখুন।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লি এর পক্ষে
স্বা/-
এস কে কেজরিওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
এসিএস ১০০৩১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৫ জুন ২০২৬

SOMANY

**সোমানি সিরামিকস লিমিটেড**
CIN : L40200WB1968PLC224116
**রেজিস্টার্ড অফিস :** ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
**ফোন :** ০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩
**ইমেল :** sclinvestors@somanyceramics.com/ corporateaffairs@somanyceramics.com
**ওয়েবসাইট :** www.somanyceramics.com

**নোটিশ**

**(কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য)**

**বিষয় : কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড ("আইইপিএফ") কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর।**

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২৪ (৬) এবং সংশোধিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড কর্তৃপক্ষ (হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা, স্থানান্তর এবং ফেরত) বিধিমালা, ২০১৬ (বিধিমালা)-এর বিধি ৬ অনুসারে, কোম্পানিকে সেই সমস্ত শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নামে হস্তান্তর করতে হবে, যেগুলির ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত লভ্যাংশ দাবি করা হয়নি বা টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপ্রদেয় রয়েছে, এই হস্তান্তর এনএসডিএল/সিডিএসএল -এর সাথে রক্ষিত কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে।

উপরোক্ত নিয়মাবলীর আবশ্যকতা অনুসারে, কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদেরকে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ বা তার পূর্বে কোম্পানি থেকে উক্ত লভ্যাংশ দাবি করার জন্য ৪ জুন, ২০২৬ তারিখে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পৃথকভাবে যোগাযোগ করেছে। কোম্পানি তার ওয়েবসাইট www.somanyceramics.com-এ ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষে দাবিহীন লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ-এ স্থানান্তরের জন্য প্রাপ্য শেয়ারের বিবরণ আপলোড করেছে।

যেসব শেয়ারহোল্ডার ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষ এবং তার পরবর্তী বছরগুলোর জন্য তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ বা তার আগে নিম্নোক্ত নথিগুলোসহ কোম্পানি থেকে তাদের লভ্যাংশ দাবি করেন। অন্যথায়, শেয়ারহোল্ডারদের নামে নিবন্ধিত সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলো আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

**ডিম্যাট ফর্মে থাকা শেয়ারের জন্য :**

- ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সিএমএল)-এর একটি অনুলিপি, যেখানে শেয়ারহোল্ডারের নাম, ঠিকানা, ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নিবন্ধিত ডিম্যাট এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ উল্লেখ থাকবে অথবা প্রথম ধারকের নাম সম্বলিত মূল বাতিলকৃত চেকের পাতা।

**ফিজিক্যাল ফর্মে থাকা শেয়ারের জন্য :**

- যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর - ১, আইএসআর - ২ বা এসএইচ - ১৩।
- প্রথম ধারকের নাম সম্বলিত মূল বাতিলকৃত চেকের পাতা অথবা ব্যাঙ্ক পাসবুক/অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের প্রথম পৃষ্ঠার ব্যাঙ্ক সত্যায়িত অনুলিপি এবং একটি বাতিলকৃত চেক।

শেয়ারহোল্ডারগণ অবগত হন যে, সময়ে সময়ে সংশোধিত পূর্বোক্ত বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে, ই-ফর্ম আইইপিএফ-৫-এ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার মাধ্যমে, দাবিহীন লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহ, যদি থাকে, উক্ত শেয়ারের উপর প্রযোজ্য সকল সুবিধাসহ, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে।

শেয়ারহোল্ডারগণ আরও অবগত হবেন যে, কোম্পানি কর্তৃক তার ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিবরণসমূহ, উপরোক্ত নিয়মাবলী অনুসারে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার হস্তান্তর এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে শেয়ারহোল্ডারদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদেরকে নির্দেশনা জারির বিষয়ে পর্যাপ্ত বিজ্ঞপ্তি হিসাবে বিবেচিত হবে।

যেকোনো জিজ্ঞাসা/স্পষ্টীকরণের জন্য, আপনারা কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে অথবা মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ঠিকানা ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা -৭০০ ০০১, ফোন +৯১ ৩৩২২৪৮ ২২৪৮ / ২২৪৩ ৫০২৯, ই-মেইল contact@mdplcorporate.com।

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
(অনুজ কালিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ : ৪ জুন ২০২৬
স্থান : নয়ডা

SKIPPER

**স্কিপার লিমিটেড**
CIN : L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
কর্পোরেট অফিস : তিরুমালা, ২২ ইস্ট তপসিয়া রোড, ১২তম তল, কলকাতা - ৭০০ ০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ০৩৩-২২৮৯৫৭৩১, ফ্যাক্স ০৩৩-২২৮৯৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com, ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

**অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **স্কিপার লিমিটেড** ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা ("ইজিএম") **শুক্রবার, ২৬ জুন, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে** অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ইজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") কর্তৃক প্রদত্ত ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম") সুবিধার মাধ্যমে সভাটি অনুষ্ঠিত হবে।

ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যা বিবৃতি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com-এ এবং বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ও ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইট যথা www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ইজিএম-এ উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যার বিস্তারিত তথ্য কোম্পানি কর্তৃক ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। আইনের ১০৩ ধারা অনুযায়ী কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ উপস্থিত সদস্যদের গণনা করা হবে।

বৃহস্পতিবার, ৪ জুন, ২০২৬ তারিখে সেইসব সদস্যদের কাছে ইজিএম-এর নোটিশ ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হয়েছে, যাঁদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ("রেজিস্ট্রার")/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট ("ডিপি")-এর কাছে নিবন্ধিত ছিল। সেবি-র সার্কুলার অনুযায়ী, কোনো সদস্যকে ইজিএম-এর নোটিশের কোনো মুদ্রিত কপি পাঠানো হবে না। তবে, যে সকল সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে নিবন্ধিত নয়, তাঁদের সকলকে ইজিএম-এর নোটিশটি পাওয়ার বিস্তারিত তথ্যসহ একটি চিঠি পাঠানো হবে।

**ই-ভোটিং**

আইনের ১০৮ ধারার বিধানাবলী, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর ২০ নং বিধি, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারিকৃত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অন জেনারেল মিটিং (এসএস-২) এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর ৪৪ নং প্রবিধান মেনে, সদস্যদের ইজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাব(সমূহ)-এর উপর একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানি ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং রিমোট ই-ভোটিং ও ইজিএম-এ ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। সদস্যদের ভোটাধিকার, শুক্রবার, ১৯ জুন, ২০২৬ ("কাট-অফ ডেট") অনুযায়ী কোম্পানির আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ও ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ইজিএম-এ ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি ইজিএম-এর নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং মঙ্গলবার, ২৩ জুন, ২০২৬ সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন, ২০২৬ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। সদস্যরা এই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর এনএসডিএল দূরবর্তী ই-ভোটিং নিষ্ক্রিয় করে দেবে। যেসব সদস্য ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ইজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রস্তাবের উপর তাদের ভোট দেননি বা অন্য কোনো কারণে তা করতে বাধাগ্রস্ত নন, তারা ইজিএম-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। কোনো সদস্য একবার কোনো প্রস্তাবের উপর ভোট দিলে, পরবর্তীতে তিনি তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

যেসব সদস্য ইজিএম-এর পূর্বে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমেও ইজিএম-এ যোগদান বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু তাঁরা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

কোম্পানির যে সকল সদস্যের কাছে ফিজিক্যাল/ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার রয়েছে এবং যারা রেজিস্ট্রার/ডিপি-দের কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা রেজিস্টার/আপডেট করেননি, তাদের ইজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রস্তাবটির জন্য রিমোট ই-ভোটিং-এর উদ্দেশ্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ এবং ই-মেইল আইডি রেজিস্টার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা সমস্যার ক্ষেত্রে, সদস্যরা http//www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগের জন্য এনএসডিএল-এর ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমতি পল্লবী মাত্রের সাথে evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে বা ০২২-৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করতে পারেন।

ঘোষিত ফলাফল, স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনসহ, অবিলম্বে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ প্রকাশ করা হবে। কোম্পানি একই সাথে বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর কাছে ফলাফল প্রেরণ করবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
স্কিপার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪ জুন, ২০২৬

## চাকরির টোপে কোটি টাকা প্রতারণা!

# উখড়ায় তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে ধরনা প্রতারিতদের



**নিজস্ব প্রতিবেদন, উখড়া:** খনি অঞ্চলে তৃণমূলের এক নেতার বিরুদ্ধে কয়লা খনিতে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযুক্তের নাম অমর ভট্টাচার্য। তিনি অন্ডাল থানার উখড়া পোস্ট অফিস পাড়ার বাসিন্দা এবং খান্দরা এলাকায় তৃণমূল নেতা হিসেবেই পরিচিত। অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ইসিএলে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তুলেছিলেন তিনি। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও কারও চাকরি হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার সকালে টাকা ফেরতের দাবিতে অভিযুক্তের উখড়ার বাড়ির সামনে ধরনায় বসেন প্রতারিতদের কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নমিতা চ্যাটার্জি, ঝরনা রায়, অমল কুমার রায়-সহ আরও অনেকে। অভিযোগ, কেউ নিজের ছেলে, কেউ বা ভাইয়ের চাকরির আশায় লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলেন অমর ভট্টাচার্যের হাতে। প্রতারিতদের অভিযোগ, চাকরি না হওয়ায় টাকা ফেরত চাইতে গেলে অভিযুক্ত ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা দুর্ব্যবহার করেন। ঝরনা রায় জানান, তাঁর ছেলের চাকরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১২ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা চেকের মাধ্যমে জমা পড়ে অমর ভট্টাচার্যের ভাইপো জিৎ ভট্টাচার্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার জিৎ ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করে অন্ডাল থানার উখরা ফাঁড়ির পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাকে দুর্গাপুর আদালতে পেশ করা হয়। এদিকে, স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই অভিযুক্ত অমর ভট্টাচার্য বাড়ি ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর গ্রেপ্তারের দাবিতে এখন শুধু প্রতারিতরাই নন, সরব হয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ এবং প্রতিবেশীরাও। সরকারি সংস্থায় চাকরির নামে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ সামনে আসতেই নতুন করে প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে চাকরি দেওয়ার নামে চলা এই চক্র নিয়ে।

## এসআইআর ইস্যু

# বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করার ডাক




**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** এসআইআরে বাদ পড়া সমস্ত বৈধ ভোটারদের নাম অবিলম্বে তালিকাভুক্ত করতে হবে, এই দাবিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশন সারা বাংলা ভোট অধিকার সমন্বয় সমিতির। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থানার ইছামতি ব্রিজ সংলগ্ন জায়গায় প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, ডেপুটেশন। দাবি, টার্মিনালে নথিভুক্ত ভোটারদের নাম যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিষ্পত্তি করতে হবে। ট্রাইব্যুনালে নাম থাকা নাগরিকদের নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, তা না হলে বাদ যাওয়া নাগরিকদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। এই দাবিতে বৃহস্পতিবার বসিরহাট ইটিন্ডা রোডে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন সারা বাংলা ভোট অধিকার সমন্বয়ে সমিতির। নেতৃত্ব ছিলেন অজয় বাইন, তিনি বলেন, 'যেসব বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেছে তারা এবার ২০২৬ এ নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি, পাশাপাশি এসআইআর আতঙ্কে বহু মানুষ মারা গেছে, এর মধ্যে প্রচুর বিএলও মারা গেছে, আমরা চাই দ্রুত বৈধ ভোটারেরা তাদের ভোটাধিকার ফিরে পাক। ট্রাইবুনালের কাজ অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে, এর গতি বাড়িয়ে নাগরিকদের অবিলম্বে ভোটারের তালিকা ভুক্ত করতে হবে। না হলে আমাদের এই আন্দোলন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে।'

# পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকরণ কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে। সার্ভিক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচি। মূলত ১৪ বছরের বয়সের উর্ধ্বে কিশোরীদের এই টীকাকরণ শুরু হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই টিকাকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মূলত সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধ করার জন্যই কেন্দ্র সরকার এই ভ্যাকসিন দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও এই ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেইমতো বৃহস্পতিবার পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কয়েকশো জন ১৪ বছর উর্ধের কিশোরীরা ভিড় জমায়। ভ্যাকসিন নিতে আসা কিশোরীরা জানিয়েছেন, ভ্যাকসিন নেওয়ার পর তাদের কোনরকম অসুবিধা হয়নি। যেহেতু সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে এই ভ্যাকসিন দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাই সকলেই এই ভ্যাকসিন নিতে হাসপাতালে আসেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের এই উদ্যোগের সাধুবাদ জানিয়েছেন তারা।

# বধূর শ্লীলতাহানির চেষ্টা, গ্রেপ্তার যুবক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** নদিয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া এলাকায় এক গৃহবধূর শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, স্বামী বাড়িতে না থাকার সুযোগে প্রতিবেশী এক যুবক গভীর রাতে ওই গৃহবধূর বাড়িতে ঢুকে জোরপূর্বক শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। ঘটনার সময় গৃহবধূ চিৎকার শুরু করলে অভিযুক্ত যুবক সেখান থেকে পালিয়ে যায়।পরবর্তীতে স্থানীয় প্রতিবেশীরা একত্রিত হয়ে ওই গৃহবধূকে নিয়ে শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয় পুলিশ। গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত যুবককে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। দলের দাবি, তারা কখনও এ ধরনের অপরাধকে প্রশ্রয় দেয় না। পাশাপাশি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

---

AXIS BANK

**অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**
১ শেক্সপীয়র সরণি, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

**দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**
**(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)**

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
**ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

| ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা | ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ |
|---|---|
| **শ্রীমতি ললিতা শ্রী মুর্তি,** ১১৪৪ মাদুরদহ কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট , ফ্ল্যাট নং ১, হোসেনপুর, কলকাতা - ৭০০১০৭। **আরও ঠিকানা :** প্রেমিসেস নং ১৫২৫ মাদুরদহ, কলকাতা -৭০০১০৭; **আরও ঠিকানা :** ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল স্টাডিজ, ৩৫৬/১, বড়খোলা, কলকাতা- ৭০০০৯৯। | ক) **২,৩১,৩১,৪৮৬ টাকা** (দুই কোটি একত্রিশ লাখ একত্রিশ হাজার চারশ ছিয়াশি টাকা) টাকা লোন এ/সি নং ***********৪৮৩৯, **২২.০৮.২০২৫** অনুযায়ী বকেয়া<br>খ) ২২.০৮.২০২৫<br>গ) ০৩.০৬.২০২৬ |

**জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ**

**জমির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত বাস্তু জমি আনুমানিক এরিয়া ৩ কাঠা ৪ ছটাক ২৭ বর্গফুট জমি তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস দাগ নং ৪১১, আরএস দাগ নং ৪১৭ (নতুন), জেএল নং ১২, মৌজা : মাদুরদহ, সিএস খতিয়ান নং ১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩/১, টালিগঞ্জ থানা অধিক্ষেত্রে বর্তমানে তিলজলা থানা, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন এবং সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর, বর্তমানে অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার শিয়ালদহ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১৫২৫, মাদুরদহ, কলকাতা - ৭০০১০৭, চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক/ দক্ষিণে : স্কিম প্লট নং পি-২/১/৩০/ পূর্বে : স্কিম প্লট নং পি-২/১/২৭// পশ্চিমে : স্কিম প্লট নং পি-২/১/২৫।
**ভবনের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত বাস্তু জমি আনুমানিক এরিয়া ৩ কাঠা ৪ ছটাক ২৭ বর্গফুট কমবেশি একতলা এবং ৩ তলা ভবন বসবাসের জন্য ব্যবহৃত ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ৪৯০০ বর্গফুট, লিফট সহ নির্মিত, অবস্থিত তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস দাগ নং ৪১১, আরএস দাগ নং ৪১৭ (নতুন), জেএল নং ১২, মৌজা : মাদুরদহ, সিএস খতিয়ান নং ১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩/১ টালিগঞ্জ থানা অধিক্ষেত্রে বর্তমানে তিলজলা থানা, বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর, বর্তমানে অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার শিয়ালদহ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১৫২৫, মাদুরদহ, কলকাতা -৭০০১০৭।
**সম্পত্তি ললিতা শ্রী মুর্তি এর নামে।**

তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

---

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
রামপুরহাট শাখা
স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতার প্রতি নিলাম বিজ্ঞপ্তি

রেফা নং RPH/RK/26-26/
তারিখ ২৭.০২.২০২৬
রেজিস্টার্ড অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ

প্রতি,
**জ্যোতিশ প্রসাদ (ঋণগ্রহীতা),**
পিতা শ্রী জীতেন্দ্র প্রসাদ,
ওয়ার্ড নং ১৪, রেলপার, কবি চণ্ডীদাস রোড,
রামপুরহাট, বীরভূম -৭৩১২২৪
মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,

**বিষয় : আপনার স্বর্ণঋণ অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী স্বর্ণ/অলংকার/রত্ন/মুদ্রা এর নিলাম**

আমাদের উল্লেখ্য পত্র নং আরপিএইচ/এডিভি/২৫-২৬/জিএল তারিখ ১৪/০১/২০২৬ দ্বারা নোটিশ প্রেরণের মাধ্যমে বকেয়া ২৫৫৩৮ টাকা (পঁচিশ হাজার পাঁচশো আটত্রিশ টাকা) আপনার স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী পত্র পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে এখনও পর্যন্ত পরিশোধিত অর্থ পাইনি। আমরা এতদ্বারা আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, আপনার দ্বারা সম্পাদিত ঋণ দলিলের শর্তাবলী অনুসারে, এই নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আপনাকে ২৫৫৩৮ টাকা এবং ১৩/০১/২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর বার্ষিক ৮.৮৫ শতাংশ হারে সুদ পরিশোধ করে আপনার সমস্ত দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করুন। অন্যথায়, আমাদের পাওনা আদায়ের জন্য আমরা ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার/মুদ্রা নিলাম করতে বাধ্য হব।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, যদি আপনি ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং ব্যাংক বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রা নিলাম করে এবং সেই স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রা বিক্রির অর্থ দিয়ে বকেয়া সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা না যায়, তাহলে আপনার কাছ থেকে অবশিষ্ট অর্থ আদায়ের জন্য আমরা আদালতে আপনার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বা/-
সিনিয়র শাখা ম্যানেজার, রামপুরহাট শাখা

---

**ঋণগ্রহীতার প্রতি ব্যক্তিগত চুক্তিতে বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি**
**স্পিড পোস্ট/ রেজিস্টার্ড এ.ডি./ইমেইলের মাধ্যমে**
**কোনো পূর্বাধিকার সাপেক্ষে**

প্রতি

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | **ছাপ্পান ভোগ (ঋণগ্রহীতা)** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, একতলা, শপ নং এসআর৬এ, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭। **ইমেল :** chhappanbhog@hotmail.com **মোবাইল নং :** ৮০১৭৩৯০০০০ | ২. | **রাঘব সরাফ (সহ ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা ১),** ৪র্থ তল, ১২৮ শরৎ বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৯। **ইমেল :** chhappanbhog@hotmail.com **মোবাইল নং :** ৮০১৭৩৯০০০০ |
| ৩. | **রশ্মি সরাফ (সহ ঋণগ্রহীতা ২/বন্ধকদাতা ২)** ৪র্থ তল, ১২৮ শরৎ বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৯। **ইমেল :** chhappanbhog@hotmail.com **মোবাইল নং :** ৮০১৭৩৯০০০০ | | |

যেহেতু অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (যা অতঃপর সারফেইসি অ্যাক্ট হিসাবে উল্লিখিত) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর অধীনে, উক্ত আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর নিম্নোক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন এবং ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের তাদের বকেয়া পরিশোধ করার জন্য একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যা তারা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।
সুরক্ষিত ঋণদাতা প্রস্তাবিত ক্রেতার কাছ থেকে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদটি ক্রয় করার একটি প্রস্তাব পেয়েছেন এবং পূর্বোক্ত নির্ধারিত বিধিসমূহের বিধি ৮ উপ-বিধি ৮-এর বিধান অনুসারে, অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড তার অনুমোদিত কর্মকর্তার মাধ্যমে, নিম্নোক্ত সংরক্ষিত মূল্য/বিক্রয় মূল্যে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে উক্ত বিক্রয়ের শর্তাবলী উল্লেখ করে একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছে।
এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার/বন্ধকদাতাকে জানানো যাচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে তাঁরা সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, জামানতকৃত সম্পত্তিটি ২৪.০৬.২০২৬ তারিখে ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ (যদি থাকে) সমন্বয় করার পর অবশিষ্ট অর্থ সুদ ও ক্রয়মূল্যসহ ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার/বন্ধকদাতার কাছ থেকে আদায় করা হবে।

| অ্যাকাউন্ট নাম্বার | ক) ঋণগ্রহীতা খ) জামিনদাতার নাম | অবস্থান/প্রক্রিয়াধীন এবং বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত | সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর) | **১২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ অনুযায়ী আদায় অধীন বকেয়া পরিমাণ (আইএনআর) |
|---|---|---|---|---|
| 0456MMA00010914 | ছাপ্পান ভোগ (ঋণগ্রহীতা) রাঘব সরাফ (সহ-ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা ১) রশমি সরাফ (সহ-ঋণগ্রহীতা ২/বন্ধকদাতা ২) | ১. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট ৬এ, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, দক্ষিণ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫৬ বর্গফুট।<br>**চৌহদ্দি :**<br>**উত্তরে :** শেক্সপিয়ার সরণি।<br>**দক্ষিণে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।<br>**পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া চলার পথ।<br>**পশ্চিমে :** ২৮বি-শেক্সপিয়ার সরণি।<br>২. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর৭, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, দক্ষিণ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৮ বর্গফুট।<br>**চৌহদ্দি :**<br>**উত্তরে :** শেক্সপিয়ার সরণি।<br>**দক্ষিণে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।<br>**পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া চলার পথ।<br>**পশ্চিমে :** ২৮বি-শেক্সপিয়ার সরণি।<br>৩. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর৯, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, দক্ষিণ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ৩০৯ বর্গফুট।<br>**চৌহদ্দি :**<br>**উত্তরে :** শেক্সপিয়ার সরণি।<br>**দক্ষিণে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।<br>**পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া চলার পথ।<br>**পশ্চিমে :** ২৮বি-শেক্সপিয়ার সরণি। | ১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ টাকা) আইএনআর | ২,২১,৯৬,০২০/- (দুই কোটি একুশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার কুড়ি টাকা) ০৫.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী |

** প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদসহ, পরিশোধ এবং/অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত সংঘটিত আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, মাশুল ইত্যাদি।

তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

দ্রষ্টব্য - ১লা জুন ২০২৬ তারিখে মুদ্রিত নিলাম বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.

---

AXIS BANK

**অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড**
১, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় ফ্লোর, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

**দাবি নোটিশ**

এতদ্বারা একটি নোটিশ জারি করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধার আসল টাকা পরিশোধ এবং সুদ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং উক্ত সুবিধাগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেটে (এনপিএ) পরিণত হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ (২) এর অধীনে তাদের শেষ জানা ঠিকানায় নোটিশ জারি করা হয়েছিল, তবে তা অপ্রেরিত হয়েছে এবং যার পরিমাপ কারণে এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে তাদের যার পরিমাপ বিষয়ে জানানো হচ্ছে।

| ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম ও ঠিকানা | যে সম্পত্তির বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, তার ঠিকানা | ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ-এর তারিখ (যে তারিখ থেকে কার্যকর) | বকেয়া স্থিতি (দাবিকৃত) টাকায় | মঞ্জুরীকৃত লোন |
|---|---|---|---|---|
| ১. **মেসার্স বালাজি নার্সিং হোম,** প্রিমিসেস নং ৫২৭ ওয়ার্ড নং ১৮, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, তমলুক, পিন-৭২১৬৩৬।<br>২. **শ্রী কানাই লাল দাস,** (প্রোপ্রাইটর, জামিনদার), পিতা- কালীপদ দাস, গ্রাম- চকমিনা, পোঃ তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৩৬।<br>৩. **শ্রীমতী দীপ্তি দাস (জামিনদার),** পিতা- হরিপদ পাল এবং স্বামী- কানাইলাল দাস, গ্রাম- চকমিনা, পোঃ তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৬৩৬ | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩.৫ শতক তদস্থিত নির্মাণ/ভবন , দাগ নং ১৪, খতিয়ান নং ১৩৮ , এলআর খতিয়ান নং ১৮২ এবং ৩২৬ (দলিল অনুযায়ী) বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৩৬/১ এবং ১০১/২, জেএল নং ২৮৪ , মৌজা : চাক্কামিনা, থানা : তমলুক , জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, তমলুক পুরসভা অধীন।<br>**সম্পত্তি শ্রী কানাই লাল দাস এবং শ্রীমতি দীপ্তি দাস এর নামে।** | ক) ২৩.০৪.২০২৬<br>খ) ৩১.০৩.২০২৬ | **১,২৩,০৬,১৫০.৫০ টাকা** যা ২৩.০৩.২০২৬ তারিখে লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৫৭২৪ এর অধীনে বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫.০৩.২০২৬ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) এবং **১৭,৫৭,৬৮৫/- টাকা** যা ৩১.০৩.২০২৬ তারিখে লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৩০৪৮ এর অধীনে বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ৩১.০৩.২০২৬ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। | ১৩,০০,০০০/- টাকা<br>৩৭,০০,০০০/- টাকা |
| ১. **হার্টজ ইলেকট্রিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড,** ৩৯/১, বোসপুকুর রোড, ২য় ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০৪২।<br>**এছাড়াও-** ২/১ আর. এন. অ্যাভিনিউ, পানশীলা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১২।<br>২. **শ্রী সুশান্ত কুমার রায় (ডিরেক্টর),** পিতা- সুবিমল রায়, পি-৫, কৃষ্ণা গার্ডেন কো-অপারেটিভ হাউজিং, রাজডাঙ্গা স্কুল রোড, কলকাতা-৭০০০১০৭।<br>৩. **শ্রী শৈবাল বসু / শৈবাল বোস,** পিতা- সতীন্দ্র লাল বোস, ৪৩০/৩, বোসপুকুর রোড, কসবা, কলকাতা ৭০০০৪২।<br>৪. **শ্রীমতী শিখা বোস,** ৪৩০/৩, বোসপুকুর রোড, কসবা, কলকাতা ৭০০০৪২।<br>৫. **শ্রী সুবিমল রায়,** ৪৩০/৩, বোসপুকুর রোড, কসবা, কলকাতা ৭০০০৪২। | **সমপরিমাণ জামিন :**<br>**সম্পত্তি নং ১**<br>**(প্রেমিসেস)**<br>সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ৩ কাঠা ১৫ ছটাক ৫ বর্গফুট কমবেশি প্রেমিসেস নং ২০৮৪, রাজডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা-৭০০১০৭, তদস্থিত শেড কমবেশি স্কিম প্লট নং ৬, মৌজা : কসবা, জেএল নং ১৩, তৌজি নং ১৪৫, আরএস দাগ নং ২৭৫২, খতিয়ান নং ২২৩৩, থানা : যাদবপুর (বর্তমানে কসবা)ওয়ার্ড নং ১০৭, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, সংশ্লিষ্ট অধিকার সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অমলা দত্ত এর (পূর্ব মালিক) জমি। **দক্ষিণে :** গীতা পালের (পূর্ব মালিক) জমি। **পূর্বে :** ২৫ ফুট চওড়া রাজডাঙ্গা মেন রোড। **পশ্চিমে :** দাগ নং ২৭৫১ এবং ২৭৫০।<br>**বন্ধকদত্ত ইউনিট**<br>সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১বি, (মোজাইক মেঝে) পরিমাপ সুপার বিল্ট আর এরিয়া ৯৫০ বর্গফুট কমবেশি দোতলায় ভবনের পরিচিত "হারি কুটীর" প্রেমিসেস কমবেশি সম্পূর্ণ বিবরণ তপশিলে লিখিত এবং চিহ্নিত মানচিত্রে বা প্ল্যানে সংযুক্ত দলিলের সঙ্গে এবং যথাযথ ভাগ অংশ অবিভক্ত সম্পত্তির পরিষেবা এবং সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ এবং এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায়।<br>**সম্পত্তি শ্রী শৈবাল বসু এবং শ্রীমতি শিখা বসু এর নামে।**<br>**সম্পত্তি নং ২**<br>**(জমি সম্পত্তি)**<br>সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বস্তু নিট জমি পরিমাপ ৩ কাঠা ১৩ ছটাক ৭ বর্গফুট কমবেশি জি-৩ তলা ভবন নির্মিত স্কিম প্লট ৪৮, ব্লক জি অবস্থিত মৌজা- মাদুরদহ ২, প্রেমিসেস নং ৪৫৬, মাদুরদহ, কলকাতা-৭০০১০৭, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৮, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ, চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি স্কিম প্লট নং ৪২, ব্লক জি। দক্ষিণে : জমি স্কিম প্লট নং ৫৩, ব্লক জি। পূর্বে : জমি স্কিম প্লট নং ৪১৮৫৪, ব্লক জি। পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া রোড।<br>**(বন্ধকদত্ত ইউনিট)**<br>সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২এ, তিনতলায় , (উত্তর দিকে) পরিমাপ ১০৯৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (দক্ষিণ দিকে), ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি, ১ বারান্দা এবং এক কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১১০ বর্গফুট একতলায় উক্ত ভবনে, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪৫৬ মাদুরদহ, কলকাতা- ৭০০১০৭, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৮, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উক্ত তপশিল অধীনে সম্পত্তি সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ স্বত্ব দলিলের তপশিলে সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত মতে। উক্ত পরিষেবা এরিয়া ক্রেতাগণের নিজ নিজ অধিকারে অন্যান্য ফ্ল্যাটের মালিকগণের সঙ্গে উক্ত প্রেমিসেস স্থিত ভবনে। সংশ্লিষ্ট সুবিধা ব্যবহারের অধিকার উক্ত জমি মালিকগণ এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট মালিকগণের সঙ্গে।<br>**সম্পত্তি শ্রী সুশান্ত কুমার রায় এর নামে।** | ক) ২৯.০১.২০২৬<br>খ) ০৬.১১.২০২৫ | **৪৮,৮০,১৫১.৪৩ টাকা** যা বিজ্ঞপ্তির তারিখে লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৬২৮৭ এর অধীনে বকেয়া। | ৫০,০০,০০০/- টাকা |
| ১. **মেসার্স রহমান মোটরস,** গ্রাম- সালার, পাড়া- পূর্ব কাজী পাড়া, থানা- সালার, পোঃ- সালার, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৪০১।<br>২. **জনাব মহঃ আসিফুর রহমান (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- মহঃ মতিউর রহমান, সালার, অফিস পাড়া, কলেজ মোড়, ভিটিসি সালার, পোঃ- সালার, ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৪০১।<br>৩ **জনাব মহঃ ফজলুর রহমান (জামিনদার),** পিতা- মহঃ মতিউর রহমান, সালার, অফিস পাড়া, কলেজ মোড়, ভিটিসি সালার, পোঃ- সালার, ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৪০১। | **সমপরিমাণ জামিন :**<br>১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- সালার গ্রাম, জেএল নং ১০২, দাগ নং ৫২৯৯, খতিয়ান নং ১৫৫৮৫(নতুন খতিয়ান নং ১৭১২১), থানা এবং এডিএসআর অফিস : সালার, জেলা : মুর্শিদাবাদ, তদস্থিত ভবন নির্মিত। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** আসিফু রহমানের সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** মহ মতিউর রহমানের সম্পত্তি। **পূর্বে :** আনুয়ারা বেগমের সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** মহ হাদিস এবং মহ হাসনত এর সম্পত্তি।<br>**সম্পত্তি মহ ফজলুর রহমানের নামে।**<br>২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ২ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- সালার গ্রাম, জেএল নং ১০২, দাগ নং ৫২৯৯, খতিয়ান নং ১৫৫২৭ (নতুন খতিয়ান নং ১৭১২২), থানা এবং এডিএসআর অফিস : সালার, জেলা মুর্শিদাবাদ, তদস্থিত ভবন নির্মিত। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৮ ফুট চওড়া রোড। **দক্ষিণে :** ফজলুর রহমানের সম্পত্তি। **পূর্বে :** অনুয়ারা বেগমের সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** মহ হাদিস এবং মহ হাসনাতের সম্পত্তি।<br>**সম্পত্তি মহ আসিফুর রহমানেব নামে।** | ক) ০৯.০৩.২০২৬<br>খ) ১০.১২.২০২৫ | **৫৭,২৪,৩২৯.৮৬ টাকা** যা ৩০.১২.২০২৫ তারিখে লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৪৯২৭ এর অধীনে বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫.১২.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। | ৭২,০০,০০০/- টাকা |
| ১. **মেসার্স অর্চনা এন্টারপ্রাইজ,** ১৯/২, উমেশ মুখার্জী রোড, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৫৬।<br>২. **শ্রীমতী অর্চনা মিত্র (প্রোপ্রাইটর),** স্বামী- কৌশিক মিত্র, ১৯/২, উমেশ মুখার্জী রোড, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৫৬।<br>৩. **শ্রী কৌশিক মিত্র (জামিনদার),** পিতা- দীপক কুমার মিত্র, ১৯/২, উমেশ মুখার্জী রোড, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৫৬।<br>৪. **শ্রী দীপক কুমার মিত্র (জামিনদার),** পিতা- সন্তোষ কুমার মিত্র, ১৯/২, উমেশ মুখার্জী রোড, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৫৬। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা - বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৭, তৌজি নং ১২৭৭, আরএস খতিয়ান নং ৯৫৩,আরএস দাগ নং ৪৫০, কামারহাটি পুরসভা ওয়ার্ড নং ২১ অধীন, হাল হোল্ডিং নং ১৫৪৪, প্রেমিসেস নং ১৯/২, উমেশ মুখার্জি রোড, পো এবং থানা : বেলঘড়িয়া , কলকাতা- ৭০০০৫৬, থানা: বরানগর (নতুন থানা : বেলঘড়িয়া) তদস্থিত তিনতলা ভবন উক্ত জমির স্বত্ব দলিল ব্যাঙ্কের নিকট জামিন হিসেবে রেখিত। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** অন্যান্যর সম্পত্তি। **পূর্বে :** উমেশ মুখার্জি রোড। **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।<br>**সম্পত্তি কৌশিক মিত্র এবং অর্চ্চনা মিত্র এর নামে।** | ক) ১২.০৩.২০২৬<br>খ) ২৩.০১.২০২৬ | **৪৪,১৬,৩৩৩.৬৩ টাকা** যা ১২.০২.২০২৬ তারিখে লোন অ্যাকাউন্ট নং **********০১৩২ এর অধীনে বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ০৫.০১.২০২৬ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। | ৪৫,০০,০০০/- টাকা |
| ১. **মেসার্স সত্যজিৎ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা),** ৩৪/সি/২, যশোর রোড উত্তর, বারাসাত (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৪।<br>**এছাড়াও-** সেন্ট্রাল প্লাজা, ফ্ল্যাট-৪/এ, ৪র্থ ফ্লোর, ৭০, যশোর রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৪।<br>২. **শ্রী রমেশ চন্দ্র সাহা (প্রোপ্রাইটর)/ (সহ-আবেদনকারী/জামিনদার),** পিতা- জগদীশ সাহা, ৩৪/সি/২, যশোর রোড উত্তর, বারাসাত (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২৪।<br>**এছাড়াও-** সেন্ট্রাল প্লাজা, ফ্ল্যাট-৪/এ, ৪র্থ ফ্লোর, ৭০, যশোর রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৪।<br>৩. **শ্রীমতী স্বাগতা ব্যানার্জী সাহা (সহ-আবেদনকারী/জামিনদার),** স্বামী- সত্যজিৎ সাহা, ৩৪/সি/২, শিবানন্দ রোড, হেড পোস্ট অফিসের কাছে, গ্রাম- শেঠপুকুর, পোঃ- বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২৪।<br>**এছাড়াও-** সেন্ট্রাল প্লাজা, ফ্ল্যাট-৪/এ, ৪র্থ ফ্লোর, ৭০, যশোর রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৪।<br>৪. **শ্রী সত্যজিৎ সাহা (সহ-আবেদনকারী/ জামিনদার),** পিতা- রমেশ চন্দ্র সাহা, ৩৪/সি/৯, শিবানন্দ রোড, হেড পোস্ট অফিসের কাছে, গ্রাম- শেঠপুকুর, পোঃ- বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৪।<br>**এছাড়াও-** সেন্ট্রাল প্লাজা, ফ্ল্যাট-৪/এ, ৪র্থ ফ্লোর, ৭০, যশোর রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৪। | **সমপরিমাণ জামি :**<br>**(জমির বিবরণ)**<br>সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৯ কাঠা ৪ ছটাক ২ বর্গফুট কমবেশি তদস্থিত বহুতল ভবন নাম "সেন্ট্রাল প্লাজা", আরএস দাগ নং ১৮৭, ১৮৮ এবং ১৮৯, এলআর দাগ নং ৮০৯, ৮০৮, ৮১০, আরএস খতিয়ান নং ১২৫, ৫২৯ এবং ৫৩০, এলআর খতিয়ান নং ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪১ এবং ৫৫৮, অবস্থিত মৌজা - বারাসত, জেএল নং ৭৯, তৌজি নং ১৪৬, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, স্থানীয় বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ৯ নতুন ২৪ অধীন, হোল্ডিং নং ৭০, যশোর রোড (উত্তর), এডিএসআরও বারাসত অধিক্ষেত্রে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** ৬ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং সমাপ্তি ভট্টাচার্য। **পূর্বে :** শ্রী মন্ডলের জমি। **পশ্চিমে :** ৪৫ ফুট চওড়া যশোর রোড।<br>**(বাণিজ্যিক স্পেস/জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ)**<br>সংশ্লিষ্ট সকল অংশ টাইলস মেঝে বাণিজ্যিক স্পেস নং ১/এ, দোতলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৬১৪ বর্গফুট কমবেশি অ্যাপার্টমেন্ট নাম "সেন্ট্রাল প্লাজা", এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত প্রেমিসেসে ভবনে সকল সীমা পাঁচিল কমন ওয়ালের কমন লিফট, বাণিজ্যিক স্পেসের সিলিং নির্মাণ সমুদয় সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ওয়ারিং, ব্যবহারের জন্য তৈরি উপযুক্ত, সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ দলিলে উল্লিখিত তপশিলে বর্ণিত মতে। **চৌহদ্দি উত্তরে :** বাণিজ্যিক স্পেস নং ১/বি। **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা এবং বাণিজ্যিক স্পেস নং ১/ই। **পূর্বে :** খোলা জায়গা, বাণিজ্যিক স্পেস নং ১/ই এবং লবি। **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।<br>**সম্পত্তি সাগতা ব্যানার্জি সাহা এর নামে।** | ক) ১২.০৯.২০২৫<br>খ) ২৯.১১.২০২৩ | **৩০,৪৪,১৮২.৬৫ টাকা** (ত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার একশো বিরাশি টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র) যা আজকের তারিখে লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৬১৮৪ এর অধীনে বকেয়া। | ৩০,০০,০০০/- টাকা |
| ১. **শ্রী গুরু মেডিকেল হল,** ৪০/৯/১, হৃদয়পুর স্টেশন রোড, হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৭।<br>২. **শ্রী তপন বসু (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- প্রয়াত মুরারী পদ বসু, কৈলাশ নগর, পোঃ- হৃদয়পুর, থানা- বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৭। | **সমপরিমাণ জামিন :**<br>**সম্পত্তি নং ১**<br>সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান ঘর নং ১ পরিমাপ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট এবং দোকান ঘর নং ২ পরিমাপ আনুমানিক ৯৩ বর্গফুট মোট পরিমাপ আনুমানিক ১৯৩ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায় ভবনের অবস্তি সংশ্লিষ্ট সকল সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ৩ শতক জমি অবস্থিত মৌজা - হরিহরপুর, জেএল নং ৪০, এলআর দাগ নং ১৫৮১, খতিয়ান নং ২৭৫, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ৪০/৯/১, ওয়ার্ড নং ৫, বারাসত পুরসভা অধীন।<br>**সম্পত্তি শ্রী তপন বসু এর নামে।**<br>**সম্পত্তি নং ২**<br>সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা অবস্থিত মৌজা হরিহরপুর, জেএল নং ৪০, এলআর দাগ নং ১৩৫৯, খতিয়ান নং ১০৫/১, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ৮৫/এ/৩ হৃদয়পুর স্টেশন রোড, ওয়ার্ড নং ৫ বারাসত পুরসভা অধীন, তদস্থিত ভবন সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১২ ফুট রোড। **দক্ষিণে :** তপতী মল্লিক। **পূর্বে :** রোড। **পশ্চিমে :** কৃষ্ণপদ পাল।<br>**সম্পত্তি শ্রী তপন বসুর নামে।** | ক) ০৭.০৫.২০২৬<br>খ) ০৫.০৯.২০২৫ | **৩৪,২৫,৫০১.৩৫ টাকা** মাত্র যা বিজ্ঞপ্তির তারিখে লোন অ্যাকাউন্ট নং **********৩৫৪৯ এর অধীনে বকেয়া। | ৩৫,০০,০০০/- টাকা |
| ১. **মেসার্স বাবা লোকনাথ স্টোরস,** ময়নাগুড়ি, বাস টার্মিনাস, নতুন বাজার, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৫২২৪।<br>২. **শ্রী সংবীত রায় (প্রোপ্রাইটর),** পিতা- প্রয়াত নিরঞ্জন রায়, হাসপাতাল পাড়া, ওয়ার্ড নং ১, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৫১০১।<br>৩. **শ্রীমতী কল্যাণী রায়,** স্বামী- প্রয়াত নিরঞ্জন রায়, হাসপাতাল পাড়া, ওয়ার্ড নং ১, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩৫১০১। | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ০.০৩৩০ একর, মৌজা- খারিয়া, সিট নং ১৫, জেএল নং ৭, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, খতিয়ান নং ১৪৮ (এলআর) দাগ নং ১৫১ (এলআর), থানা : কোতোয়ালি, জেলা : জলপাইগুড়ি, তদস্থিত ভবন নির্মাণ।<br>**সম্পত্তি শ্রী সংবিত রায় এবং শ্রীমতি কল্যাণী রায় এর নামে।** | ক) ২৯.০৪.২০২৫<br>খ) ০৫.১১.২০২৪ | **১১,৩৮,৫৩০.৮৬ টাকা** (এগারো লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশো ত্রিশ টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা মাত্র) যা ২৯.০৪.২০২৫ তারিখে অ্যাকাউন্ট নং **********৬৫২৪ এর অধীনে বকেয়া (এই পরিমাণের মধ্যে ৩১.১০.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। | ২২,০০,০০০/- টাকা |

নোটিশের বিকল্প সার্ভিসের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতারা এবং/অথবা জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) এই নোটিশটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ভবিষ্যৎ সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ। অন্যথায়, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩ (১৩) অনুসারে, উপ-ধারা (২)-তে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া কোনও ঋণগ্রহীতা নোটিশে উল্লিখিত তার সুরক্ষিত সম্পদগুলির কোনওটিই বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না।
**সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের কাছে উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত সারফেইসি আইন, এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।**

তারিখ: ০৫.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

### জ্বালানি-খনি সহযোগিতায় নতুন দিগন্ত

# ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করতে চায় ভারত



**নয়াদিল্লি, ৪ জুন:** জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করতে ভেনিজুয়েলার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বের ওপর গুরুত্ব দিল ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ভেনিজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি দেলসি রডরিগেজের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন।

উচ্চপর্যায়ের এই বৈঠকে ভারত-ভেনিজুয়েলা সম্পর্কের সকল দিক নিয়ে আলোচনা হয় এবং জ্বালানি নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, ঔষধশিল্প, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে আরও সহযোগিতার পথ অন্বেষণ করা হয়। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পূর্ব) রুদ্রেন্দ্র টন্ডন সাংবাদিক বৈঠকে জানান, বিশ্বের বৃহত্তম তেল মজুতের দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ভেনিজুয়েলা, অন্যদিকে দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতি হিসেবে ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল আমদানিকারক। ফলে দুই দেশের মধ্যে জ্বালানি ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি জানান, চলতি মাসে ভারতের স্পট মার্কেটে তেল সরবরাহকারী দেশগুলির মধ্যে ভেনিজুয়েলা তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী মোদী ও ভেনিজুয়েলার প্রতিনিধিদলের আলোচনায় জ্বালানি অংশীদারিত্ব অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। ভেনেজুয়েলার জ্বালানি ক্ষেত্র বর্তমানে পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং দেশটি আগামী দিনে ভারতকে একটি নির্ভরযোগ্য ও স্থায়ী অংশীদার হিসেবে দেখছে। তেল অনুসন্ধান থেকে পরিশোধন, উভয় ক্ষেত্রেই সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করছে দুই দেশ।

শুধু জ্বালানিই নয়, ভেনিজুয়েলার সোনা, হিরে ও অন্যান্য খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। বৈঠকে খনি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যৌথ উদ্যোগ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্যায়ন নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও অগ্রগতি হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন টন্ডন। বিদেশ মন্ত্রকের মতে, ভেনিজুয়েলা এখন টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোতে চাইছে। সেই প্রেক্ষিতে কৃষিযন্ত্র নির্মাণ, পশুপালন, পরিবহণ, অটোমোবাইল এবং ওষুধ শিল্পে ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। দুই দেশই এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

ভেনিজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি দেলসি রডরিগেজ পাঁচ দিনের ভারত সফরে বুধবার নতুন দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর সঙ্গে বিদেশ, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থ ও অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পরিবহণ মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলও এসেছে। সফরকালে তিনি বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এছাড়াও বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সঙ্গে তাঁর পৃথক বৈঠক হয়েছে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর আলোচনার কথা রয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভেনিজুয়েলার প্রতিনিধিদল ভারতের প্রযুক্তিগত ও শিল্প সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে এবং সহযোগিতার সুযোগ অন্বেষণ করতে জ্বালানি, ঔষধশিল্প এবং অটোমোবাইল খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করবে। জ্বালানি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারত ভেনিজুয়েলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ব্রিকস প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পূর্ব) রুদ্রেন্দ্র টন্ডন বলেন, আলোচনায় বিষয়টি উঠে এলেও মূলত ভারতের ভূমিকা এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্রিকস নেতৃত্বের প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি জানান, দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা ছিল ইতিবাচক, বাস্তবমুখী ও ফলপ্রসূ। কঠিন সময় থেকে সুসময়ে ভারতের সহযোগিতার প্রশংসা করে ভবিষ্যতেও ভারতকে অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অংশীদার হিসেবে দেখতে চায় ভেনিজুয়েলা।

উল্লেখযোগ্য ভাবে, এমন এক সময়ে এই সফর হচ্ছে যখন পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ও হরমুজ প্রণালী ঘিরে অনিশ্চয়তার কারণে ভারত বিকল্প জ্বালানি সরবরাহের উৎস খুঁজছে। সেই প্রেক্ষাপটে ভেনিজুয়েলার সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া ভারতের জ্বালানি কূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

# বিহারের মুজাফফরপুরের প্রসাদ হাসপাতালে ভয়াবহ আগুন, মৃত ৫

**মুজাফফরপুর, ৪ জুন:** বিহারের মুজাফফরপুর শহরের ব্রহ্মপুরা থানা এলাকার অন্তর্গত প্রসাদ হাসপাতালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নগরী কমিশনার ঋতুরাজ প্রতাপ সিং এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। বৃহস্পতিবার ভোররাত আনুমানিক ৩টে নাগাদ হাসপাতালের আইসিইউ ওয়ার্ডে প্রথম আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা হাসপাতাল চত্বর। এর জেরে হাসপাতালের ভেতরে চরম আতঙ্ক ও হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের বিশাল বাহিনী এবং দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করে। নগরী কমিশনার ঋতুরাজ প্রতাপ সিং সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শর্ট সার্কিটের জেরে আইসিইউ ওয়ার্ডে থাকা এসিতে বিস্ফোরণ ঘটে এবং আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আরও জানান, উদ্ধারকাজ এখনও জারি রয়েছে। দুর্ঘটনার পর দমকলের ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হাসপাতালটি সম্পূর্ণ খালি করা হয়েছে এবং সেখানকার রোগীদের অন্যান্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার উৎস ও প্রমাণ জোগাড় করতে ফরেনসিক দলও তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদের নাম শশাঙ্ক কুমার (ঔরাই, মুজাফফরপুর), গীতা দেবী (মোতিপুর), উদয় কুমার ও কৃষ্ণ নন্দন (তড়িয়ানি, শিবহর জেলা) এবং চঞ্চলা কুমারী বলে শনাক্ত করা গিয়েছে। অন্যদিকে, অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ বেশ কয়েকজন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তবে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। তিনি বলেন, 'মুজাফফরপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে আগুন লেগে মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। ঈশ্বর প্রয়াত আত্মাদের শান্তি দিন এবং পরিবারগুলিকে এই কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার শক্তি দিন।' পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মৃতদের পরিবারকে অবিলম্বে ৪ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানান, স্থানীয় প্রশাসন সম্পূর্ণ তৎপর রয়েছে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় চৌধুরীও এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে, আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত করা হবে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিশান্ত কুমার সামাজিক মাধ্যম 'এক্সে' শোক প্রকাশ করে লেখেন, 'মুজাফফরপুরের বেসরকারি হাসপাতালে আগুন লেগে বেশ কিছু মানুষের মৃত্যুর খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহত রোগীদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসার জন্য জেলা প্রশাসনকে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৎপরতায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে এবং দায়ীদের চিহ্নিত করা হবে।'

**TENDER NOTICE**

Sealed tenders are invited from reputed Architect Firm for drawing and design along with sanctioned from NKDA, New Town of **Rimbick Co-operative Housing Society Ltd**. Site address: Premises No. 19-0568, Plot No. IIB/1156, under Category HIG-C, Action Area -IIB, New Town, Kolkata 700161 within 10 days. **Communication Address:** Dr. Nabakumar Maiti, Abira Confiar, Flat No. 3B, 10 East Road, Jadavpur, Kolkata 700032 Mobile No. 9836535658

**Nabakumar Maiti (Secretary)**
**Rimbick Co-operative Housing Society Ltd.**

**OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY**
**BOLPUR:BIRBHUM**

1) NOTICE INVITING e-TENDER NO: WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND /NIT-03/2026-2027 Memo No:- 532/PWD/BM/2026-2027, Dated-03.06.2026
Number of Work:-20 (Twenty)
Sl. No. 1-20
Name of work: Different types of civil works under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission 15.06.2026 at 09:00 AM for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site: www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

**BANDIPUR GRAM PANCHAYAT**
**(Under Barrackpore-II Block)**
**E-TENDER NOTICE**

The Prodhan, Bandipur Gram Panchayat invites e-Tender through e-procurement system from the bonafied and resourceful contractors & outsiders for **NIT No. : BGP/281/2026, Dated:02.06.2026 (sl no 1)** For details may be seen in website: **https://wbtenders.gov.in** and contact at the office of the undersigned, Email id: **bandipur.gp@gmail.com.**
Sd/- **Prodhan**
**Bandipur Gram Panchayat**
**Barrackpore-II**
**North 24 Parganas**

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৩৯-২০২৬-২৭, তারিখ** ০২.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল)/ পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** বেহালা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চিলার প্ল্যান্টের এককালীন মেরামতি এবং সর্বাঙ্গীণ পরিষেবা ও ওভারহলিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৭,৯৮,৫০০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৩৬,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০২ মাস। **আইআরইপিএস-এ টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ০২.০৬.২০২৬। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ০২.০৬.২০২৬ তারিখ। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৬.২০২৬ তারিখ, দুপুর ২টা। **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী পাওয়া যাবে। (SDAH-66/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

**সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং কেপিএ-ইআরএস-ওটি-০১-২৬-২৭, তারিখ ০২.০৬.২০২৬।** ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/লোকো, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, ২৪-পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন ঃ **কেপিএ-ইআরএস-ওটি-০১-২৬-২৭। বিবরণ ঃ** "তিন (০৩) বছরের জন্য ইলেকট্রিক লোকোর ক্যাবে এ-৯ এবং এসএ-৯ ভালভের জন্য স্টেনলেস স্টিল পাইপের ব্যবস্থা করা, পরিমাণ ঃ ১৪৮টি লোকোমোটিভ।" **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,২৫,৮৫,৬২৬ টাকা মাত্র জিএসটি এবং অন্যান্য চার্জ সমেত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিষয় ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের বিডিং জমা দেওয়া যাবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা পড়লে তা গৃহীত হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (MISC-64/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
ONLINE BIDS ARE INVITED FOR THE WORK UNDER TENDER ID: 2026_WBPWD_5014951_1. Bid Submission closing date: 13/06/2026. For details please follow: http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Hooghly Electrical Sub-Division-II
ICA- T9331(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**CORRIGENDUM NOTICE**
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. had invited online bids for the work detailed below:
Name of Work: "Comprehensive Annual Maintenance Contract of fire protection system and detection system at Islampur SSH (G+4), Islampur for the year 2026-27", vide Tender Ref. No.: WBMSCL/NIT-317/2026, Dated-09/04/2026, (Tender ID-2026_WBMSC_1024887_1). Last Date of Submission of above-mentioned Tender (online) has been extended up to 10/06/2026, 12:00 PM. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in portal. Clarification requests, if any, please call 033-40340435 or email at info@wbmsc.gov.in Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary to the Govt. of West Bengal
ICA- T9351(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
The Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte. invites eNIQ for "Urgent Repairing of Lift Fire Detection system and Electrical Installation Work at Chest and Cancer Building in the premises of IPGMER-SSKM Hospital, Kolkata- S & D of Materials for Fire Detection System" vide **Tender ID : 2026_WBPWD_5014919_1.** Last date of submissions-16/06/26 upto 12:00 Noon. All documents can be seen/obtained from the websites-**tenders.wb.gov.in** and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, P.W. Dte.
ICA- T9311(2)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Assistant Engineer, Malda Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate, invites online e-NIT for the work of Sl. No. 01 "Kaliachak to Golapganj Road from 4.00 km to 6.00 km Potholes Repairing work in stretches under Malda Highway Division in the District of Malda during the year 2026-2027." Tender ID: 2026_WBPWD_5014888_1, e-NIT No. WBPW(R)D/AEMHSD/e-NIT-02/2026-2027. (i) Last date & Time of Dropping of Bid Doc. 10.06.2026 up to 2:00 PM, (ii) Time of Opening of the Bid Doc. 12.06.2026 at 2:30 PM (online). Details of e-N.I.T and Bid documents may be downloaded from www.pwdwb.in Sd/- AE, MHSD, PWRD, GOVT. OF W.B.
ICA- T9316(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
E.E., Berhampore Division-I, PWD invites online e-tender for the work of - **1.** Urgent Internal modification & repairing Work of Blood Bank at Kandi SD Hospital under Berhampore Division No-I, PWD during the year 2025-2026 (Project ID: HF262750990S000). (Estimate Cost- Rs. 8,76,729.00), Tender ID: 2026_WBPWD_5014913_1, Notice Inviting e-Tender No. WBPWD/EE/BD-I/e-NIT-02 of 2026-27. Bid Submission start date and time (online): 08/06/2026 at 11.00 A.M. Bid Submission end date and time (online): 18/06/2026 at 11.00 A.M. Details will be available from the website http://wbtenders.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Berhampore Division-I
ICA- T9319(2)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Assistant Engineer, P.W.Dte., Writers' Buildings Electrical Sub Division, invites e-tender for the work of "Supply & Installation of Integrated 80L storage capacity RO+UV water cooler cum purifier system for the SR&A/cs and AIS pension Cell, P&AR Deptt. at Writers Buildings (Block-IV, 2nd floor) under Writers' Buildings Electrical Sub-Division, PWD." Vide e-tender no. WBPWD/AE/WBESD/eNIQ-01 of 26-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5014940_1. Bid submission end date is 15.06.2026 upto 12.00 P.M. Detail information/ download/ upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Assistant Engineer (PWD), Writers' Buildings Electrical Sub-Division
ICA- T9321(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**
Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-I, Govt. of W.B. vide NIeT No.- **WBPWD/AE/BKPSD-I/NIeT-07/2026-27** for the work of- i) "Pulse mode cleaning and weeds and drains of Bhatpara State General Hospital in the District of North 24 Parganas under PWD, Barrackpore Sub-Division-I during the year 2026-27." Tender Id : **2026_WBPWD_5014914_1.** Intending tenderers are requested to visit the website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app** Bid submission closing date : 16.06.2026. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-I.
ICA- T9300(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Executive Engineer PWD Diamond **Harbour Divn.WBPWDEEDHDe_NIT_02_2026_27** for the works:- 1. Emergent Repair of Fatepur-Falta roads from Ch.10.00 Kmp to 13.00 Kmp in stretches, under Diamond Harbour Sub-Division, P.W.D., in the District of South 24 Parganas during the year 2026-2027. **Estimated Amount:- Rs. 9,70,790.00 Tender Id:- 2026_WBPWD_5014896_1.** Bid submission Starting date :- 03.06.2026 & Bid Submission closing date 15.06.2026 at 01:00 P.M. may be seen & downloaded from the official website of P.W.D. **http://etender.wb.nic.in** Sd/- Executive Engineer P.W.D. Diamond Harbour Divn.
ICA- T9304(2)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Executive Engineer, Kolkata North Division, P.W.D. invites online e-tender for the work "Annual Operation of Day to day Pump Motor set & Maintenance of IAH & VB (R & T) at Belgachia under Kolkata North Division, P.W.D. during the year 2026-2027". **Tender ID : 2026_WBPWD_5014901_1. NIeQ No: WBPWD/EE/KND/NIeQ-08/2026-2027.** Bid Submission upload start date : 09.06.2026 from 11:05 Hours Bid Submission upload end date: 15.06.2026 up to 13:00 Hours. The details of NIeQ and Tender document may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in** Sd/- EE KND PWD GOVT OF W.B.
ICA- T9308(2)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য ত যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Sealed tender is here by invited from the Assistant Engineer, PWD, Electrical Construction Sub-Division, Jadavpur, Kolkata-32 for the Work of "Repair & Renovation of Electrical Installation works of IPS Quarter No. S-1/1, Shyamali Apartment, 135/C, S.P. Mukherjee Road (A-Block), Kolkata-26." having notice inviting Percentage Rate e-TENDER No. WBPWD/AE-ECSD/e-NIT-02/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014992_1. Bid submission start date (online): 09.06.2026 from 6:00 P.M. Bid submission closing date (online): 17.06.2026 upto 3.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- AE/ECSD, PWD.
ICA- T9349(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "Triennial Comprehensive Maintenance of different type of AC Machines at the office of the Directorate of security, HQ Section, Ladies Barrack, Driver Brrrack, staff Barrack (4th floor), Mess Barrack and Escort Barrack." eNIQ No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-20/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014962_1. Bid submission start date (online): 12.06.2026 from 01.00 P.M. Bid submission closing date (online): 19.06.2026 upto 1.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T9326(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
**A.E./SSKM(H.) Elec. Sub-Divn., PWDte.** invites tender for the work of – "EI work for Renovation of Police Outpost at S.N.P. Hospital under SSKM(H.) Elel. Sub-Divn.". against Tender Reference No. WBPWD/SSKM(H)ESD/NIQ-01 of 2026-27 vide Tender ID : 2026_WBPWD_5014982_1. Last date of Submission upto 02:00 P.M. on 16.06.2026. Sd/- A. Bara Assistant Engineer, PWDte. SSKM(H.) Electrical Sub-Divn.
ICA- T9338(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**
Bid reference no.- WBMSCL/NIT-439/2026, Dated-02/06/2026 West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for -'Comprehensive annual maintenance contract of fire protection system and detection system at Gopiballavpur SSH, Jhargram for the year 2026-27, 2nd call'. Last date of submission of bid (online)-12.06.2026 upto 02:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbtenders.gov.in** on or after 01.00 P.M. on 05.06.2026. Details of the tender will also be available at **www.wbmsc.gov.in** Clarification requests, if any may be sent to **eecivil@wbmsc.gov.in** or **info@wbmsc.gov.in** Sd/- Managing Director, WBMSCL.
ICA- T9267(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**KMDA**
**1st Corrigendum Notice of**
**Tender Notice No.: SE(D&P)/3T-01/01/W&S/KMDA of 2026-27**
**e-NIT No. SE(D&P)/T-01/W&S/KMDA of 2026-27**
**With reference to above NIT the following change has been made.** Please read Estimated Amount is Rs.2,51,10,160/- in place of Rs.2,55,89,167/- & Earnest Money is Rs.5,02,203/- in place of Rs.5,11,800/-, for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-73)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T9281(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**
e-Tenders are invited by the Commissioner of Police Kolkata for Procurement of 2000 pieces Cane Baton for the use of Kolkata Police. Last date for submission of the e-tenders is 15/06/2026 upto 15:00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- For Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T9285(2)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**WEST BENGAL HOUSING BOARD**
**ABRIDGE NOTICE**
Corrigendum for Date extension for the work "1. Supplying the official stationary Goods to the WBHB for the time period from 15th June 2026 to 31st March 2027. Tender ID 2026_WBHB_1024772_1 & 2. Supplying the official Printing Materials to the WBHB for the time period from 15th June 2026 to 31st March 2027." Tender ID 2026_WBHB_1024772_2. NIeQ No: WBHB/DD(EW)-II/NIeQ-01/2026-2027 .Last Date of closing bid submission 09.06.2026. At 11.00 AM. All particulars and any information & Corrigendum if any, will be published in E-Tendering Website i.e. **https://wbtender.gov.in** website only.
ICA- T9294(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**1st CORRIGENDUM NOTICE**
The following changes of the NIET No. 03/e-Tender of 2026-2027 (Sl. No.-4) of EE/BNHD has been made due to administrative reasons. Bid submission closing date will be 10-06-2026 upto 11:30 A.M. T.Id.- 2026_WBPWD_5014309_4. Detailed information/download/upload will be available from the Website http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Burdwan North Highway Division, P.W. (Roads) Directorate.
ICA- T9298(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**NOTICE INVITING TENDER**
**[1] Bid reference no.:- WBMSCL/NIT-395/2026; Dated-01/06/2026** "SITC of AC is urgently required to preserve the life-saving drugs at the pharmacy of Falakata SSH in Alipurduar district." **[2] Bid reference no.:- WBMSCL/NIT-396/2026; Dated-01/06/2026** "New Electrical Wiring and Rectification of Existing Electrical Connections for Split AC Units at Female Ward Nandigram SSH Purba Medinipur." **[3] Bid reference no.:- WBMSCL/NIT-399/2026; Dated-01/06/2026** "Repair & replacement of existing False ceiling Non-LED Recess/Suspended type Lights with LED type Light fixtures (1st Phase) at Barjora SSH, Bankura." Last date of submission of bid (online)- 12.06.2026 up to 3:00 P.M. the tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in & www.wbtenders.gov.in on or after 05.06.2026 at 3:00 P.M. Clarification requests, if any may be sent tocpee@wbmsc.gov.in Sd/-General Manager, WBMSCL & Additional Secretary to the Govt. of West Bengal, H&FW Dept.
ICA- T9257(1)/2026

## ময়দান

# চন্দ্রলেখা ডালমিয়ার স্মৃতিতে মহিলা টি২০ টুর্নামেন্টের জমজমাট ফাইনাল

# মহিলা ক্রিকেটের পাশে অভিষেক ডালমিয়া, প্রতিভা খোঁজার মঞ্চে নতুন বার্তা



দু'দলের ক্রিকেটারদের মধ্যমণি অভিষেক ডালমিয়া ও ঝুলন গোস্বামী



বার্ডিং মহিলা টি২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে প্রয়াত চন্দ্রলেখা ডালমিয়ার ছবি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাংলার ক্রীড়া প্রশাসনের পরিচিত মুখ অভিষেক ডালমিয়া আবারও উঠে এলেন খেলাধুলার তৃণমূল স্তরের বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)-এর প্রাক্তন সভাপতি হিসেবে সফল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন খেলায় নতুন প্রতিভা তুলে আনার উদ্যোগে দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় তিনি। সম্প্রতি শিশু ফুটবলের বেবি লিগ আয়োজনের পর এবার মহিলা ক্রিকেটের প্রসারের লক্ষ্যে আয়োজিত চন্দ্রলেখা ডালমিয়া নামাঙ্কিত এনসিসি ও রাজস্থান ক্লাবের যৌথ উদ্যোগের বার্ডিং মহিলা টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালেও উপস্থিত থেকে সেই বার্তাই তুলে ধরলেন অভিষেক ডালমিয়া। বিবেকানন্দ পার্কে চন্দ্রলেখা ডালমিয়া নামাঙ্কিত এনসিসি ও রাজস্থান ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বার্ডিং মহিলা টি২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক ডালমিয়া। তাঁর উপস্থিতি শুধু প্রতিযোগিতার মর্যাদাই বাড়ায়নি, মাঠে নামা তরুণ ক্রিকেটারদের কাছেও ছিল বড় অনুপ্রেরণা। ট্রফি নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল মা সারদা ও রানী ঝাঁসি। প্রথমে ব্যাট করে মা সারদা ১৮১ রান তোলে। জবাবে রানী ঝাঁসি মাত্র ৫৫ রানে অলআউট হয়ে গেলে ১২৬ রানের বিশাল ব্যবধানে চ্যাম্পিয়ন হয় মা সারদা। ফাইনাল ঘিরে দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী, শালিনী ডালমিয়া, এনসিসি-র প্রেসিডেন্ট পবণ ভালোটিয়া, সিএবির প্রাক্তন সহ-সভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস, ক্রিকেট ক্লাব অব ঢাকুরিয়ার কর্ণধার শান্তনু মিত্র-সহ ক্রীড়া প্রশাসনের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটাররা। ম্যাচ শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। মহিলা ক্রিকেটের বিস্তার এবং নতুন প্রতিভাদের সামনে তুলে আনার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন অভিষেক ডালমিয়া। প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার উত্তরসূরি হিসেবে ক্রিকেট প্রশাসনে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং খেলাধুলার প্রতি গভীর অনুরাগ বাংলার ক্রীড়া পরিকাঠামোকে আরও সমৃদ্ধ করার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা তুলে আনার যে দর্শন তিনি দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ করে আসছেন, এই আয়োজন যেন তারই আরেকটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

# নতুন নামে শুরু বেঙ্গল টি২০ লিগ, আশাবাদী বাবলু কোলে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আজ থেকে শুরু হচ্ছে সিএবি আয়োজিত বেঙ্গল টি২০ লিগ। এতদিন 'বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগ' নামে পরিচিত ছিল। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বৃহস্পতিবার সিএবিতে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের ক্রিকেটারদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটার মুকেশ কুমার ও শাহবাজ আহমেদ। সিএবি সচিব বাবলু কোলে জানান, 'এবার কোনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে



না। পাশাপাশি কোকাবুরার বদলে এসজি বলে খেলা হবে।' তীব্র গরমের মধ্যে দিনের বেলায় ম্যাচ আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও বাবলু কোলের বক্তব্য, 'বিসিসিআইয়ের নির্ধারিত সূচি মেনেই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হচ্ছে। বর্ষার কারণে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার ঝুঁকি এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত'। নতুন নামে শুরু হলেও বাংলার ক্রিকেট প্রতিভা তুলে ধরাই এই লিগের মূল লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

**WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.**
**( A Govt. Undertaking )**
**Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001**
**NIeT- 80 to 92/2026-2027 Dated- 04-06-2026**
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for Civil an Electrical works at Dakshin Dinajpur, Nadia, Birbhum, Murshidabad, Malda, Purba Medinipur and Purulia District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **05-06-2026 after 09.00 am.** Bid submission end date- **22-06-2026 & 25-06-2026 upto 3.00 pm.**
**Date: 04.06.2026** **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

**শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ**

**সংশোধনী**

শিয়ালদহ ডিভিসনের বালিগঞ্জ স্টেশন লিমিটে ডাউন প্যাসেঞ্জার লাইনে **০৬.০৬.২০২৬ তারিখ (শনিবার) ২৩.১০ ঘঃ থেকে ০৭.০৬.২০২৬ তারিখ (রবিবার) ০৫.১০ ঘঃ** পর্যন্ত ৬ ঘন্টার ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে ট্রেনের **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু**-এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছেঃ ক্র.নং (৪) নিম্নরূপ পড়তে হবেঃ **৩৪১৬৩ আপ** কোমাগাতা মারু বজবজ-শিয়ালদহ লোকাল ০৬.০৬.২০২৬ তারিখে (শনিবার) **নিউ আলিপুর (কলকাতা)**-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৪১১২ ডাউন** শিয়ালদহ-কোমাগাতা মারু বজবজ লোকাল ০৭.০৬.২০২৬ তারিখে (রবিবার) **নিউ আলিপুর (কলকাতা)** থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। অন্যান্য সকল বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে। **ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ**

**পূর্ব রেলওয়ে**
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ**

**সংযোজনী ও সংশোধনী**

ব্রিজ নং. ৩–এর গার্ডার স্থাপন সম্পর্কিত কাজের জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনের শিয়ালদহ–বিধাননগর রোড শাখায় আপ এবং ডাউন সাবার্বান লাইনে **০৬.০৬.২০২৬ তারিখ (শনিবার) রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিট থেকে ০৭.০৬.২০২৬ তারিখ (রবিবার) দুপুর ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ১৫ ঘন্টার ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের** সাথে আপ মেন লাইনে **১ ঘন্টার ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের** কারণে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে পূর্বে বাতিল হওয়া ট্রেনগুলির সাথে নিম্নলিখিত ইএমইউ ট্রেনগুলিও বাতিল থাকবেঃ

- **ট্রেন বাতিল [০৬.০৬.২০২৬ তারিখ (শনিবার)]ঃ শিয়ালদহ–কল্যাণী সীমান্তঃ আপ** ৩১৩৪১। **নৈহাটি–কল্যাণী সীমান্তঃ ডাউন** ৩১১৯২। **শিয়ালদহ–রানাঘাটঃ আপ** ৩১৬২৯/**ডাউন** ৩১৬৩৪। **শিয়ালদহ–নৈহাটিঃ ডাউন** ৩১৪৪৪।
- **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ এবং সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরুর ক্রমিক নং. ৫ নিম্নরূপ পড়তে হবেঃ ৩১৩১৫ আপ শিয়ালদহ–কল্যাণী সীমান্ত লোকাল** ০৭.০৬.২০২৬ তারিখে (রবিবার) নৈহাটি থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং **৩০১২৮ ডাউন কল্যাণী সীমান্ত–মাঝেরহাট লোকাল** ০৭.০৬.২০২৬ তারিখে (রবিবার) স্বাভাবিক চলবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

**ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ**

**পূর্ব রেলওয়ে**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

# মিস মার্পেলের বাংলা সংস্করণে নির্মিত
# ‘ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড’

**শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়**

বাংলা সিনেমায় গোয়েন্দা গল্পের ছড়াছড়ি। সাহিত্য থেকে উঠে আসা গোয়েন্দা তো বটেই এর সাথে সাথে বাংলার বিভিন্ন পরিচালকেরা নিজস্ব চরিত্রের গোয়েন্দা বানিয়েছে। গোয়েন্দা কখনো পুরুষ কখনো বা নারী। সম্প্রতি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের হাত ধরে নির্মিত হয়েছে রহস্য ঘেরা গোয়েন্দা চলচ্চিত্র ‘ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড’। বিকৃত যৌনতা, ব্যভিচার, খুন এগুলোর কিনারা করার জন্য এই দুই পরিচালক যৌথভাবে নিয়ে এসেছে নতুন চরিত্র যার নাম ফুলপিসি । সিনেমার এই গল্পে প্রস্ফুটিত হয়েছে নারীদের উপরে বিকৃত যৌনতা, অত্যাচার, ও তাদেরকে ভোগ্য বস্তু হিসেবে ব্যবহার করার বেশ কিছু দৃশ্য। এই বিকৃত যৌনতা থেকে মুক্তির উপায় এর সন্ধানে ঘটে খুন এবং সেই খুনের তদন্তে নেমে পড়ে ফুলপিসি। এটি একটি নিষিদ্ধ গল্পের মতো যা খুনি নারীদের কথা তুলে ধরে। শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতা রায়ের হাত ধরে এই প্রথম অ্যাডাল্ট স্টাফ কনটেন্টের একটি সিনেমা মুক্তি পেল যা দর্শকদের মনোরঞ্জন করার জন্য যথেষ্ট। প্রাপ্ত মনস্ক গল্পের দ্বারা সমাজের বিশেষত জমিদারি সমাজ ব্যবস্থার অন্ধকারতম তথা নগ্ন দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে এই চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে।নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড ‘আপাদমস্তক একটি মনস্তাত্ত্বিক থ্রিচার ও রহস্য-রোমাঞ্চ ঘরানার বাংলা সিনেমা। এই চলচ্চিত্রটি আগাথা ক্রিস্টি প্রণীত বিশ্বখ্যাত মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র ‘মিস মার্পেল’-এর ছায়ায় নির্মিত। একটি ক্রমবর্ধমান ক্ষয়প্রাপ্ত জমিদার পরিবারের গোপন জটিল রহস্য এবং শীতল-রক্তের হত্যার গল্পকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে।। পাপ সংক্রান্ত এই গল্পে নারী শরীর ভোগের ঘটনার বর্ণনা সমাজের বিকৃত দিকটিকে প্রদর্শন করেছে। শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতা রায়ের যৌথ পরিচালনায় এরকম ছবি বাংলা সিনেমার ঝুলিতে প্রথম। জমিদারি গল্প হলেও এই জমিদারীতে নারীরা কেবলই ভোগ্য বস্তু। পুরুষদের কাছে স্ত্রী পরস্ত্রী বাইজি কেউই তাদের আগ্রাসী লালসার বাইরে যায়নি।

ছবিটি ধৈর্য ধরে প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেখতে হবে তবেই আস্তে আস্তে সমস্ত ব্যাপারটা বোধগম্য হতে শুরু করবে। ছবিটি শুরু হয়েছে জমিদার মনিন্দ্র চন্দ্র নামে এক কুখ্যাত চরিত্রহীন জমিদার এর বিয়ের আয়োজন নিয়ে যার বিয়েতে কাজকর্ম করছে তার নিজের স্ত্রী অদিতি। জমিদারের বিয়ে হতে চলেছে অদিতির বোনের সঙ্গে। অদিতির সৌন্দর্যের জন্য সে প্রশংসা পেলেও তার স্বামী ভাগ্য ভালো নয়। বিয়ের আয়োজন করতে করতে অদিতির চোখ দিয়ে অশ্রু

ছবিটি ধৈর্য ধরে প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেখতে হবে তবেই আস্তে আস্তে সমস্ত ব্যাপারটা বোধগম্য হতে শুরু করবে। ছবিটি শুরু হয়েছে জমিদার মনিন্দ্র চন্দ্র নামে এক কুখ্যাত চরিত্রহীন জমিদার এর বিয়ের আয়োজন নিয়ে যার বিয়েতে কাজকর্ম করছে তার নিজের স্ত্রী অদিতি। জমিদারের বিয়ে হতে চলেছে অদিতির বোনের সঙ্গে। অদিতির সৌন্দর্যের জন্য সে প্রশংসা পেলেও তার স্বামী ভাগ্য ভালো নয়। বিয়ের আয়োজন করতে করতে অদিতির চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে। স্বামীর অত্যাচার পাশবিক যৌন আচরণ সহ্য করেও প্রতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য পালনে ব্যস্ত আদিতি। যে বোনের সাথে বিয়ে হচ্ছে সেও অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারীনি।

গড়াচ্ছে। স্বামীর অত্যাচার পাশবিক যৌন আচরণ সহ্য করেও প্রতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্য পালনে ব্যস্ত আদিতি। যে বোনের সাথে বিয়ে হচ্ছে সেও অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারীনি। নাম তার মালতি।লম্পট জমিদার মণীন্দ্র চন্দ্র বাইজিদের এর সাথেও ঘনিষ্ঠ। পুতুল বাই এর সাথে তার বেশ ঘনিষ্ঠটা সমাজের কারোরই চোখ এড়ায় না। এই মালতিকে আবার পছন্দ করে জমিদার বাড়ির ছেলে সময় নন্দী এবং রাজা নামে একটি ছেলে। তাদের মধ্যে কি ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের আগেই হঠাৎই জমিদার মনিন্দ্র চন্দ্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অবশ্য বলে এ মৃত্যু স্বাভাবিক। তবুও এই মৃত্যুর তদন্তের ভার গিয়ে পড়ে গ্রামের ফুল পিসির কাছে। ফুল পিসি তদন্ত করে জানতে পারে যে জমিদার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তাকে খুন করা হয়েছে? হত্যাকারী কে সেটা জানতে হলে ছবিটি অবশ্যই দেখে ফেলতে হবে।

এখানে প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র ফুল পিসি অগাথা ক্রিস্টি র মিস মার্পেলের বাংলা সংস্করণ। গ্রামে বসেই তিনি রহস্যের জট ছাড়াতে, খুনের তদন্ত করতে, ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে একেবারে সিদ্ধহস্ত। মানুষের মনের গহীন অন্ধকার চেনার ক্ষমতা তার ঈশ্বর প্রদত্ত। এখানে গোয়েন্দাগিরি কোনও পেশা নয়, বরং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা এক অসাধারণ প্রজ্ঞা। মানুষের মন পড়ে নেওয়ার ক্ষমতা, ছোট-ছোট ঘটনার মধ্যে বড় সত্য খুঁজে বের করার দক্ষতা, আর নিঃশব্দে সবকিছুর গভীরে পৌঁছে যাওয়ার যে বৈশিষ্ট্য মিস মার্পেলের চরিত্রকে অমর করে তুলেছে, সেই সত্তাই নতুন করে নির্মিত হচ্ছে এই ছবিতে। ফুল পিসি নামে এই কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা গিয়েছে সোহিনী সেনগুপ্তকে;যাঁর অভিনয়ে সংযম, তীক্ষ্ণতা চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবে বলেই আশাবাদী নির্মাতারা। সোহিনী গুপ্তের অভিনয় নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার দরকার নেই । ফুলপিসির চরিত্রটি তার অভিনয়গুণে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। শান্ত কথা বলার এক্সপ্রেশন এবং মিষ্টি হাসি সবমিলিয়ে সোহিনী সেনগুপ্তর দক্ষতাকে বারবার এখানে পরিচালক তুলে ধরেছে। জমিদার মনিন্দ্র চন্দ্রের ভূমিকায় অর্জুন চক্রবর্তীর অভিনয়ও যথাযথ। লম্পট দুশ্চরিত্র জমিদারের অভিনয় তিনি খুবই পরিপক্ব ভাবে নিজ অভিনয়গুণে প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। জমিদারের স্ত্রী অদিতির ভূমিকায় রাইমা সেন কে খুব সুন্দর এবং সপ্রতিভ দেখাচ্ছে। তার মিষ্টি আর নিখুঁত বাচনভঙ্গি দর্শকদেরমুগ্ধ না করে পারেনি। অদিতির বোন মালতির চরিত্রে শ্যামোপ্তি মুদলী মানানসই। বলাই বাহুল্য পরিচালকদ্বয় খুব সুন্দরভাবে বিচক্ষণতার সাথে শ্যামোপ্তিকে এই চরিত্রের জন্য নির্বাচন করেছেন। জমিদার পরিবারের বর্ষিয়ান সদস্য হাসি দেবীর চরিত্রে অনামিকা সাহাকে এই চরিত্র ছাড়া অন্য কোন চরিত্রে ভাবা যায় না। একই সঙ্গে রহস্যময় এবং মজার এই দ্বৈত চরিত্রটি বর্ষিয়ান অভিনেত্রী অনামিকা সাহা খুব নিপুণভাবে মেরে ধরেছেন নিজ অভিনয় দক্ষতায়। তার কঠিন কণ্ঠস্বর তথা অট্টহাসির দক্ষতা এই সিনেমাকে অনেকটাই পরিপূর্ণ করে তুলেছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ভূমিকায় সাহেব চট্টোপাধ্যায় একেবারে অনবদ্য। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যেকোন খল চরিত্রতে তিনি একেবারে পারদর্শী। তার ক্ষেত্রে এই সিনেমার এই চরিত্রটিতেও কোন ব্যতিক্রম নেই। নন্দীবাড়ি ছেলে সময় নন্দীর নাম উঠেছে।

এই ছবির ইতিবাচক দিক গুলি হল শভেনিস্ট সমাজের বিরুদ্ধে নারীদের নীরব অথচ তীব্র প্রতিবাদ এই সিনেমাটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। রাজবাড়ীর দৃশ্য পটভূমি এবং পরিবেশ দর্শককে মনোমুগ্ধ করবে। প্রত্যেকটি শিল্পীদের বিশেষ করে অভিজ্ঞ অভিনেতাদের সুচারু অভিনয় এই সিনেমাটির শোভা আরো বৃদ্ধি করেছে। ইতিবাচক দিকগুলির পাশাপাশি যৎ সামান্য সীমাবদ্ধতাও চোখে পড়েছে। প্রথমার্ধে ছবির গতি বেশ মন্থর যা দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে। অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে পদক্ষেপটা নেয়া হয়েছে তা অনেকটা একঘেয়ে লাগতে পারে। সব মিলিয়ে বলা চলে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের যৌথ পরিচালনায় নির্মিত ‘ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’ ছবিটি রহস্য ঘন কমার্শিয়াল ছবি যা দর্শকদের সময় কাটানোর জন্য যথেষ্ট ভালো। ছবিটি নিঃসন্দেহে একবার কিংবা দুবার দেখা যেতেই পারে।

# ২৫তম বর্ষপূর্তিতে সিনেমা হলে ফের আসছে ‘লগান’

আমির খান অভিনীত এবং আশুতোষ গোয়ারিকর পরিচালিত ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম কালজয়ী মহাকাব্যিক স্পোর্টস ড্রামা ‘লগান’ তার ২৫তম বর্ষপূর্তিতে সিনেমা হলে পুনরায় মুক্তি পেতে চলেছে। ২০০১ সালে যখন এই ছবিটি প্রথম মুক্তি পেয়েছিল, তখন এটিই ছিল তৎকালীন ভারতের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা। সম্প্রতি আমির খান প্রোডাকশনের অফিশিয়াল চ্যানেলে এই ছবির ট্রেলারটি নতুন করে শেয়ার করে দর্শকদের নস্টালজিয়াকে আরও একবার উস্কে দেওয়া হয়েছে। প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১২, ১৩ এবং ১৪ই জুন প্রেক্ষাগৃহে দর্শকরা ফের এই ছবির ম্যাজিক উপভোগ করতে পারবেন।

১৮৯৩ সালের ব্রিটিশ আমলের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে খরাকবলিত এক গ্রামের মানুষদের ঘিরে, যারা ইংরেজ শাসকদের অন্যায় কর বা ‘লগান’-এর বোঝায় পিষ্ট হচ্ছিল। গ্রামের যুবক ভুবন ব্রিটিশ ক্যাপ্টেনকে চ্যালেঞ্জ জানালে গ্রামবাসীদের সামনে একটি অদ্ভুত শর্ত রাখা হয়;যদি তারা ক্রিকেটে ব্রিটিশদের হারাতে পারে, তবে আগামী তিন বছরের জন্য তাদের সম্পূর্ণ কর মকুব করা হবে। খেলাটি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকা সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা নিজেদের অস্তিত্ব ও মর্যাদার লড়াইয়ে একজোট হয়ে ক্রিকেট শেখে এবং জয়লাভ করে।

আমির খান ছাড়া এই ছবিতে গ্রেসি সিং, র‍্যাচেল শেলি, পল ব্ল্যাকথর্ন এবং রঘুবীর যাদবের মতো একঝাঁক তারকা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। মুক্তির পর ‘লগান’ অস্কারের আসরে ‘সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র’ বিভাগে মনোনীত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। এছাড়াও ৪৭তম ফিল্মফেয়ার পুরস্কারের মঞ্চে এটি বছরের সবচেয়ে বেশি পুরস্কার জয়ী ছবির খেতাবও নিজের নামে করে নেয়।

# বলিউডে নক্ষত্রপতন, প্রয়াত প্রযোজক পহলাজ নিহালানি

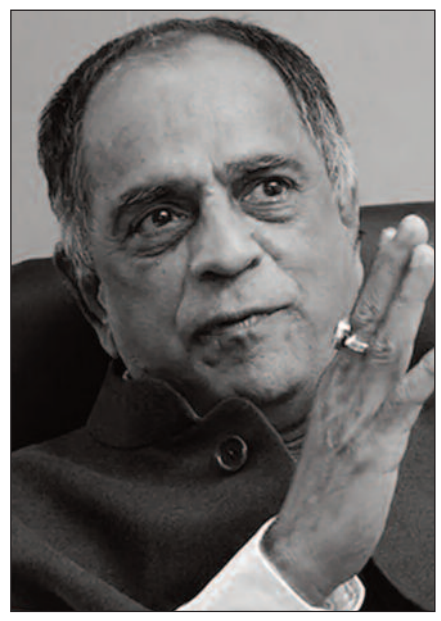

বলিউড চলচ্চিত্র মহলে গভীর শোকের ছায়া ফেলে প্রয়াত হলেন হিন্দি সিনেমার অন্যতম খ্যাতনামা প্রযোজক তথা ‘সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন’ -র প্রাক্তন চেয়ারম্যান পহলাজ নিহালানি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তিনি বেশ কিছু দিন ধরে লিভারজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। আশি ও নব্বইয়ের দশকে ‘আঁখে’, ‘আন্দাজ’, ‘তালাশ’-এর মতো একের পর এক বক্স-অফিস কাঁপানো বাণিজ্যিক ছবি উপহার দিয়ে তিনি ইন্ডাস্ট্রির এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। চলচ্চিত্র প্রযোজনার পাশাপাশি দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে তিনি ‘অ্যাসোসিয়েশন অব পিকচার্স অ্যান্ড টিভি প্রোগ্রাম প্রডিউসার্স’-এর সভাপতি হিসেবেও সফলভাবে দায়িত্ব সামলেছেন। ২০১৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ভারতের কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের প্রধান হিসেবে তাঁর কার্যকাল ছিল ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত সময়। সিনেমায় কাঁচি চালানো, বিভিন্ন সাহসী দৃশ্য বাদ দেওয়া এবং ছবিতে ভারতীয় মূল্যবোধ ধরে রাখার ক্ষেত্রে তাঁর কড়া ও আপসহীন নীতি প্রায়শই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকত। তাঁর এই আকস্মিক প্রয়াণে হিন্দি সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির একটি বর্ণময় অধ্যায়ের অবসান ঘটল।

# বিলেতের মঞ্চে প্রথম পার্থ, যাচ্ছেন অঞ্জনা

বুদ্ধদেব বসুর কালজয়ী নাটক অবলম্বনে তৈরি জনপ্রিয় কাব্যনাট্য ‘প্রথম পার্থ’ এবার পাড়ি দিচ্ছে বিলেতে। ইংল্যান্ডের ওয়েম্বলির সত্তাভিস পাটিদার সেন্টারে আগামী ২৭ এবং ২৮ জুন দুই দিন ধরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘লন্ডন মহোৎসব’। সেই ঐতিহ্যবাহী মঞ্চেই বিশিষ্ট অভিনেত্রী অঞ্জনা বসুর কণ্ঠে পরিবেশিত হবে এই বিখ্যাত শ্রুতিনাটক। তবে তিনি একাই নন, এই সাংস্কৃতিক সফরে তাঁর সঙ্গে একই দলে শামিল থাকছেন রায়া ভট্টাচার্য, দেবশঙ্কর... হালদার ও কৌশিক সেনের মতো টলিপাড়ার একঝাঁক প্রথম সারির তারকা। বহু বছর পর সাহেবপাড়ায় আবারও খাঁটি বাঙালিয়ানা ফুটিয়ে তুলতে এই মুহূর্তে চূড়ান্ত উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন কলাকুশলীরা।

এই নাটকে মূল চরিত্র ‘দ্রৌপদী’র ভূমিকায় অভিনয় করছেন অঞ্জনা বসু। বিলেত সফর নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি জানান, বিদেশে এটি তাঁদের দ্বিতীয় শো হলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিপূর্বে তাঁরা বহুবার এই নাটকটি সফলভাবে মঞ্চস্থ করেছেন, যা হিসেব অনুযায়ী তাঁদের ১৪তম শো হতে চলেছে। একবার রাঁচির খোলা মাঠে নাটক করতে গিয়ে দর্শকদের যে বিপুল ভালোবাসা তাঁরা পেয়েছিলেন, তা আজও অঞ্জনার স্মৃতির পাতায় অম্লান। তবে শুটিংয়ের নানা ব্যস্ততার কারণে এবার মাত্র তিন দিনের জন্য লন্ডনে যেতে হচ্ছে বলে অভিনেত্রীর মনে কিছুটা আফসোসও রয়ে গিয়েছে।

শ্রুতিনাটকের পাশাপাশি বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়েও মুখ খোলেন টলিপাড়ার অন্যতম প্রধান বিরোধী মুখ অঞ্জনা। রাজ্যে শাসনক্ষমতার পালাবদল হলেও তিনি আগের মতোই সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত আছেন এবং নতুন সরকারের কাজের দিকে তাঁর কড়া নজর রয়েছে।

ভবিষ্যতে দল কোনও দায়িত্ব দিলে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে, অভিনয় জগৎকে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখার পক্ষে সওয়াল করে অঞ্জনার স্পষ্ট মত, অভিনয়ের আঙিনায় কোনও রাজনৈতিক রং না লেগে সেখানে শুধু মাত্র শিল্পের ভাষাই কথা বলা উচিত।